প্রমীলা। বীরা ! তুই স্বনামের সার্থকতা করেছিস।

[প্রমীলা—১৩৭ পৃষ্ঠা।

প্রমীলা

গীতাভিনয়

৩৫।১ বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা।

প্রমীলা

গীতাভিনয়

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ প্রণীত

(শ্রীচরণভাণ্ডারীর যাত্রায় অভিনীত)

[চতুর্থ সংস্করণ]

কলিকাতা,
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৩৫।১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

মূল্য ১।০ মাত্র।

গ্রন্থকারের অন্য নাটক

সগরাভিষেক ১।০

PUBLISHED BY R C DEY FOR PAUL BROTHERS & CO.
35/1, VIVEKANANDA ROAD.
PRINTED BY B. B. GHOSE, LALIT PRESS.
81, Simla Street, Calcutta.

FOURTH EDITION.

সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ

নাট্যকার ও সঙ্গীত রচয়িতা

শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

আমার এই

"প্রমীলা"

গ্রন্থখানি

উৎসর্গ করিলাম।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

"প্রমীলা" গীতাভিনয়খানি প্রচারিত হইল। প্রণয়ন-কালে পুস্তকখানি যে অভিনয়ের উপযুক্ত হইবে, তাহা আমার ধারণা ছিল না; তবে কেবল সুবিখ্যাত শ্রীশ্রীচরণ ভাণ্ডারীর যাত্রার দলের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও উৎসাহে ইহা উক্ত দলে অভিনীত হইয়া সাধারণ্যে পরিচিত ও সমাদৃত হইয়াছে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, অত্র পালার প্রায় সমস্ত গান সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও সঙ্গীত-রচয়িতা শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছেন। ইতি।

চাকুর
কল্যাণপুর পোঃ আঃ
জেলা হাওড়া।

গ্রন্থকার

অভিনয়োক্ত পাত্র-পাত্রীগণ।

পাত্রগণ।

কৃষ্ণ (যদুনাথ), ভীম, অর্জ্জুন, (পাণ্ডুপুত্রদ্বয়), সাত্যকি (অর্জ্জুন-শিষ্য), ভক্তদাস (পাণ্ডবানুচর), মানবক, (পাণ্ডবের সাথী ব্রাহ্মণ), সুধন্বা, সুরথ (হংসধ্বজের পুত্রদ্বয়), শিব, নন্দী, গরুড়, ২য় কৃষ্ণ, ৩য় কৃষ্ণ, কাম, গোপাল, পাটনী ইত্যাদি।

পাত্রীগণ।

দুর্গা (শিবরাণী), রতি (কামপত্নী), প্রমীলা (নারী-রাজ্যেশ্বরী), বীরা, বাসন্তী, (নারীসেনাপতিদ্বয়), নিদ্রা, পাটনী-পত্নী, নারীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

গীত।

অতি সুললিত ভারত-আখ্যান।
কর ভারতনিবাসি! সেই অমৃত পান,
যাহে সুশীতল হবে ঘোর তৃষিত প্রাণ ॥
রাজা যুধিষ্ঠির, ধার্ম্মিক সুধীর,
সাধু ধর্ম্মবীর ধর্ম্ম-যুদ্ধে স্থির ;—
সর্ব্বপাপবারণ, অশ্বমেধকারণ,
অশ্ব বিচরণ করে ধরার সর্ব্বস্থান ॥
ছিল ভদ্রাবতীপুরে মহামতি,
রাজা হংসধ্বজ, তার যুগল আত্মজ ;—
দোঁহে মহারথ, সুধন্বা সুরথ,
ধরে রঙ্গে তুরঙ্গম বীর্য্যবান ॥
আসে অবশেষে অশ্ব নারীদেশে,
ধায় রণবেশে, রাণী প্রমীলা সে ;—
ডাকে হৃষীকেশে, পাণ্ডব সত্রাসে,
দেখ হরিসে হরি ভক্তের পরিত্রাণ ॥

প্রমীলা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভদ্রাবতীপুর।

মানবকের প্রবেশ।

মানবক। বাঘের পেছনে ফেউ, আর পেঁচার পেছনে যেমন কাক লাগে, হতচ্ছাড়া লোকগুলোও তেম্‌নি আমার পেছনে লেগেছে। অপরাধ—পেট্‌টা আমার মোটা। সকলেই বলে, "তোমার পেট অমন মোটা, আমাদের হয় না কেন?" আরে সাধ্‌, তবে ত হবে। সাধ্‌লেই সিদ্ধি; প্রহ্লাদ সাধনা ক'রে হরি পেয়েছিল, ধ্রুব সাধনা ক'রে ধ্রুব-লোকে স্থান পেয়েছে, বিশ্বামিত্র সাধনা ক'রে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আর আমি সাধনা ক'রে উদরটী লাভ করেছি; একেও একটা তপস্যার ফল বল্‌তে হবে। দেখ্‌তে পাই—শকুনির নজর যেমন মরা পশুর দিকে, লোকের নজর তেম্‌নি আমার এই পেটের দিকে। গুলেজীপার

জ্বালায় দেশ ছেড়ে যজ্ঞের ঘোড়া রাখ্‌তে এলাম, রাস্তাতেও সেই জ্বালা ; সকলের মুখেই এক বুলি। নচ্ছারগুলোকে এত বুঝুই, তার দিকে কেউ কান দেয় না। কথায় বলে, "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী—" তা ঠিক। আরে তোদের হবে কোথা থেকে, তোরা যে হিংসাতেই গেলি! আগে আমার মত সরল হ', কুমুদিনী যেমন চাঁদ ভিন্ন আর কিছুই জানে না, তোরাও তেম্‌নি আমার মত খাওয়া ভিন্ন আর কিছুই না জান্‌, তবে ত হবে। দেখ্‌ গাছের কোটরে আগুন যেমন, মানুষের দেহে হিংসাও তেমন, সেই হিংসাতেই ত তোদের ড্যানা পাকাতে আরম্ভ হয়েছে। হিংসার জন্যই ত তোদের এমন দুর্দ্দশা!

গীত।

হিংসা দ্বেষে পূর্ণ এ সংসার, দুঃখ কারাগার।
অশান্তির আকর ভূমি, নেহার এ জন্মভূমি,
শুনহ চৌদিকে ভ্রমি, মর্ম্মভেদী হাহাকার।
শান্তি সুধা-সিন্ধু বিশুষ্ক বারিহীন,
প্রেম—হেমনিধি অনাদরে মলিন,
ধর্ম্ম-শশধর রাহু-কবলে লীন,
শোভাহীন সুখ-কুঞ্জে চিরস্থির অন্ধকার॥

[প্রস্থান।

ভক্তদাসের প্রবেশ।

ভক্তদাস। তাই ত, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘোড়াটা কোথায় চ'লে গেল! প্রাণপণে ছুটেও নাগাল্‌ পেলাম না। আর ঘোড়ার সঙ্গে কি কেউ কখন ছুট্‌তে পারে? নাঃ, ভাল কাজের ভারটাই নিয়েছি। এমন ক'রে দিন রাত কত ছুট্‌ব? সে পশু, সে ত আর 'বাবা-বাছা' বল্‌লে কথা শুন্‌বে না? তার যেদিকে প্রাণ যাচ্ছে সে সেইদিকেই দৌড়ুচ্ছে,

আর আমি বাবুর সঙ্গে চাকরের মত তার পেছনে পেছনে ছুটেছি। দেখ, পরাধীন মানুষের চেয়ে স্বাধীন পশুও সুখী। যেম্‌নি ছাড়া পেয়েছে, অম্‌নি আপনার মনে ছুটেছে। পাখীগুলোকে সোনার দাঁড়ে ক্ষীর, ছানা দিয়ে রাখ্‌লেও একবার শিক্‌লি কাট্‌তে পার্‌লে বনের দিকে উড়ে যায়, বনের ফল জল তার ক্ষীর ছানার চেয়েও মিষ্ট লাগে। যাই এখন, এ সব আলোচনা ক'রেই বা ফল কি? আমি যত দেরী কর্‌ব, ঘোড়াও তত দূরে চ'লে যাবে। এখন দেখি, কোথায় সন্ধান পাই।

মানবকের প্রবেশ।

ভক্তদাস। কি ঠাকুর, তুমি এত পেছিয়ে পড়েছ যে?

মানবক। সকলেই কি আর এক সঙ্গে যাবে, হে?

ভক্তদাস। এই নাও, লঙ্কাকাণ্ড থেকে উদ্ধব-সংবাদ। বলি, আমি কি আর তোমাকে সে পুরে যাবার কথা বল্‌ছি! এত পেছিয়ে পড়্‌লে কেন, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

মানবক। পেছিয়ে দেখ্‌ছি, তাতে কত মজা।

ভক্তদাস। স্বেচ্ছায় না উদরের খাতিরে?

মানবক। কি আশ্চর্য্য, তুমিও ঐ কথা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে! কাকেই আর ভাল বলি! আমি যে বড় জ্বালাতনেই পড়্‌লাম গা!

ভক্তদাস। পর্ব্বতকে পর্ব্বত বল্‌লে দোষ হয় নাকি?

মানবক। [জনান্তিকে] কি আপদ্‌! আমার উদরের সঙ্গে পর্ব্বতের তুলনা! আমি কি এতই মোটা? সব বেটাই সূয্যিকাণা গা!

ভক্তদাস। কি ঠাকুর, মনে মনে গাল্‌ দিচ্ছ নাকি?

মানবক। গাল দিলে হয় কই? আমার গাল যদি ফল্‌ত, তা' হ'লে যে বেটারা আমার পেটের দিকে নজর দেয়, আমি তা'দিগকেই আগে কাণা ক'রে দিতাম।

ভক্তদাস। আচ্ছা, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমরা না হয়, ঘোড়া রাখ্‌তে এসেছি, তুমি কি আশায় আমাদের সঙ্গে এলে? তা' আবার একটী বোঝা ঘাড়ে ক'রে।

মানবক। বোঝা ঘাড়ে কি রকম?

ভক্তদাস। উদরটী।

মানবক। দেখ, তোমরা অমন ক'রে আমার পেট্‌টাকে টেনে কথা ব'লো না বল্‌ছি, নিজের উদর কখন বোঝা হয়?

ভক্তদাস। বড় হ'লেই হয়।

মানবক। কেন, আমার পেট কি এতই বড়?

ভক্তদাস। একটী ছোট জাহাজ বল্‌লেই চলে।

মানবক। জাহাজ ত স্বচ্ছন্দে গমন করে।

ভক্তদাস। একবার কল বেগ্‌ড়ালেই কিন্তু মুস্কিল, টেনে সরান দায়।

মানবক। তোমরাই বল—আমার দেহ স্থূল, আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারি না।

ভক্তদাস। হাতী কি নিজের দেহ দেখ্‌তে পায়?

মানবক। আমি হাতী—হাতীই আছি, কারও ত পদ্মবন ভাঙ্‌তে যাচ্ছি না?

ভক্তদাস। তাই ত, ঠাকুর! তুমি যে রেগে যাচ্ছ দেখ্‌তে পাই।

মানবক। ও সব দেহের কথা ছেড়ে দাও, তা' হ'লে আর রাগ্‌ব না।

ভক্তদাস। তা বই কি—আগুনে জল দেওয়াই ভাল। আচ্ছা, মানবক ঠাকুর, তুমি ইচ্ছা ক'রে কেন আমাদের সঙ্গে কষ্টভোগ করতে এলে বল দেখি?

মানবক। আহা! এমন ঘট্‌বে ব'লে কি আর জানি হে! ভেবেছিলাম, পাণ্ডব এখন জগন্মান্য! পাণ্ডবের যশঃকিরণ সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত; তাদের সঙ্গে যেখানে যাব, সেইখানেই বিশেষ আদর পাব।

ভক্তদাস। হাঁ, অবশ্য যার বাড়ীতে যাবে, সে কি আর না খাওয়াবে।

মানবক। আরে ঐ ত তোদের রোগ। আমি বল্‌লাম, আদর কর্‌বে, তুমি অম্‌নি ব'লে বস্‌লে খেতে দেবে—এ সব দুষ্ট কল্পনা নয় কি?

ভক্তদাস। "ধূমাৎ অগ্নি জ্ঞেয়তে।" ঠাকুর আমি কি আর তোমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পারি নি?

মানবক। আচ্ছা, তাই না হয় হ'ল, তাতে আর দোষের কথাটা কি?

ভক্তদাস। সরল প্রাণে তা বল্‌লেই ত ফুরিয়ে যায়। এখন চল দেখি, ঘোড়াটা কোথায় গেল। ঘোড়ার সঙ্গে ছুটে ছুটে আমাকেও ঘোড়া হ'তে হবে দেখ্‌ছি।

মানবক। তুমি ত ঘোঁড়া হবে, আমার যে ক্ষিদেয় প্রাণ যায়।

ভক্তদাস। আর একটু চ'লে চল না, ঐ যে সাম্‌নে একটা বড় মাঠ দেখা যাচ্ছে।

মানবক। মাঠে ত গরু যায়।

ভক্তদাস। এমন ক্ষিদের সময় দুটো-একটা সরু সরু ঘাস খেতেই বা দোষ কি?

মানবক। ভক্তদাস সকল সময় রহস্য ভাল লাগে না।

ভক্তদাস। তবে চল, সুবোধ ছেলের মত অশ্বের অনুসরণ করা যাক্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

সুধন্বা ও সুরথের প্রবেশ।

সুরথ। দাদা তোমার এ বৈরাগ্যের কারণ কি?

সুধন্বা। কেন, আমার কিসে বৈরাগ্য, সুরথ? আমি কামী, আমি এখনও সংসার-মরুতে আশাভ্রান্ত পথিক, তবে আমার বৈরাগ্য কোথায় দেখ্‌লি, ভাই?

সুরথ। দাদা, চাঁদের আলোতে যদি অন্ধকার না যায়, তবে এ কথা কি বুঝ্‌তে কারও বাকি থাকে যে, চাঁদ মেঘাবৃত হয়েছে? তুমি মুখে যা-ই বল, আমরা ত দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমার গৃহবাসে আর তেমন অবস্থা নাই। তুমি যেন সর্ব্বদা কি এক তন্ময়ভাবে বিভোর হ'য়ে থাক। বল না দাদা, সহসা তোমার এমন ভাব কেন ঘট্‌ল?

সুধন্বা। সুরথ, তোমাকে আমি এক-একটী কথা বল্‌ব, তুই তার উত্তর দে দেখি; যখন যুবতীগণের সঙ্গে প্রেমরঙ্গে অঙ্গ ঢালা যায়, তখন প্রাণে কি ভাবের উদয় হয়?

সুরথ। তখন বিলাস-ভাবের উদয় হয়।

সুধন্বা। আবার যখন তনয়-তনয়ার বাৎসল্যে নিমগ্ন হওয়া যায়?

সুরথ। তখন স্নেহ-রসের আবির্ভাব হয়।

সুধন্বা। আবার যখন হরিসংকীর্ত্তনে মন যায়?

সুরথ। তখন প্রাণে ভক্তি-রসের উদয় হয়।

সুধন্বা। তেমনি জান্‌বি, যখন যে দৃশ্য দেখা যায়, তখন প্রাণে সেইরূপ ভাবের উদয় হয়। সুরথ রে! এই সংসারে বিলাসী হ'য়ে দেখেছি, তাতে কি সুখ! সংসারী হ'য়ে বুঝেছি, তাতে কি আনন্দ! আবার বৈরাগ্য-পথের পথিক হ'য়ে দেখ্‌ছি, এতে কি শান্তি! যাতে প্রাণে প্রকৃত সুখ পেয়েছি, এখন আমি তারই অনুগামী। সুরথ রে! যথার্থই আজ আমি বিরাগী।

সুরথ। এ বৈরাগ্যের কারণ কি, দাদা?

সুধন্বা। শান্তির অভাব। সংসারের কোনও সুখেই প্রাণে মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাই না! যেখানে বিষাদের তরঙ্গ নাই, যেখানে পাপের ছায়া মাত্রও পতিত হয় না, প্রাণ যেন সর্ব্বদা সেইখানে যেতে চায়। আমি রাজ-পুত্র, ইচ্ছা করলে অকাতরে রাশি রাশি ধনরত্ন ব্যয় করতে পারি, তত্রাচ প্রাণ যেন সর্ব্বদা কিসের অভাব অনুভব করে। আমি সংসারী, যা যা থাক্‌লে সংসার সুখের আকর হয়, তা' আমার সবই আছে—তবু যেন আমার কত অভাব। প্রেমময়ী ভার্য্যা আছে, স্নেহময় পিতা আছেন, স্নেহময়ী মাতা আছেন, তোর মত গুণের ভাই আছে—তবুও মনে হয়, যেন আমার কেউ নাই—এ সংসারে আমি একা। স্রোতের তৃণ যেমন একবার ভেসে আসে, আবার ভেসে যায়, মনে হয়, সংসার-সাগরে আমিও তেমনি একটী তৃণের মত কর্ম্মস্রোতে ভেসে এসেছি, আবার দুদিন পরে নিয়তির টানে কোথায় অকূলমাঝে ভেসে চ'লে যাব, কেউ আর তার সন্ধান পাবে না। জলবিম্ব যেমন জলে উদ্ভূত জ'লেই মিশে যায়, আমার জীবনও তেমনি যে অনন্ত জলধির একটী বিম্বরূপে সমুদিত হয়েছে, অচিরকালমধ্যে তাতেই বিলীন হ'য়ে যাবে—আর তার নিদর্শনও থাক্‌বে না। সুরথ রে! সংসারের লীলা-খেলা তাই আর আমার ভাল লাগে না।

গীত।

সংসার-সুখের সাধ মিটেছে।
জ্ঞান হয় বিষময়, আমার দেহের প্রতি ঘোর সন্দেহ ঘটেছে।
ভ্রমিলাম যোনি আশীলক্ষ প্রকার, আসিলাম অবনী আশীলক্ষ বার,
জ্বালা দুর্নিবার,—(জঠরে) নিত্য যাওয়া আসা অতৃপ্ত পিপাসা,
(আমার) ঐশ্বর্য্য লালসার বাসা ভেঙেছে॥

সুরথ। দাদা, তুমি রাজবসন পরিত্যাগ ক'রে এমন সামান্য বসন পরিধান কর কেন?

সুধন্বা। রাজবসন আমার ভাল লাগে না যারা মুক্তিপ্রয়াসী, বিলাসবিরাগী, তারা কি বেশ-ভূষার আড়ম্বর করে? সুরথ, ঐ পরিধানই কি মানবের প্রকৃত পরিধান? তুই বিরাগী ন'স, আশা-মরীচিকার মৃগ; সংসার-বিবরে বাসনা বিষধরের লোভমণিপ্রয়াসী, তুই কি ক'রে জান্‌বি, ভাই; সুরথ রে! ও সব বাহ্য পরিচ্ছদ খুলে সাধনার পরিচ্ছদ পরিধান কর্, মুক্তার মালা ফেলে জ্ঞানের মালা গলায় পর্, তখন মনে মনে বুঝ্‌তে পার্‌বি, কেমন সেজেছিস্; তখন জান্‌তে পার্‌বি, তাতে প্রাণে কত শান্তির উদয় হয়। সুরথ রে! ঐ সব অসার বসনই ত বিলাসের উপকরণ; ঐ সব চাকচিক্যময় পরিচ্ছদই ত কামের উপলক্ষ্য।

সুরথ। দাদা, বাবা বলেন, তুমি পরে রাজা হবে; এখন থেকে তোমার রাজ-নীতি শিক্ষা করা উচিত।

সুধন্বা। রাজ-নীতি বড়ই জটিল, বড়ই কুটিল; লোকে যে পথ সরল দেখে, সেই পথেই গমন করে; আমিও যে এখন সরল পথের পথিক হয়েছি, অমন জটিল পথে আর যাব কেন, ভাই? আমার রাজ-নীতি-শিক্ষার প্রয়োজন কি?

সুরথ। তবে কি শিখ্‌বে?

সুধন্বা। ধর্ম্ম-নীতি—যাতে প্রাণে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভাবের উদয় হবে; ভক্তি-নীতি—যাতে মন গুরুপদে নমিত হবে; জ্ঞান-নীতি—যাতে সংসার-কোলাহল হ'তে বহুদূরে থাক্‌তে সাধ হবে; সুরথ রে! আমি এই সব নীতি শিক্ষা কর্‌ব।

সুরথ। দাদা, তোমাকে যখন ভবিষ্যতে রাজ্যপালন কর্‌তে হবে, তখন রাজ-নীতি শিক্ষা না করাও দোষ; তাতে রাজ্য শাসন কর্‌তে পার্‌বে না, শত্রুগণ শাসনাধীন থাক্‌বে না।

সুধন্বা। পাগল! আমি রাজ্য শাসন কর্‌ব? যে নিজের মনকে শাসন কর্‌তে পারে না, তার দ্বারায় কি রাজ্য শাসন হওয়া সম্ভব? যে নিজের দেহের শত্রুকে বশে রাখ্‌তে পারে না, সে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুগণকে অধীন ক'রে রাখ্‌বে? বাবা আমাকে ভাবী রাজ্যেশ্বর স্থির ক'রে এক মহাভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে আছেন।

সুরথ। তুমি রাজ্য শাসন কর্‌বে না, তবে কি কর্‌বে?

সুধন্বা। সাধনা কর্‌ব, রূপা সোনার মায়া ভুলে কেবল উপাসনা কর্‌ব; দিবানিশি প্রাণভ'রে মুখে হরি হরি ব'লে ডাক্‌ব। সুরথ রে! এ সব সুখের কাছে কি রাজ্যসুখ? সূর্য্যরশ্মির নিকট কি খদ্যোতের আলো?

সুরথ। তবে কি তুমি আর সংসারে প্রবেশ কর্‌বে না?

সুধন্বা। জলপ্রবাহ যখন সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়, তখন আর কি সে উজানগামী হয়? আমার মনোরূপ বারি-প্রবাহ এখন সচ্চিদানন্দ সাগরের উদ্দেশে ধাবিত হচ্ছে। ভাই রে! আর কি তাকে ফিরান যায়?

সুরথ। দাদা, ধর্ম্মমত তুমি ভাবী রাজ্যেশ্বর, তোমাকেই রাজদণ্ড ধারণ কর্‌তে হবে। তুমি যদি তা' না কর, তবে কে কর্‌বে?

সুধন্বা। তুই কর্‌বি, তুই রাজ্যেশ্বর হ'বি।

সুরথ। তোমার মত আমিও যদি বিরাগী হই ?

সুধন্বা। বল দেখি, আজ যদি আমাদের পুকুরটা শুকিয়ে যায় ?

সুরথ। আমরা আর একটা পুকুর খনন করাব।

সুধন্বা। তেমনি আর একজন রাজ্যেশ্বর হবে, আর একজন রাজ্য শাসন কর্‌বে! একজনের পর আর একজনের সমাগম—এ বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা। দিবার পর রাত্রি, রাত্রির পর দিবা ; আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলো—যাঁর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, তাঁরই সৃষ্টি কৌশলে আমার পর তুই আর তোর পর অপরের জন্ম। সুরথ রে! এই নিয়ম-চক্রের আবর্ত্তনে আমরাও যে কতবার গিয়েছি, তা কে বল্‌তে পারে ? একবার যাওয়া, একবার আসা, এই ত জগতের নিয়ম।

সুরথ। দাদা, আমাদের এত ধন রত্ন, কই তুমি তার দিকে একদিনও লক্ষ্য কর না ?

সুধন্বা। মণিকে অবহেলা ক'রে কে কাচ গ্রহণ করে বল। আমি যে এক দুর্ল্লভ ধনলাভ করেছি, তার কাছে এ সব অনিত্য ধনরত্ন অতি তুচ্ছ—চন্দনের তুলনায় পুরীষ মাত্র। কামবিষধরে দংশন কর্‌লেই, লোকে বিলাস-বারির জন্য চীৎকার ক'রে মরে। আমি যে অব্যর্থ মন্ত্র গ্রহণ করেছি, সে সর্প আর আমার নিকট আস্‌তে পার্‌বে না।

সুরথ। কি মন্ত্র গ্রহণ করেছ, কি ধন লাভ করেছ, দাদা ?

সুধন্বা। হরি-মন্ত্র—যে মন্ত্র সাধন কর্‌বার জন্য ভোলানাথ শ্মশান-বাসী। হরি-প্রেম অমূল্য ধন, যে ধনলাভ-প্রয়াসে অবিলাসী শঙ্কর ধনৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে হাড়মালা আর ভস্মের অভিলাষী।

সুরথ। তবে দাও, দাদা! আমাকেও ঐ মন্ত্র—ঐ ধন দাও। আমিও ঐ মন্ত্র সাধনা কর্‌ব, ঐ ধনে ধনী হ'ব। দাদা গো! তোমার

মত আমিও ভিখারী সাজ্‌ব। চাই না আর আমি রাজ্যধন চাই না। যে ধনে ধনী হ'তে পার্‌লে চরমে পরম গতি লাভ হয়, এখন আমি সেই ধনের প্রয়াসী। আমিও এই রাজবসন খুলে ফেল্‌লাম ; অমৃত পরিত্যাগ ক'রে কে কখন হলাহল পান কর্‌তে সাধ করে ? [পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া] দাদা গো ! আজ থেকে আমিও সব ভুলে গেলাম। আজ থেকে আমারও হরিসাধনই সার হ'ল। এবার আমিও তোমার মত দিবানিশি বদন ভ'রে হরি হরি ব'লে ডাক্‌ব, দিবানিশি সেই শ্রীহরির চরণ চিন্তা কর্‌ব।

গীত।

নাহি প্রয়োজন, রাজ্য-ধন-জন, নিত্যনিরঞ্জন ভজিব।
কাজ কি সুখসম্পদে শ্যামপদে মজিব।
দূরে তেয়াগিব বিষয়-বিষ-সিন্ধু, সাদরে সাধিব নন্দকুলইন্দু,
পাব দীনবন্ধুর কৃপা-সুধা বিন্দু, (আমি) দীনহীন-বেশে সাজিব ॥
তুমি যেমন দাদা সংসার-বিরাগী, আমিও হব গো হরি অনুরাগী
হরি-পাদ-পদ্ম-মকরন্দ লাগি, সকল সুখবাঞ্ছা ত্যজিব ॥

সুধন্বা। সুরথ, আজ তোর ভাব দেখে আমি বড়ই সুখী হ'লাম। তুই যে হরিপরায়ণ হ'বি, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ভাই রে ! আমাদের পিতা পরম হরিভক্ত, পরম ধর্ম্মপরায়ণ আমরা তাঁর সন্তান হ'য়ে কি নাস্তিক নারকী হব ? তুই যে হরিসাধনায় মন সমর্পণ কর্‌বি, তা' আমি আগেই জানি ; কেননা, চন্দনবৃক্ষের শাখা কখন গন্ধহীন হয় না। তবে যে মণি অন্ধকার হরণ করে, মৃত্তিকানিহিত হ'লে তার অস্তিত্ব জানা যায় না ; কিন্তু যখন উদ্ধার করা যায়, তখন সে সুন্দর প্রভা বিস্তার করে। তুইও যে একটী প্রেমের উজ্জ্বল মণি ; সংসার-ক্ষেত্রে অজ্ঞান-মৃত্তিকায় প্রোথিত হ'য়ে মলিন হয়েছিলি, এখন বাহির

হয়েছিস্, কত প্রেমের আলোক বিতরণ কর্‌বি ; সেই আলোকের কত মোহান্ধ ঘোর অন্ধকারে পথ দেখ্‌তে পাবে। সুরথ রে! ধন্য তোর সংযত মন! আর তোর মত গুণজ্ঞানবান্ ভাইকে লাভ ক'রে আমিও ধন্য!

সুরথ। দাদা! আমাদিগকে দীক্ষা দেবে কে? দীক্ষা না হ'লে সাধনা হবে কি ক'রে? আমাদের সামান্য জ্ঞানে আমরা সাধনায় কত পথ অগ্রসর হব?

সুধন্বা। পূর্ণসাধক সাধনার সাগর খনন করতে পারেন, আমরা কি গোষ্পদও খনন করতে পার্‌ব না? পূর্ণসাধক মাতঙ্গ, আর আমরা পতঙ্গ; মাতঙ্গ মহা মহা মহীরুহ ভঙ্গ কর্‌তে পারে, পতঙ্গ কি একটী দুর্ব্বাও আন্দোলন কর্‌তে পারে না?

সুরথ। তোমার সে ক্ষমতা আছে, আমার যে নাই, দাদা, আমার দীক্ষাগুরু কে হবে?

সুধন্বা আমি হব, আমিই তোকে হরি-মন্ত্রে দীক্ষিত কর্‌ব। তবে আমার জ্ঞান অতি সামান্য ব'লে তুই যেন অগ্রাহ্য করিস্ নে। তুই যদি গুণী হস্, নিজের গুণে জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন কর্‌তে পার্‌বি! দেখ্, বারিপ্রবাহ পর্ব্বত হ'তে ক্ষুদ্র রূপে সমুদ্ভূত হ'য়ে শেষে বিশাল মহাসাগরে পরিণত হয়; তখন তাতে সেই পর্ব্বতের মত শত পর্ব্বত নিমজ্জিত থাক্‌তে পারে। আমার এই সামান্য দীক্ষায় তুইও হয় ত একদিন এমন উপযুক্ত হ'বি যে, আমিই তোর কাছে অতি তুচ্ছ ব'লে প্রতীয়মান হ'ব। সুরথ রে! সাধনাই ত মানবকে ধন্য করে।

সুরথ। আমি তেমন ভাগ্য চাই না; আমার তেমন পুণ্যবল কই? দাদা, উর্ব্বর ভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হয়, আমার অন্তর যে মরুভূমি, তাতে তোমার বীজ অঙ্কুরিত হবে? এখন দাও, দাদা, আমাকে কি দীক্ষা দেবে দাও।

সুধন্বা। বল্—"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে।"

সুরথ। "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে হরে,
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে।"

সুধন্বা। "হরে বিষ্ণো, হরে বিষ্ণো, হরে বিষ্ণো, হরে হরে,
হরে শ্যাম, হরে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম, হরে হরে।"

সুরথ। "হরে বিষ্ণো, হরে বিষ্ণো, হরে বিষ্ণো, হরে হরে,
হরে শ্যাম, হরে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম, হরে হরে।"

সুধন্বা। আমরা কেবল এই মন্ত্র সাধনা কর্‌ব।

সুরথ। এই মন্ত্র সাধনা কর্‌লেই পূর্ণমনোরথ হ'তে পার্‌ব। শুনেছি, ধ্রুব নির্জ্জন কাননে গিয়া সাধনা ক'রে মোক্ষ পেয়েছিল।

সুধন্বা। অশ্বযানে গমন কর্‌লে পথ শীঘ্রই অতিক্রান্ত হওয়া যায়, পদব্রজে কিছু বিলম্ব হয়। ধ্রুবের সাধনা অল্পদিনে পূর্ণ হয়েছিল, আমাদের না হয় কিছু বিলম্ব হবে! এ সব আবার ভাগ্যেও হ'য়ে থাকে। আমাদের ভাগ্য যদি ভাল হয়, আমরা আজই ঘরে ব'সে আমাদের আরাধ্যদেবের দর্শন পেতে পারি।

সুরথ। দাদা! দেখ দেখ, একটী সুন্দর অশ্ব এদিকে আস্‌ছে।

[সহসা যজ্ঞীয় অশ্ব নিকটস্থ হওন]

সুধন্বা। সত্যই ত, ঐ যে অশ্বের ভালদেশ কি পত্র বাঁধা! দেখি, কি লেখা আছে—

"অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির।
অশ্বের রক্ষক ভীম পার্থ মহাবীর॥
আপন ইচ্ছায় বিচরিবে এই হয়।
যে ধরিবে পাণ্ডবের বিপক্ষ সে হয়॥

তাহারে জিনিয়া অশ্ব করিব গ্রহণ।
যার শক্তি আছে অশ্ব করুক ধারণ ”
অসহ্য—অসহ্য এই সদর্প বচন !
ভাবে কি হস্তিনাপতি, এ জগত মাঝে
নাহি কেহ বীর ভীম-অর্জ্জুনের সম ?
ভাল ভাল, আমি অশ্ব করিব ধারণ ;
সাক্ষাতে বুঝিব আজি পাণ্ডবের বল।
ক্ষত্রিয়-সন্তান আমি, ক্ষত্রিয় বীরের
সমর-আহ্বান আজি করিব গ্রহণ।
হেন কাপুরুষ কেবা আছে বীরকূলে
এ হেন হীনতা, ভয়ে ল'বে শির পাতি ?
বীরকূলে জন্ম ল'য়ে বীরকর্ম্মী হ'য়ে
নীরবে সহিব আজ এত অপমান !

সুরথ। আমরা ত বীরের নন্দন, কি ভয় সমরে, দাদা !
ধর তুমি যজ্ঞ-হয়, দুজনেতে মিলে
পাণ্ডবের সহ আজি করিব সংগ্রাম।

সুধন্বা। ধরিয়া এ তুরঙ্গমে রাখিলাম বাঁধি'
আসুক পাণ্ডবগণ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। [অশ্ব বন্ধন]

সুরথ। অশ্বকে ত বন্দী করা গেল, এখন এস, আমরা আবার সাধনায় রত হই ! বল দাদা, আবার সেই মন্ত্রটী বল, শুন্‌তে বড় মধুর লাগে।

সুধন্বা। “হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম,হরে হরে ॥”

সুরথ। “হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে হরে !
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে ॥”

অদূরে ভক্তদাসের প্রবেশ।

ভক্তদাস। আহা হা! কি মধুর ধ্বনি! শুন্‌লে প্রাণ জুড়ায়, সংসারের সকল জ্বালার বিরাম হয়। জগতে এমন মধুর ধ্বনি আর আছে? বীণার নিক্কণে শ্রবণের সুখ হয়, কিন্তু এ ধ্বনিতে হৃদয়-তন্ত্রী বেজে উঠে। এখানে যে এমন ভক্ত আছে, তা জান্‌তাম না। একে বালক, তায় ভক্তিমাখা স্বর, যেন নন্দনকাননে সুধাবৃষ্টি হচ্ছে। যাই, নিকটে যাই, নিকটে গিয়ে জানিগে, কোন্ ভাগ্যবানের সংসার-উদ্যানে ভক্তি-সুগন্ধিসহ এমন পুত্র-পারিজাত প্রস্ফুটিত হয়েছে। মাণিকের নিকটস্থ হ'লে অয়সও যেমন উজ্জ্বল দেখায়, ঐ ভক্ত বালকদ্বয়ের নিকটে গেলে আমিও তেমনি ধন্য হব। বল—বল বালকদ্বয়! আবার বল—আবার সুধা-ধারা বর্ষণ কর।

সুধন্বা }
সুরথ }　"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥"
"হরে বিষ্ণো, হরে বিষ্ণো, হরে বিষ্ণো হরে হরে,
হরে শ্যাম, হরে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম হরে হরে॥"

ভক্তদাস। "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥"

আহা—বালকদ্বয়! কে তোমাদিগকে এমন মধুর নাম প্রদান কর্‌লে? কে তোমাদিগকে এমন প্রেম-পথের পথিক কর্‌লে? পরণে গৈরিক বাস, সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম লেখা; মরি! মরি! কি সেজেছে! কবিরা একে আকাশের শোভার সঙ্গে তুলনা কর্‌লে আমি বল্‌ব, তাঁরা অজ্ঞ। এ শোভার সঙ্গে সে শোভার তুলনা চলে না! সে শোভার অস্তুদয় আছে, কিন্তু এ জ্ঞানের জ্যোতিঃ যে যাবার নয়! এখানে আবার রাজবসন প'ড়ে—বোধ হয়, এরা রাজপুত্র; সর্প যেমন অসহ্য বোধে

গাত্রাবরণ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, এরাও তেমনি অসার রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'রে বিলাসবিহীন গৈরিক বসন পরিধান করেছে। তা' ত হ'তেই পারে—যারা সাধারণ পথে অগ্রসর, তারা কি বিলাস দ্রব্যে মোহিত হয়? বালকদ্বয়! তোমরা কে?

সুরথ। তুমি কে?

ভক্তদাস। পরে বল্‌ছি; এখন আমি যা জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, তাই বল।

সুধন্বা। আমরা এই রাজ্যের রাজ-পুত্র।

ভক্তদাস। তোমরা যে রাজপুত্র, তোমাদিগকে দেখে তা' আমি আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি!

সুধন্বা। কেমন ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌লে? আমরা ত রাজবেশে নাই।

ভক্তদাস। বালক! স্বভাবসুন্দর বস্তু যেভাবেই থাক্, তাতে সে সুন্দর। তোমরা যে স্বভাবসুন্দর, তোমাদিগকে কি চিন্‌তে কষ্ট হয়? প্রদীপালোক অঞ্চল দিয়ে চাপা দিলেও যে, জানা যায়; তোমরা এই বৈরাগ্য বেশ ধারণ কর্‌লেও রাজকুমার ব'লে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। আচ্ছা রাজকুমারগণ! তোমরা রাজপুত্র, রাজসুখে জীবনযাপন কর্‌বে, তা না ক'রে এমন বন্ধুর পথে অগ্রসর হ'লে কেন? তোমরা বোধ হয়, জান না যে, এ পথে অনেক বাধা—অনেক যন্ত্রণা!

সুধন্বা। কমল কণ্টকময় ব'লে, কমলপ্রিয় লোক কি তুল্‌তে বিরত হয়?

ভক্তদাস। এই এক কথাতেই আমার সকল কথার উত্তর দিয়েছ। আর আর যা জিজ্ঞাসা কর্‌ব ব'লে মনে কর্‌ছিলাম, তারও উত্তর পেয়েছি। ধন্য হ'লাম, বালক! তোমাদের জ্ঞাননিঃসৃত কথা শুনে ধন্য হ'লাম!

তোমরা যে অচিরকাল মধ্যেই পূর্ণমনোরথ হবে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এমন একান্ত, এমন সংযতচিত্ত না হ'লে কি সাধনা হয়? আমাদের মন পদ্মপত্রের জলের মত চঞ্চল, তাই ত এমন দুর্দ্দশা; তাই ত আমরা সাগরের কূলে থেকেও জ্ব'লে মরি। দাও বালক! তোমাদের ঐ একাগ্রতা, ঐ সকল ত্যাগ আমাকেও কিছু দাও, তা' হ'লে আমিও তোমাদের মত প্রকৃত প্রেমে প্রেমিক হ'তে পার্‌ব।

সুধন্বা। তুমিও ত সাধুপুরুষ! তোমার বেশ দেখ্‌লে তোমাকেও মহাজ্ঞানী মহাসাধক ব'লে বোধ হয়।

ভক্তদাস। শিমুল ফুল দেখ্‌তেই সুন্দর, গন্ধের লেশমাত্র নাই; মাকাল ফল দর্শনমধুর, কিন্তু স্বাদ-গন্ধবিহীন। আমার যে বাহ্য সাধুবেশ দেখ্‌ছ, তাতে সাধুতার নাম-গন্ধ নাই। অহি প্রিয়দর্শন হ'লেও তা'র দেহ যেমন বিষে পরিপূর্ণ, আমাকে বাহিরে দেখ্‌তে সাধুর আকার হ'লেও আমার অন্তরে তেম্‌নি ভণ্ডামীতে ভোরপূর। বালক, তোমাদের দু'জনের নাম কি?

সুধন্বা। সুধন্বা, সুরথ।

ভক্তদাস। তোমাদের পিতামাতা যে নাম দু'টী রেখেছেন, তোমরা যথার্থই সে নামের সার্থকতা সম্পাদন করেছ। তোমরা বোধ হয়, দু'টী ভাই?

সুরথ। হাঁ।

ভক্তদাস। তাই একভাব—একবেশ। গোলাপবৃক্ষে যত ফুল ফুটে সবই গোলাপ হয়।

সুধন্বা। আগন্তুক! তুমিও কি সাধনা কর?

ভক্তদাস। বামনের সাধ্য কি চাঁদ ধরা?

সুধন্বা। তুমি নিশ্চয়ই সাধক।

ভক্তদাস। সাধক হ'ব ব'লে সাধ করি বটে, শত্রুর জ্বালায় তা' হ'য়ে ওঠে না, কেবল দিবানিশি অবসাদ ভোগ করি। শিয়াল কুক্কুরে শবদেহ নিয়ে যেমন কাড়াকাড়ি করে; ছ'টা শত্রুতে আমার দেহটাকে তেম্‌নি টানাটানি আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। শিয়াল কুক্কুর অবসন্ন হ'য়ে নিবৃত্ত হয়, দিনরাত টানাটানি ক'রেও এ শত্রু ক'টা কিছুমাত্র অবসন্ন হয় না। তা'দের হাত থেকে নিস্তার না পেলে ত আর কিছু কর্‌তে পারি না! এরা যে সাধনের মহা অন্তরায়। আর শিয়াল কুক্কুর শবদেহ পেলে যেমন ভাগাড়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়, এই রিপু ক'টাও তেম্‌নি আমাকে সর্ব্বদাই পাপের ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

সুধন্বা। তোমার নাম কি?

ভক্তদাস। ভক্তদাস।

সুধন্বা। ভক্তদাস, আমরা জ্ঞান শিক্ষা কর্‌ব।

ভক্তদাস। তার চেয়ে পাখীর কাছে যাও, তাদের কূজন শু'নে সুজন হ'তে পার্‌বে। ফুলের কাছে যাও, স্থিরমনে দর্শন কর্‌লে অনেক জ্ঞান লাভ হবে। পাতার প্রতি দৃষ্টি দাও, দেখ্‌বে, তাতে ঈশ্বর প্রেম, আর দয়া পূর্ণরূপে প্রকট আছে। আকাশের দিকে নিবিষ্টচিত্তে চেয়ে দেখ, সুধাংশুর অংশুস্পর্শে সমুদ্রের বেগ যেমন প্রবল হয়, আকাশের সৃষ্টি-কৌশল দেখে আমাদের ভাবের বেগও তেম্‌নি উদ্বেগ হ'য়ে উঠ্‌বে। আমার কাছে তোমরা কি জ্ঞান শিক্ষা কর্‌বে? অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ কর্‌লে যেমন চক্ষুসত্ত্বেও গর্ত্তে পড়্‌তে হয়, আমার কাছে জ্ঞান শিক্ষা কর্‌তে এলে তোমাদের সেই দশা ঘট্‌বে; সুধন্বা, আমি যে নিজেই অজ্ঞান। জেলেরা মাছকে যেমন জাল চাপা ক'রে রাখে, রিপুরাও তেমনি আমাকে মোহপাশে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। কুরঙ্গ আনায়াবদ্ধ হ'লে যেমন চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, ভ্রান্তি-পাশে আবদ্ধ হ'য়ে আমিও সর্ব্বদা

উৎকণ্ঠা প্রকাশ কর্‌ছি। এমন কারেও পাই না যে, জ্ঞান-অস্ত্রে আমাকে সে পাপ হ'তে মুক্ত করে। আমার যে কর্ম্ম-অসি আছে, তা' কখন বিবেক-শাণে না ধরায় তাতেও কুভাব মর্‌চে ধরেছে; বল্‌ব কি, সুধন্বা, কুবুদ্ধির দোষে এমন তুর্ল্লভ মানবজন্মকে আমি বিফলে হারিয়েছি!

গীত।

হায় কি করিলাম, বৃথা কাল হরিলাম, বিফলে হারালাম জনম তুর্ল্লভ।
কুবুদ্ধি ধরিলাম, কুরসে মজিলাম, কেন না ভজিলাম, কিশোরী-বল্লভ॥
ভ্রান্তি জালে বদ্ধ মানস-কুরঙ্গ, ইতস্ততঃ ধায় সতত আতঙ্ক,
মুক্ত করিবারে নাহি অন্তরঙ্গ, (জ্ঞান-অস্ত্রে সেই জাল ছেদন করি।
এমন করুণাময় কে আছে আর।) আমি ভুলিলাম ত্রিভঙ্গ চরণ-পল্লব।

সুধন্বা। ভক্তদাস, তুমি নিজেকে অজ্ঞানজ্ঞানে অকারণ অনুতাপ করছ; তোমার মত জ্ঞান ক'জন লোকের আছে? তুমি মহাজ্ঞানী—মহাভক্ত।

ভক্তদাস। জলকে ক্ষীর ব'লে বর্ণনা কর্‌লে কি তাতে মিষ্টতা আসে? সুধন্বা, তুমি যাই বল, আমি যে অভাগা, সেই অভাগা।

সুরথ। তুমি এখানে কি সূত্রে এসেছ?

ভক্তদাস। তোমরা বোধ হয় শুনে থাক্‌বে যে, হস্তিনাধিপতি রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর্‌ছেন। তিনি যজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দিয়েছেন, আমি সেই অশ্বের রক্ষক।

সুধন্বা। [অশ্ব নির্দ্দেশে] এই কি তোমাদের অশ্ব?

ভক্তদাস। কই—হাঁ! এই আমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব। একে বাঁধ্‌লে কে?

সুধন্বা। আমরা।

ভক্তদাস। কেন?

সুধন্বা। পাণ্ডবের বাহুবল পরীক্ষা করবার জন্য।

ভক্তদাস। পাণ্ডবের বাহুবলের পরীক্ষা কি এখন বাকী আছে ?

সুধন্বা। জগতে পরীক্ষারও কি শেষ আছে ?

ভক্তদাস। যে পাণ্ডবের পরাক্রমে জরাসন্ধের পতন ঘটেছে ; যে পাণ্ডবের বাহুবলে পরশুরাম-বিজয়ী দেবব্রত পরাজিত হয়েছেন—অষ্টাদশ দিনে কৌরবের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য বৈশাখীর পবনে শুষ্ক পত্রের ন্যায় ভূতলশালী হয়েছে—যে পাণ্ডব খাণ্ডব দাহন ক'রে জগতের অপরাজেয় আখ্যা লাভ করেছে—তোমরা বালক, তাদের বাহুবল পরীক্ষা কি করবে ? করভ যে কার্য্যে বিফলপ্রয়াস, সামান্য মূষিকের দ্বারা কি সেই কার্য্য সম্পাদন সম্ভবে ?

সুধন্বা। কিন্তু ভক্তদাস, এটাও ভাবা উচিত যে, যে সিংহের প্রবল প্রতাপে শার্দ্দূল কম্পমান হয়, সামান্য বরট দংশনে তারও মৃত্যু ঘটে।

ভক্তদাস। বালক, পাণ্ডবের বীরত্বকাহিনী তোমরা কারও মুখে শ্রবণ কর নি ?

সুধন্বা। আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের কাছে সে প্রসঙ্গ করা বৃথা।

ভক্তদাস। আমি বলি, বাদ-বিসম্বাদে প্রয়োজন নাই, অশ্ব ছেড়ে দাও।

সুরথ। না, তা কিছুতেই দেবো না।

ভক্তদাস। তবে কি যুদ্ধই অনিবার্য্য ?

সুধন্বা। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। পাণ্ডবগণকে বল গে, তারা যেন বীরত্বে এ অশ্ব গ্রহণ করে।

ভক্তদাস। সুধন্বা, যে দামোদরের বেগ পাষাণেও প্রতিহত হয় না, সেই দামোদরের বেগ কি তোমাদের মত তৃণের বাঁধে প্রতিরুদ্ধ হবে ?

কেন সুধন্বা, তোমাদের এ আশা কেন? তোমরা যে বৈরাগ্যভাব-অবলম্বী তোমাদের আবার যুদ্ধসাধ কি জন্য?

সুধন্বা। সকলে সব কর্‌তে পারে, কিন্তু নিজের ধর্ম্ম কেউ পরিত্যাগ কর্‌তে পারে না।

ভক্তদাস। তা সত্য বটে; অন্য সময়ে অদৃশ্য থাক্‌লেও প্রাবৃটে ক্ষণ-প্রভা নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করে। ভাল, তোমরা তবে পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হও, পাণ্ডবেরা অতি নিকট।

[প্রস্থান।

সুরথ। চল দাদা, আমরা ঘোড়া নিয়ে ঘরে যাই। পিতার অনুমতি গ্রহণ না ক'রে যুদ্ধ করা উচিত নয়।

সুধন্বা। চল্ ভাই, পিতা অবশ্যই সম্মতি দিবেন; ক্ষত্রিয়-বীর কি পুত্রকে রণে অনুমতি দিতে কাতর হয়?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব-শিবির।

ভীম, অর্জ্জুন, সাত্যকি আসীন।

ভীম। কৃষ্ণ, যজ্ঞীয় অশ্ব চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ ক'রে এখন ভদ্রাবতীপুরে উপস্থিত হয়েছে; এখানে অশ্বধারণের উপযুক্ত বীর কেউ আছে কি?

কৃষ্ণ। মধ্যম দাদা, যেখানে ক্ষত্রিয়বংশ সেইখানেই বীরের জন্ম।

ভীম। আমাদের সমকক্ষ বীর কে ?

কৃষ্ণ। শুনেছি, রাজা হংসধ্বজের পুত্র সুধন্বা, সুরথ মহাবলশালী।

ভীম। তুই কি তা'দিগকে আমাদের সমকক্ষ বীর বল্‌তে চাস্‌?

কৃষ্ণ। তাদের সঙ্গে যখন বাহুবল পরীক্ষা হয় নি, তখন সমকক্ষ নয়, তাই বা কেমন ক'রে বল্‌ব ?

অর্জ্জুন। সখা! তারা বালক, তারা কি আমাদের প্রতিযোগিতার যোগ্য ?

কৃষ্ণ। সখা! বালক ব'লেই কি অযোগ্য ভাবা উচিত ?

ভীম। তবে তোর বক্তব্য যে, তারা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর উপযুক্ত, কেমন ?

কৃষ্ণ। জগতে অসম্ভব যখন কিছুই নাই, তখন তাই বা আশ্চর্য্য বলি কি ক'রে? বিশেষতঃ তারা রাজপুত্র, বীরশিক্ষায় শিক্ষিত।

ভীম। কৃষ্ণ, তা'দিগকে বীর ব'লে বর্ণনা ক'রে তুই কি আমাদিগকে ভয় দেখাচ্ছিস্‌ নাকি ?

কৃষ্ণ। না দাদা, প্রকৃতই তারা বীর, মহাধনুর্দ্ধর।

ভীম। বলি, ভীমের গদাও ত মৃণাল নয়? তারা ধনুর্দ্ধরই হোক্‌, আর গদাধরই হোক—ফুৎকারে দীপশিখা যেমন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, যুদ্ধের সংঘটনা হ'লে আমার ত এক গদাঘাতেই তাদের জীবনলীলাও তেমনি সাঙ্গ হ'য়ে যাবে।

সাত্যকি। আমার বোধ হয়, সুধন্বা অশ্বধারণ করতে সাহসী হবে না। তারা না জান্‌তে পারে, তাদের পিতা হংসধ্বজ ত পাণ্ডবের পরাক্রম বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে, সে কি শৃগাল হ'য়ে সিংহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে ?

অর্জ্জুন। সাত্যকি! হংসধ্বজ আমাদের বিপক্ষতা না কর্‌লেও

এ যজ্ঞীয় অশ্বকে যে, আমরা নির্ব্বিবাদে হস্তিনায় ফিরে নিয়ে যেতে পার্‌ব, তা মনে ক'রো না।

ভীম। নির্ব্বিবাদে না হ'লেও ফিরে নিয়ে যেতে পার্‌ব, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। হাঁরে! পাণ্ডবকে পরাজিত কর্‌তে জগতে এমন বীর আর কে আছে?

কৃষ্ণ। [স্বগত] বৃকোদরের বড়ই অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়েছে। কার সম্মুখে অহঙ্কার কর্‌ছে, তা একবার ভাব্‌ছে না। এ অহঙ্কার সুধন্বা দ্বারা অতি শীঘ্রই চূর্ণ হবে।

অর্জ্জুন। সখা! তুমি আর কিছু বল্‌ছ না যে?

কৃষ্ণ। এখন আর কি বল্‌ব? আগে দেখা যাক্ কি ঘটে, পরে তার যুক্তি করা যাবে।

অর্জ্জুন। গৃহ নির্ম্মাণের অগ্রেই উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক, সখা! যদিই তারা অশ্ব ধারণ করে, তখন কি উপায় করা যাবে?

কৃষ্ণ। মধ্যম দাদা, কি বল।

ভীম। প্রথমে অশ্ব প্রত্যর্পণ কর্‌তে বলা হবে, তাতে যদি অস্বীকৃত হয়, আমাদের সবল বাহু ত বর্ত্তমান আছে?

অর্জ্জুন। দাদা, অনেক যুদ্ধ করেছি, আর যুদ্ধ কর্‌তে ইচ্ছা হয় না। বাল্যকাল হ'তে চির জীবনটা ত যুদ্ধেই কাটিয়েছি, আর কি তাতে আসক্তি আছে?

ভীম। ভীমের সমর-পিপাসা কিন্তু সমভাবেই বিদ্যমান। প্রলাপ বচন যেমন লোক নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই বিস্মৃত হয়, কুরুক্ষেত্র-সমরাবসানের সঙ্গে আমার রণশ্রান্তিও তেম্‌নি বিদূরিত হয়েছে। অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাহ কর্‌লেও নিবৃত্ত হয় না, আমার সমরসাধও তেমনি যুদ্ধ ক'রেও পূর্ণ হ'বার নয়।

অর্জ্জুন। মধ্যম দাদা, আমি যে সমরে পরাঙ্মুখ তা নয়; কিংবা আজীবন যুদ্ধ ক'রে শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি, অথবা এমন বীরত্ব কি যুদ্ধ-কৌশলে বিস্মৃত হয়েছি তাও নয়; তবে যেখানেই আহব-অনল প্রজ্বলিত হয়, সেইখানেই রোদনের মর্ম্মভেদী দৃশ্য নয়নগোচর হয়—দাদা গো! তাতে প্রাণ বড় কাতর হয়। ছার বীরত্ব দেখাবার জন্য যে, কত রমণীকে অনাথা করেছি, কত বালককে যে অনাথ ক'রে দুর্দ্দশার অকূল সাগরে ভাসিয়েছি, তা' এক-একবার মনোমধ্যে উদিত হ'লে প্রাণ যেন বিচলিত হ'য়ে ওঠে।

ভীম। ক্ষত্রিয়-কূলে জন্মগ্রহণ করলে ও সব অকাতরে সহ্য করতে হয়।

কৃষ্ণ। মধ্যম দাদা, এমন দৃশ্যে আপনার প্রাণ কি আকুল হয় না?

ভীম। ক্ষাত্রধর্ম্মসাধনের জন্য আর বীরত্ব দেখাবার জন্য, যে দৃশ্যেরই অবতারণা হ'ক্ না কেন, ভীম তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। হিমাদ্রি যেমন ঝড়বৃষ্টির প্রবল বেগ অনায়াসে সহ্য করে, ভীমও তেমনি সে সকল অকাতরে সহ্য করতে পারে। তাতে তোরা আমাকে কঠিনই বল্, আর যা-ই বল্।

কৃষ্ণ। তবে অভিমন্যু আর ঘটোৎকচের শোকে অত কাতর হয়েছিলে, কেন।

ভীম। কৃষ্ণ! হিমাদ্রি ঝড়বৃষ্টির প্রবল বেগ সহ্য করতে পারে ব'লে কি সে জলে সিক্তও হয় না? ভীম শোকে কাতর হ'লেও, সে কাতরতা কি ভীমকে কর্ত্তব্য-পথ হ'তে বিচ্যুত করতে পেরেছিল? তোর ত মনে আছে, তুই ত স্বচক্ষে দেখেছিস্, শাবকহারা হ'লে ক্রুদ্ধ দ্বীপী যেমন ক্রোধে মৃগগণকে সংহার করে, পুত্রশোকে আমিও তেমনি বিপক্ষকুলকে তৃণের মত পদদলিত করেছি।

গীত

ক্রোধে, শোকানলে বিদগ্ধ বৃকোদর।
আচরিল ঘোর যুদ্ধ যথা ক্রুদ্ধ বিষধর॥
একে ভীষণ গদা মম, ক্রোধে হয় ভীষণতম,
সংহারিল যমোপম, লুব্ধ শত সহোদর॥
অনিবার্য্য ভুজ-বলে, কি বিক্রমে রণস্থলে
বধেছে কৌরবদলে, দেখেছিস্ রে দামোদর॥

কৃষ্ণ। মধ্যম দাদা, সেই থেকে তুমিও অনেকটা নিস্তেজ হ'য়ে পড়েছ।

ভীম। নিস্তেজ হই নি—কৃষ্ণ, নিস্তেজ হই নি। প্রবল বাত্যা, যেমন গৃহবৃক্ষাদি ভঙ্গ ক'রে ক্ষান্ত হয়, আমিও সেইরূপ শান্তভাব অবলম্বন করেছি। আবার যখন আবশ্যক হবে, দেখ্‌বি—সেই তেজে, সেই দর্পে ভীম কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে।

কৃষ্ণ। [স্বগত] আজ তোমার এ দর্প চূর্ণ কর্‌বই কর্‌ব।

অর্জ্জুন। তাই ত. অশ্ব কতদূরে গেল, তার ত কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। সাত্যকি, তুমি একটু অগ্রসর হ'য়ে দেখ দেখি।

সাত্যকি। ঐ যে, ভক্তদাস এইদিকেই আস্‌ছে।

ভক্তদাসের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ভক্তদাস, যজ্ঞাশ্ব কোথায়?

ভক্তদাস। ভদ্রাবতীপুরে বন্দী।

ভীম। [সক্রোধে] কে সে অশ্ব ধারণ করেছে?

ভক্তদাস। হংসধ্বজের পুত্র সুরথ, সুধন্বা।

ভীম। তারা বালক বোধ হয়, বাল্য-চপলতারবশে ধারণ ক'রে

থাক্‌বে ; তুই তাদিগকে ছেড়ে দিতে বল্ গে, এখনি ছেড়ে দেবে-এখন।

ভক্তদাস। ছাড়্‌বার জন্যই কি ধারণ করেছে ?

অর্জ্জুন। তবে তাদের অভিপ্রায় কি ?

ভক্তদাস। পাণ্ডবের বাহুবল পরীক্ষা।

ভীম। [সহাস্যে] হাঃ হাঃ হাঃ! চপলতা আর কাকে বলে? বলি, পঙ্গু হ'য়ে তাদের নগ-উল্লঙ্ঘনের সাধ হ'লো কেন ?

ভক্তদাস। মেজদাদা, তোমরা তাদিগে পঙ্গু বল, তারা তোমাদিগকে পঙ্গু বলে।

ভীম। কি—এত বড় যোগ্যতা! পাণ্ডবগণকে উপেক্ষা!

সাত্যকি। এখন অশ্ব সম্বন্ধে তাদের ইচ্ছা কি ?

ভক্তদাস। তোমাদের সাধ্য থাকে, তাদের নিকট হ'তে বীরত্বে অশ্ব গ্রহণ কর।

ভীম। বুঝেছি, নিতান্তই তাদের কুমতি ঘটেছে ; তাই ফেরু হ'য়ে মেরু উৎপাটনের আশা হয়েছে। ভক্তদাস, তাদের পিতা হংসধ্বজ বোধ হয়, অশ্বধারণের কথা জ্ঞাত নয়, তুমি তার নিকট গমন ক'রে অশ্ব প্রত্যর্পণ করতে বল গে। সে এখনি অবনতমস্তকে আমাদের আদেশ প্রতিপালন করবে। যদি তা না করে, তবে ভীমার্জ্জুনের হাতে আজ ভদ্রাবতীপুরে অকালে প্রলয় সংঘটিত হবে। ত্রিলোকবাসী সাহায্য কর্‌লেও পাণ্ডব-বিক্রম হ'তে কেউ তা'দিগকে রক্ষা করতে পার্‌বে না।

অর্জ্জুন। যা ভক্তদাস! তাই কর্।

ভক্তদাস। তাই করি, দেখি এ ভক্তদাসের যাওয়া-আসা কত দিনে ঘুচে। [প্রস্থান।

কৃষ্ণ। আমার বোধ হয়, তারা সহজে অশ্ব ছাড়্‌বে না।

ভীম। সহজে না ছাড়ে, আমরাও ত নিরস্ত্র নই?

কৃষ্ণ। আমি দেখ্‌ছি, অশ্ব নিয়ে আজ একটা মহাবিবাদ ঘট্‌বে।

ভীম। তাতেই আমরা কোন্ পশ্চাৎপদ?

কৃষ্ণ। না দাদা, তুমি জান না, আমি শুনেছি—হংসধ্বজের পুত্র-যুগল মহাযোদ্ধা।

ভীম। ওঃ—বুঝেছি, তোর প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে, অথবা ঐ কথায় আমাদিগকে ভয় দেখাচ্ছিস্। যদি তোর ভয়ই হ'য়ে থাকে ত সে স্বতন্ত্র, আর যদি তুই তাদের গরীমা দেখিয়ে আমাদিগকে ভয় দেখাতে চাস্, তা' হ'লে ভীম হাস্যসংবরণ কর্‌তে পার্‌বে না। পাগল! যারা মহাসাগর অতিক্রম করেছে, তারা কি সামান্য কূপ দেখে ভীত হয়?

কৃষ্ণ। মধ্যমদাদা, তুমি যা ভাব্‌ছ তা নয়, তাদের যোগ্যতা না থাক্‌লে কি, তারা জেনে-শুনে অশ্ব ধারণ করে?

ভীম। কৃষ্ণ, তোর যদি এতই ভয় হয়, আর হংসধ্বজের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধই যদি অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে, তবে তুই না হয় অন্তর হ'তে কৌতুক দেখিস্; দেখিস্—পাণ্ডবের পরাক্রম পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে কিনা। এখন চল্, আমরা উত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। আজ সুরথ, সুধন্বার জীবন-নাটকের শেষ অভিনয়! বৃকোদর আমাকে দূর হ'তে যুদ্ধ দেখ্তে ব'লে বড় উপকার করেছে। তারা আমার পরম ভক্ত, আমি কেমন ক'রে সাক্ষাতে ভক্তের মৃত্যু দর্শন করব! তা' হ'লে ভক্তগণ আমাকে ভক্ত-মৃত্যু-দর্শী কঠিন ব'লে নিন্দা করবে। আহা! সুধন্বা দিবানিশি একমনে একপ্রাণে আমাকে ডাকে। আমার সাধনা ভিন্ন সে জগতে আর কিছু জানে না, তার পতন হ'লে আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগ্‌বে। ভক্তের পদে যদি কুশাঘাত হয়, তাতে আমার হৃদয়ে শত বজ্রাঘাতের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, আজ সেই ভক্তের বিনাশ-সাধন—ভাব্‌লেও প্রাণ কেঁদে ওঠে! কিন্তু কি করব, আর যে উপায় নাই; তা' হ'লে পাণ্ডবের অশ্বমেধ পূর্ণ হবে না। আবার সুধন্বা সুরথের পতন হ'লে আমাকেও বিশেষ নিন্দার ভাগী হ'তে হবে; এখন তবে কি করা উচিত? আমি উভয়-সঙ্কটে পড়েছি, ভেবে কিছুই স্থির করতে পারছি না! যা ঘটে ঘটুক, আমি রণস্থল হ'তে স্থানান্তরে যাই।

[প্রস্থান।

মানবকের প্রবেশ।

মানবক। এইবারই ত যুদ্ধ বাধ্‌ল দেখ্‌ছি! আমি সাহসী পুরুষ,

এখন যাই কোথায়? ঐ ভাঙা বেড়াটার আড়ালে লুকোব না কি? যদি ভাঙাচোরা বাণ ছিট্‌কে গিয়ে লেগে যায়, তা' হ'লেই ত বেড়ার সঙ্গে গাঁথা হ'য়ে যাব? তবে যাই কোথায়? আচ্ছা, আগে সিদ্ধান্ত করা যাক, যুদ্ধটা হবে কোথা, নীচে না উপরে? যদি উপরে হয়, তা' হ'লেই একটা শ্যালের গর্ত্তটর্ত্ত দেখ্‌লেই চল্‌বে; আর যদি নীচে হয়, তা' হ'লেই ঢের উপায় আছে। তা' যুদ্ধটা নীচেই হবে, আমি তবে ঐ বাঁশগাছটার উপর মানবকটী হ'য়ে ব'সে থাকি গে। না—না তার চেয়ে ঐ তেঁতুল গাছটার ঝোপে লুকাই গে, ক্ষিদে পেলে দু-চারটে কচি পাতা চুঁচে খাব-এখন। [অদূরে রণবাদ্য] ঐ যে, ওদিকে লেগে গেছে, এসে পড়্‌ল দেখ্‌ছি! থাম্ রে বাবা, একটু থাম্! আমি আগে স'রে যাই।

[প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে সুধন্বা ও সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। সাবাসি—সাবাসি, শিশু বীরত্বে রে তোর!
ধন্য অস্ত্রশিক্ষা তোর, ধন্য বীরপণা;
বজ্রসম সাত্যকির অস্ত্রাঘাত সহি,
তা' না হ'লে এতক্ষণ কে বাঁচিত প্রাণে?

সুধন্বা। যুদ্ধকালে কেন বীর হইলে বিরত?
ধর অস্ত্র, পুনর্ব্বার করহ সমর।
বুঝিয়াছি প্রাণে তুমি পাইয়াছ ভয়,
তাইতে নীরব হ'য়ে রয়েছ দাঁড়ায়ে।
অস্ত্র ত্যজি' পরাজয় করহ স্বীকার—
তোমা সম হীন সনে না চাই যুঝিতে।

সাত্যকি। হাসি পায় কথা শুনে, অবোধ বালক!
তোর রণে সাত্যকির উপজিবে ভয়?
তোর মত হীনবল শুনীরে নেহারি,
শিনির নন্দন আজ হবে বিচলিত?
দুগ্ধপোষ্য শিশু তুই কোমল কদলী!
বজ্র হ'তে ভীমতম অস্ত্রাঘাত মোর,
স'বে কিরে তোর ওই কোমল পরাণে!
হই নে কাতর শিশু! পাই নাই ভয়—
এই ভেবে বড় মায়া উপজিছে প্রাণে।
নিবারণ করি তোরে, যা ফিরে অজ্ঞান!
ত্যজিয়া সমর-সাধ জননীর কোলে।
মাতৃ-অঙ্ক শিশুদের সুখের আশ্রয়!
সমর-প্রাঙ্গণ কি রে তোর যোগ্য স্থান?

সুধন্বা। ধিক্ তোমা—ধিক্ তোমা, ক্ষত্রকুল-কালি!
জনমিয়া ক্ষত্রকুলে আনিলে কেমনে
এ হেন ঘৃণার কথা ও পাপ-বদনে?
বীরপুত্র ডরে কি হে করিতে সমর?
ক্ষত্রিয় সন্তান কবে রণে পরাঙ্মুখ?
তবে যদি ফেরু সম সিংহ শিশু দেখে,
হয় ও সঙ্কীর্ণ হৃদে ভয়ের সঞ্চার,
ঘৃণ্য কলঙ্কের কালি মাখিয়া বদনে
রণস্থল পরিহরি যাও স্থানান্তরে;
না চাই নাশিতে আমি তোমা সম জনে।

গীত।

কি ভয়, তোমারে বধিতে না চাই।
যদি হ'য়ে থাকে ভয় হে,—দিতেছি অভয়, রণশ্রমে কাজ নাই॥
করিলাম ক্ষমা, যাও স্থানান্তরে, বুঝেছি যে শঙ্কা হয়েছে অন্তরে,
সমর প্রান্তরে, স্মরি কৃতান্তরে, কাতরে কাঁপিছ তাই॥

সাত্যকি। সাবধান—সাবধান, দুর্ব্বৃত্ত বালক!
গর্ব্বের উচিত ফল এখনি পাইবি।
ভেক হ'য়ে ভুজঙ্গের কাছে আস্ফালন?
বুঝিলাম কালপূর্ণ হইয়াছে তোর।

সুধন্বা। বাক্যে বীর-পরাক্রম বোঝা নাহি যায়।
রয়েছে সবল বাহু বর্ত্তমান দেহে,
সশস্ত্রেতে উভয়েই রয়েছি সজ্জিত,
কাজ কি ভীরুর মত বাক্যব্যয় ক'রে?
শক্তি থাকে, কার্য্যে তাহা করহ প্রকাশ;
নতুবা শারদ মেঘে বৃথা আড়ম্বর।

সাত্যকি। শিশুজ্ঞানে এতক্ষণ ক্ষমেছিনু তোরে;
কিন্তু আর না, শিশু! আর না ক্ষমিব।
ধর্ অস্ত্র, ধর্ তবে, হ' রে অগ্রসর,
মিটাই সমর-সাধ জনমের মত।

[যুদ্ধ ও সাত্যকির পলায়ন]

ভীমের প্রবেশ।

সুধন্বা। কি বীর! যুদ্ধ কর্‌তে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

ভীম। বালক, কার সঙ্গে যুদ্ধ করব? তোর সঙ্গে কি আমার

যুদ্ধ করা শোভা পায়? তুই দুগ্ধপালিত শিশু! তুই কি ভীমের যুদ্ধের যোগ্য? হাঁরে! কেশরী কি কখন মার্জ্জারের সঙ্গে বীরত্ব দেখায়?

সুধন্বা। বৃকোদর, বাক্যের বলেই যদি বীর হওয়া যেতো, তা' হ'লে মুখরা রমণীই জগতে বীর ব'লে পরিচিতা হ'ত। আগে যুদ্ধ দাও, তার পর বর্ণনার বিন্যাস ক'রো।

ভীম। অবোধ! তোর এ দুরাশা কেন? হাঁরে! যে বৃকোদরের নাম শুন্‌লে যক্ষ-রক্ষ দেব-দানব কম্পিত হয়, তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার বাসনা? দর্দ্দুর হ'য়ে বরং কদ্রুর শত্রুতা সাধন বিশ্বাসযোগ্য, চটক হ'য়ে গরুড় পরাজয়ের আশা বরং সম্ভব, ভীমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা তোর পক্ষে দুরাশা মাত্র!

সুধন্বা। শূন্য পাত্রের শব্দ অধিক, তা' আমি বেশ জানি। বৃকোদর, যুদ্ধস্থলে এসে যুদ্ধ না ক'রে এত বাক্যের অলঙ্কার দেখাচ্ছ কেন?

ভীম। তুই নবনীতকোমলকায় বালক, যে ভীমের ভীম গদাঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হয়, হাঁরে! সে গদাঘাত কি তোর ঐ কোমল কায়ায় সহ্য হবে? তুই নবজাত ক্ষীণদেহ তৃণ, এমন ভীষণ মুদ্গরের দারুণ প্রহার কেমন ক'রে সহ্য কর্‌বি, এই ভেবে আমার হৃদয় বড় আকুল হয়েছে; অবোধ! তোরে বারণ কর্‌ছি, যুদ্ধ বাসনা পরিত্যাগ ক'রে গৃহে ফিরে যা, কেন অসময়ে অমূল্য জীবনরত্নকে অকালে কালের মুখে নিক্ষেপ কর্‌বি? অসময়ে তোর জনক-জননীকে শোক-সাগরে ভাসাবি?

সুধন্বা। বুঝ্‌লাম বৃকোদর, তোমার প্রাণে ভয় হয়েছে।

ভীম। ওরে অর্ব্বাচীন! পিপীলিকাকে দেখে কি কখন বৃষের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়? আমি তোর মঙ্গলের জন্যই বল্‌ছি, যুদ্ধ-

পরিত্যাগ ক'রে ঘরে ফিরে যা। তুই দুধের বালক, তোর শত অপরাধ মার্জ্জনীয়। আমরা তোর সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌ব। নইলে অবোধ! তুই তুচ্ছ কিঞ্চুলুক, শেষ বিষধরের আক্রমণে কতক্ষণ জীবিত থাক্‌বি? তুই ক্ষুদ্র দীপ-শিখা, প্রবল প্রভঞ্জনে কতক্ষণ প্রজ্বলিত র'বি?

সুধন্বা। বৃকোদর, আমি আগে জান্‌তাম, তুমি একজন বীর পুরুষ, এখন জান্‌ছি—বাক্যবীর; কেবল বাক্যের বলেই জগতে বীর ব'লে পরিচিত। তোমার অমন বীরত্বে ধিক্!

ভীম। বুঝ্‌লাম সুধন্বা, নিতান্তই তোর কুমতি ঘটেছে। অজ-শিশু শার্দ্দূলের নিকট আস্ফালন ক'রে যেমন মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবন হারায়, ভীমের হাতে আজ তোরও সেই দশা ঘট্‌বে।

সুধন্বা। অথবা পান্থ যেমন সম্মুখে অজগর দর্শন ক'রে প্রাণের ভয়ে আকুল হয়, আজ তুমিও তেমনি ভয়ে প্রলাপবাক্য নিঃসরণ কর্‌ছ। যদি এতই প্রাণের মায়া, তবে যুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে বনে যাও।

ভীম। কি বল্‌লি, বর্ব্বর! ভীম তোর ভয়ে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করবে?

সুধন্বা। তোমার মত বীরের পৃষ্ঠ প্রদর্শনই ত বীরত্ব।

ভীম। না, অসহ্য, নিতান্ত অসহ্য! বুঝ্‌লাম, অপরিণামদর্শী বালক! এতদিনের পর নিতান্তই তোর জীবলীলা অবসানের সময় হয়েছে!

সুধন্বা। আমার হয় নি, বরং তোমার হয়েছে।

ভীম। মুহূর্ত্ত মধ্যে তা পরীক্ষিত হবে।

সুধন্বা। ধর অস্ত্র, ধর তবে, হও অগ্রসর।

ভীম। তোর পক্ষে ভীম আজ যমের সোসর।

সুধন্বা। প্রকাশ' আপন শক্তি, কি কাজ কথায়?

ভীম। মরণের কালে রোগী ঔষধ না খায়।

সুধন্বা। ধরিলাম গদা, ধনু করহ ধারণ।

ভীম। আগত শমন তোরে নেবার কারণ।

[যুদ্ধ ও ভীমের পলায়ন।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ক্ষান্ত হস্ নে, পুনর্ব্বার অগ্রসর হ'।

সুধন্বা। তুমি কে ?

অর্জ্জুন। যার বাহুবলে দেবগণ পরাজিত, যার পরাক্রমে নিবাত কবচের নিপাত সংঘটন, যার ভুজবীর্য্যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের পরাজয় সাধন, আর ধর্ম্মের বিজয় ঘোষণা, আমি সেই সর্ব্বজয়ী অর্জ্জুন !

সুধন্বা। কোন্ অর্জ্জুন ! যে অর্জ্জুন পরের বলে বলী হ'য়ে আপনাকে বীর ব'লে পরিচয় দেয়, যে অর্জ্জুন অপরের সহায়তা ব্যতীত দণ্ডকালও যুদ্ধে স্থির থাক্‌তে পারে না, তুমি সেই অর্জ্জুন ? যে অর্জ্জুন শুদ্ধ কৃষ্ণের সাহায্যে কুরুক্ষেত্র সমরে জয়লাভ ক'রে গর্ব্ব প্রকাশ করে, যে কাপুরুষ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণকে কাপট্যে পরাজিত ক'রে, বীরকুলে চিরকলঙ্ককালিমা লেপন করেছে ; অর্জ্জুন, তুমি কি সেই অর্জ্জুন ? তোমার বল-বুদ্ধির কথা যে অবগত নয়, তুমি তার কাছে আপনাকে বীর ব'লে গর্ব্ব ক'রো, আমি তোমাকে ভালরূপ জানি।

অর্জ্জুন। তবে কি তোর মতে আমি কাপুরুষ ?

সুধন্বা। শুধু কাপুরুষ বল্‌লেই ক্ষত্রিয়ের তিরস্কারের চূড়ান্ত হয় না। তুমি ভীরু, কপট আর কাপুরুষ।

অর্জ্জুন। আমার ভীরুতা, কাপট্য, কাপুরুষতা কোথায় প্রকাশ পেয়েছে ?

সুধন্বা। প্রত্যেক যুদ্ধে, প্রত্যেক কার্য্যক্ষেত্রে। বলি—তুমি যে ভীষ্মকে জয় ক'রে আপনাকে ভীষ্মজয়ী ব'লে গরিমা দেখাও, সেই ভীষ্মকে কি তুমি প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের মত সম্মুখযুদ্ধে পরাভূত করেছ? যে দ্রোণকে সংহার ক'রে তুমি দ্রোণজয়ী ব'লে বাতুলতা প্রকাশ কর, কাপুরুষ অর্জ্জুন! সেই দ্রোণকে তুমি কি ভাবে নিহত করেছ, তা' একবার তোমার ঐ ঘৃণিত মনে ভেবে দেখ দেখি। যে কর্ণের প্রাণ-ঘাতী ব'লে আপনাকে বীরজ্ঞানে গর্ব্ব কর, সব্যসাচি! সেই কর্ণ কি তোমার ঐ ক্ষুদ্র শক্তিতে ধরাশায়ী হয়েছে?

অর্জ্জুন। ভাল, অন্যান্য বীরগণ?

সুধন্বা। তোমার হস্তে পরাজিত হয়েছে ব'লেই বীরশ্রেণীতে তোমার নাম স্থান পেয়েছে। তা' না হ'লে কে তোমাকে বীর ব'লে সম্বোধন কর্‌ত? কে তোমাকে বীর-সমাজে আসন প্রদান কর্‌ত? আর তারাও যে তোমার অনন্য শক্তিতেই পরাভূত হ'য়েছে, তাও নয়, তুমি এমন যোগ্যতা কোথাও দেখাতে পার নি।

অর্জ্জুন। সুধন্বা, তুই কি তবে বল্‌তে চাস্ যে, অর্জ্জুন নিতান্ত হীনবল? অর্জ্জুন যে সব অসম্ভব কর্ম্ম সাধন করেছে, তা' সকলই অনায়াস-সাধ্য?

সুধন্বা। অর্জ্জুন, তুমি যে কার্য্য সাধন ক'রে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে কর, আমরা তা' স্মরণ ক'রে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করি।

অর্জ্জুন। সুধন্বা, তুই এমন ক্ষমতার অধিকারী? না বালকের বচনই সার?

সুধন্বা। উভয়েই সশস্ত্রে সজ্জিত, এখনি তার পরীক্ষা হবে।

অর্জ্জুন। হাস্‌বার কথা!

সুধন্বা। আচ্ছা, প্রস্তুত হও।

অর্জ্জুন। তোর মত বালকের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রে বীর-গৌরব কলঙ্কিত করতে অর্জ্জুন নিতান্ত অনিচ্ছুক।

সুধন্বা। তা এখনি বোঝা যাবে। এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি একা এসেছ, তোমার সহায় কৃষ্ণ কোথায়? আলো না থাক্‌লে গৃহ যেমন অন্ধকার দেখায়, কৃষ্ণ না থাকায় আজ তোমাকেও ঠিক সেইরূপ দেখাচ্ছে।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণের প্রয়োজন নাই, পার্থ একাই আজ সমস্ত বিপক্ষকে পরাজিত করবে।

সুধন্বা। একেই বাতুলের বাতুলতা বলে।

অর্জ্জুন। তুই কি মনে করিস্, কৃষ্ণ-বিহনে অর্জ্জুন একেবারে অকর্ম্মণ্য?

সুধন্বা। যথার্থই তাই। চক্র না থাক্‌লে রথ যেমন অচল, কৃষ্ণ না থাক্‌লে তোমারও ঠিক সেই দশা। তার সাহায্যেই ত তোমরা কুরুক্ষেত্র-সমরে নিস্তার পেয়েছ। সেই কৃষ্ণ যখন তোমার কাছে নাই, তুমি কেমন ক'রে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে?

অর্জ্জুন। ওরে! মহানদ উত্তীর্ণ হ'তে তরণী আশ্রয় করতে হয়েছিল ব'লে কি, তোর মত ক্ষুদ্র পল্বলের জন্যও তাই করতে হবে?

সুধন্বা। পক্ষ না থাক্‌লে পক্ষী যেমন অচল, কৃষ্ণের সহায়তা না পেলে তুমিও তেমনি হীনবল। তাই বলি, পার্থ, কৃষ্ণকে ডাক, নইলে এ বিপদে তোমাকে কে রক্ষা করবে?

অর্জ্জুন। বালক, রসনা সংযত ক'রে কথা বল্।

সুধন্বা। কেন—তোমার ভয়ে না কি?

অর্জ্জুন। তুই জানিস্, অর্জ্জুন তোর মত দাম্ভিকের দাম্ভিকতা চূর্ণ করেছে?

সুধন্বা। সুধন্বা মাটীর পুতুল নয়, অস্ত্রধারণ কর, তাতেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এস, আমি প্রস্তুত হ'য়েই আছি।

অর্জ্জুন। না সুধন্বা, আমি তোর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে পার্‌ব না। হাঁরে! যে গাণ্ডীবের টঙ্কার শুনে জগদ্বাসী কম্পিত হয়, সেই গাণ্ডীবের সতেজ নিক্ষিপ্ত শর কি তোর ঐ নধর দেহে সহ্য কর্‌তে পার্‌বি? অশনির প্রচণ্ড আঘাত কি এমন নবীন সর্জ্জের বক্ষে সহ্য হবে? তাই বলি, সুধন্বা, আমাদের সঙ্গে বিবাদের আশা পরিত্যাগ ক'রে গৃহে ফিরে যা। তুই সহস্র কর্কশ বাক্য বল্‌লেও অর্জ্জুন কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। আমি তোর সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌লাম।

সুধন্বা। তোমার ভাই, বৃকোদরও এই রকম আস্ফালন করেছিল; জান্‌লেম, তোমরা সকলে বাক্য-বীর। অর্জ্জুন, তোমার প্রাণে যদি ভয় হ'য়ে থাকে, তবে তুমি বরং আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

অর্জ্জুন। কি বল্‌লি, লঘুচেতা বালক! অর্জ্জুন তোর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌বে?

সুধন্বা। তবে অস্ত্রবর্ষণে ক্রোধ প্রকাশ কর।

অর্জ্জুন। তা' হ'লে তোর মরণ অবশ্যম্ভাবী।

[যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের বাণচ্ছেদন]

সুধন্বা। যে বাণ ধারণ ক'রে বীরত্বে কম্পমান হচ্ছিলে, অর্জ্জুন, তা ত ছেদিত হ'লো?

অর্জ্জুন। আচ্ছা, অন্য অস্ত্র গ্রহণ কর্‌লাম।

[যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের বাণচ্ছেদন]

সুধন্বা। এই ত পার্থ! এ অস্ত্রও ব্যর্থ হ'লো।

অর্জ্জুন। পুনরায় অন্য অস্ত্র ধারণ কর্‌লাম।

[যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের নিরস্ত হওন]

অর্জ্জুন। কি আশ্চর্য্য! আমার সকল অস্ত্রই নিষ্ফল হ'লো যে!

সুধন্বা। কি অর্জ্জুন! নিরস্ত্র হ'লে যে, অস্ত্র বর্ষণ কর? এতেই কি তোমার শিক্ষা শেষ হ'য়ে গেল না কি? এই যে এত আস্ফালন কর্‌ছিলে, এখন নির্ব্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে কেন? সুধন্বার সঙ্গে যুদ্ধ করা তোমার সাধ্য নয়, অর্জ্জুন, তোমার সাধ্য নয়। তোমার শক্তিধর হরিকে ডাক, তিনি এসে তোমার সাহায্য করুন, তবে তুমি আমার সঙ্গে যুঝ্‌তে পার্‌বে; নইলে আজ সমর-ক্ষেত্র হ'তে তোমাকে আর জীবিতপ্রাণে ফিরে যেতে হবে না।

অর্জ্জুন। [স্বগত] সত্যসত্যই কি আজ আমার তাই ঘট্‌বে? আমি এত অব্যর্থ অব্যর্থ অস্ত্র সকল সন্ধান কর্‌লাম, সুধন্বা মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ব্যর্থ ক'রে দিলে! বোধ হয়, এতদিনের পর নিতান্তই আমার সঙ্কট সময় আগত। প্রাণপণ চেষ্টাতেও যখন সুধন্বাকে একপদও পশ্চাৎপদ কর্‌তে পার্‌লাম না, আমার সতেজ নিক্ষিপ্ত একটি বাণও যখন ওর অঙ্গও স্পর্শ কর্‌তে পার্‌লে না, অগ্নিমুখে তুলার মত ভস্মীভূত হ'য়ে গেল, তখন বুঝ্‌লাম, এ যুদ্ধে পতনই অর্জ্জুনের পরিণতি। এখন উপায় কি করি? চরম সময় জেনে, সখাও বুঝি স্থানান্তরে চ'লে গেছেন। ডাকি, এই বিপদে তাঁকেই ডাকি; তিনিই যে অর্জ্জুনের জীবন মরণের মূলাধার। সখা! সখা! অভাগাকে একা ফেলে কোথায় গেলে; একবার দেখা দাও। এমন বিষম বিপদে তুমি ভিন্ন অর্জ্জুনকে কে রক্ষা কর্‌বে? বিপদ্-বারণ! যে ক্ষুদ্র তরণীকে তুমি মহাসাগরের মহাতরঙ্গে বাঁচিয়ে এসেছ, আজ সেই তরণী বুঝি তোমার অগোচরে ক্ষুদ্র পল্বলে ডুবে যায়! এতদিনের পর তোমার সখা পার্থের নাম বুঝি চিরতরে ধরা হ'তে বিলুপ্ত হয়!

গীত।

দেখা দাও, আমার জীবন বাঁচাও, বাঁকা সখা বিপদ্‌বারি।
আমায় ফেলে এ অকূলে রইলে ভুলে ভূভারহারি॥
অন্তর্যামী কোথায় হ'লে অন্তর্হিত, তোমা বিনা বাহুর শক্তি তিরোহিত,
হ'ল বুঝি দেহ জীবনবিরহিত, অদর্শনে তবে সুদর্শনধারী॥
চরমের পরম সখা রাখালরাজ, চরমকালে কর সম্মুখে বিরাজ,
সে ত্রিভঙ্গ বাঁকা, বিনোদ রাখাল-সাজ, নয়ন ভ'রে একবার হেরি মুরারি॥

অর্জ্জুন। কৈ সখা! এলে না? অভাগা অর্জ্জুনের বিপদ্ সময় দেখা দিলে না। এতদিনের পর সকল বন্ধন ছিন্ন কর্‌লে?

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। সখা! সখা! ভয় কি, আমি এসেছি।

সুধন্বা। এসেছ, পার্থ-সখা হরি! পার্থকে রক্ষা কর্‌তে এসেছ? আর তিলেক বিলম্বে এলে দেখ্‌তে, তোমার সখা বন্দিভাবে অবস্থান কর্‌ছে, অথবা বৃক্ষের মত নির্ব্বাক্ হ'য়ে ভূতলে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

কৃষ্ণ। আমি থাক্‌তে আমার সখাকে বিনষ্ট করে কা'র সাধ্য?

সুধন্বা। তুমি থাক্‌তে নয় বটে, কিন্তু তখন যে থাক্‌তে না! অর্জ্জুন, আর ভয় কি! তোমার ভয় জেনে স্বয়ং ভয়হারী এসে তোমাকে অভয় দিচ্ছেন। এইবার এস, এইবার আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বে।

কৃষ্ণ। কেন, আমি না থাক্‌লে সখা কি পার্‌বে না?

সুধন্বা। তা' ত প্রত্যক্ষই দেখ্‌লে।

কৃষ্ণ। সুধন্বা! তুমি মনেও ক'রো না যে, সখাকে পরাজিত কর্‌তে পার্‌বে।

সুধন্বা। স্বয়ং জয়দাতা তুমি এসে যখন অর্জ্জুনের পক্ষে দণ্ডায়মান হ'য়েছ, তখন আর অর্জ্জুনকে পরাজিত করে কার সাধ্য? আচ্ছা হরি,

তোমাকেও জিজ্ঞাসা করি, তুমি যখন জান যে, অর্জ্জুন তোমার বলেই বলী, তখন অর্জ্জুনকে একা ফেলে কোথায় গেছ্‌লে?

কৃষ্ণ। আমি অন্তর হ'তে সমরাভিনয় দর্শন কর্‌ছিলাম।

সুধন্বা। আর কিছুক্ষণ অন্তরে থাক্‌লেই ত তোমার সখার জীবনসহ সমর-নাট্যের যবনিকা পতন হ'ত, যবনারি! তখন কি কর্‌তে?

অর্জ্জুন। আমার গোটাকতক বাণ ছেদন ক'রে, সুধন্বা, তোর বড় অহঙ্কার হয়েছে; ও অহঙ্কার অর্জ্জুনের হস্তে এখনি অপনীত হবে।

সুধন্বা। থাক্ অর্জ্জুন, আর বীরত্ব দেখাতে হবে না, লোকে উন্মাদ বল্‌বে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা—এইবার প্রবৃত্ত হও, কার শক্তি জানা যাবে।

সুধন্বা। তুমি ত এ কথা বল্‌বেই। তুমি যে চির অবিচারী, চির পক্ষপাতী।

কৃষ্ণ। আমি কিসে পক্ষপাতী, কিসে অবিচারী?

সুধন্বা। পক্ষপাতী না হ'লে একজনের সাহায্য ক'রে আর একজনের সর্ব্বনাশ কর? জগতে তোমার অনেক অনেক ভক্ত আছে, কিন্তু সকলের পক্ষে সমান দয়া কই? হয় ত বল্‌তে পার যে, যার ভক্তি বেশি, তুমি তারই পক্ষপাতী; কিন্তু শক্তিধর! তাই কি মহতের লক্ষণ? দয়ালু ব্যক্তি বরং শিষ্টের অপেক্ষা দুষ্টের প্রতি অধিক স্নেহবান্। তাঁরা জানেন, সজল মৃত্তিকায় জল দিতে হয় না, মরুভূমিতে দেওয়াই আবশ্যক। তা হরি হে! তোমার সে গুণ কোথায়? আর অবিচারি বলি, তোমার অন্যায় কার্য্য দেখে। যারা তোমার একমাত্র সাধক, সাধনায় ভিক্ষার ঝুলি সার করেছে, তুমি তা'দিগকে দয়ার চক্ষে দেখ না; যারা কামী, ধন প্রয়াসী, তাদের প্রতি সর্ব্বদা কৃপাবান্। উপাসককে তুমি এক কপর্দ্দকও দিতে কুণ্ঠিত হও; যারা অতুল ধনের অধিপতি, দিনান্তে এক-

বারও তোমাকে ডাকে না, তা'দিগকে তুমি ধনের উপর ধন প্রদান কর। যারা আরাধনা ক'রে কঙ্কালসার, সংসার ছেড়ে বিজনবাসী, বিলাস-ভয়ে কৌপীনধারী, তোমার একবার দর্শন-আশায় অনন্তকাল সাধনা ক'রে শরীর পতন করছে, তাদের নিকট একবার যেতে তোমার পদে ব্যথা হয়; পাণ্ডবেরা লোভী, স্বার্থপর, তত্রাচ তুমি সর্ব্বদা পাণ্ডবের চোখে চোখে অবস্থান কর্‌ছ। অনেকে তোমাকে দেহরথের সারথী কর্‌বার জন্য তপস্যার দারুণ দুঃখ সহ্য ক'রেও পূর্ণমনোরথ হ'তে পারে নি, তুমি তা'দিগকে বঞ্চনা ক'রে স্বেচ্ছায় স্বার্থপর পাণ্ডবের সারথী হয়েছ। বল দেখি নারায়ণ! একি তোমার পক্ষপাত অবিচার নয়?

অর্জ্জুন। পাণ্ডবেরা লোভী, স্বার্থপর?

সুধন্বা। সেইজন্যই ত যে হরি জগতের বাঞ্ছনীয়, সকলের আরাধ্য ধন, চোখের অন্তরাল হ'লে পাছে কেউ তাঁকে আয়ত্ত ক'রে নেয়, এই ভেবে সর্ব্বদা কাছে রেখেছে। আর পাণ্ডবেরা যদি লোভীই না হবে, তবে সামান্য রাজ্যের জন্য কত ছলনায়, কত চেষ্টায় শত শত লোকের বিনাশ সাধনা কর্‌বে কেন? যারা নিষ্কাম, তারা কি আরাধনা ভুলে ধনের আকাঙ্ক্ষা করে? যারা সংযমী, তারা কি লোভের অধীন হয়? শুধু লোভী কেন, পাণ্ডবেরা পূর্ণ অজ্ঞান।

অর্জ্জুন। কি—পাণ্ডব অজ্ঞান?

সুধন্বা। অজ্ঞান না হ'লে কি অর্জ্জুন, তোমরা কল্পতরুর আশ্রয়ে থেকেও সামান্য ফলের জন্য ঘোড়ার পাছু পাছু ছুটে মর? সুধা-ভাণ্ড-হাতে রেখেও পিপাসায় কূপের অন্বেষণ ক'রে আকুল হও? নিজের নাভি-দেশে কস্তুরি থাকিলেও মৃগ যেমন মদরাগের অনুসন্ধানে কাননময় ছুটে বেড়ায়, তোমাদের অঞ্চলে রত্ন বাঁধা থাক্‌লেও তোমরা তেমনি পঙ্ক অন্বে-ষণ ক'রে সারা হচ্ছ; হায় পার্থ! এ অপেক্ষা অজ্ঞানতা আর কি আছে?

কৃষ্ণ। সুধন্বা, তুমি কি মনে কর, পাণ্ডবেরা অভক্ত? পাণ্ডব আমার পরম ভক্ত ; আমি তাদের ভক্তি-গুণেই সর্ব্বদা বাঁধা হ'য়ে আছি।

সুধন্বা। কপট! আমার কাছে আর ও কাপট্য কেন? জগতে আর কি তোমার ভক্ত নাই? আর কি কেউ তোমাকে ভক্তিমাখা স্বরে ডাকে না? কই, তাদের বেলায় ত তোমার এমন ভক্ত-বাৎসল্য দেখা যায় না?

কৃষ্ণ। কেন যাবে না? যে আমাকে ভক্তিপ্রাণে একমনে ডাকে, আমি তারই কাছে যাই ; তারই মনোবাসনা পূর্ণ করি।

সুধন্বা। বাসনাময়। এটা কি তোমার সত্যকথা? এই তবে হতভাগ্য সুধন্বা তোমাকে একমনে কত ডেকেছে, বিরলে ব'সে তোমার প্রেমের আবেগে কত অশ্রুজল ফেলেছে, কই প্রেমময়! দাস ব'লে তুমিও একদিন কাছে এস নি। অধমের আহ্বানে তোমার কপটহৃদয়ে একটুও আঘাত লাগে নি।

কৃষ্ণ। [স্বগত] সুধন্বা রে! আর ভক্তি-বাণ মারিস্ নে।

অর্জ্জুন। তোর সে ভক্তি থাক্‌লে ত ভক্তসখার দেখা পাবি? হাঁরে, হরি ব'লে ডাক্‌লেই কি হরির দর্শন পাওয়া যায়? তোর মত মৌখিক ভক্তিতে কি হরি সন্তুষ্ট হন্?

সুধন্বা। কিরীটি! তুমি আমাকে অনেক তিরস্কার করেছ, তাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ হয় নি, কিন্তু তোমার এই কথাগুলি আমার অন্তরে বজ্রের মত বিদ্ধ হ'লো। আমি কি এতই অভক্ত? বল, বল ভক্তসখা! সুধন্বার হৃদয়ে কি ভক্তির লেশমাত্র নাই? তাই কি তুমি এতদিন অদর্শনে ছিলে?

কৃষ্ণ। লোকের সাধনা পূর্ণ হ'লেই আমার দেখা পায়।

সুধন্বা। তবে এতদিনের পর আজ কি সুধন্বার সাধনা পূর্ণ হয়েছে?

তাই সাধনের ধন তুমিও নয়নগোচর হয়েছ? তবে একবার হৃদয়ে এস, আমি অনুরাগ-পাত্রে প্রেমবারি ভ'রে রেখেছি, তাতে তোমার ঐ রাঙা পা দু'খানি ধুইয়ে দিই।

কৃষ্ণ। [স্বগত] সুধন্বার সঙ্গে একটু চাতুরী করতে হবে, না হ'লে ওকে বিনষ্ট করতে পারা যাবে না। সুধন্বা, তুমি কাকে-ডাক্‌ছ? আমি পাণ্ডবসখা হরি, তুমি তোমার হরিকে ডাক।

সুধন্বা। আচ্ছা—তাই ডাক্‌ছি; আমার হরি! আমার হরি! তুমি কোথায়? একবার আমার হৃদয়ে এস! হরি বলেছেন, তুমি আমার হরি; তবে আমাকে ছলনা ক'রে কোথায় আছ? তোমাবিহনে আমার দেহ-বৃন্দাবন শূন্য প'ড়ে আছে; শিষ্ট-সখা! তোমার গোষ্ঠ-লীলা দেখ্‌তে আমার বড় সাধ হয়েছে; তুমি গোষ্ঠ বেশে এসে আমার হৃদয়-গোষ্ঠে বিরাজ কর।

গীত।

(একবার) হৃদয়-গোষ্ঠে এস গোষ্ঠবিহারী।
এই মনোভীষ্ট পুরাও কৃষ্ণ জগদীষ্ট মুরারি॥
(আমার) দেহরূপ এই বৃন্দাবনে,
বৃন্দাবনেশ্বরী সনে, এস শ্রীহরি;—
আমি নয়নভ'রে হেরি বাঁকা ত্রিভঙ্গ বংশীধারি॥
ভক্তবৎসল ভক্তসখা—ভক্তদাসে দাও হে দেখা,
ভক্তের জীবন ভক্তপাবন ভবকাণ্ডারী,—
আমি পুরাণে শুনি হে, ভক্তের গতি তুমি হরি।
হরি বল্‌বে কেন, নইলে তোমায় দয়াময়,
আমি যে ভক্তপদানুরক্ত প্রেমে আসক্ত তব,
তুমি অন্তর্যামী হ'য়ে আপন হৃদয়ে জান না কি তা মাধব;

তোমার দাস আমি হে, তুমি যখন জগৎপ্রভু, আমি জগৎ ছাড়া নই,
ডাকি তোমায় নিরবধি, একবার এস ধ্যানের নিধি, কাতরে সাধি—
আমার অধীর হৃদয় আসি শান্ত কর কৃতান্তবারি।

অর্জ্জুন। এই তোর ভক্তির দৌড় বোঝা গেল, এখন পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণ কর্, তোর সমর সাধ জন্মের মত পূর্ণ করি।

সুধন্বা। হরি হে! এলে না? আজ ভক্তসখা হ'য়ে ভক্তের সম্মুখে ভক্তের অপমান কর্‌লে? এই কি তোমার ভক্তবাৎসল্য? হরি হে! অর্জ্জুন আমায় বড় লজ্জা দিচ্ছে। তুমি একটীবার এসে আমার সম্মুখে দাঁড়াও; আমি স্বার্থ-প্রিয় কঠিনপ্রাণ পাণ্ডব নই, তোমাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখ্‌ব না, রথের সারথীও কর্‌ব না, কেবল অর্জ্জুনকে দেখাব যে, তুমি ভক্তবৎসল।

দ্বিতীয় কৃষ্ণের প্রবেশ।

২য় কৃষ্ণ। সুধন্বা! এই যে আমি এসেছি।

সুধন্বা। দেখ, দেখ অর্জ্জুন! আমার ভক্তি-বল আছে কি না।

অর্জ্জুন। সখা! সখা! এ আবার তোমার কি লীলা, ভাই? তুমি আমার কাছে, আবার সুধন্বার কাছে গেলে কিরূপে?

কৃষ্ণ। [স্বগত] লীলা-রহস্য বুঝ্‌তে না পেরে অর্জ্জুন বিষম সন্দেহে পড়েছে। [প্রকাশ্যে] না সখা! আমিই কৃষ্ণ, আমি তোমার কাছেই আছি, ও কেউ নয়।

সুধন্বা। তাতেই তোমার সখা বুঝে গেছে, তুমি কেবল ওরই কাছে আছ।

অর্জ্জুন। আমার সখা আমার কাছে আছেই ত।

সুধন্বা। তোমার সে জ্ঞান থাক্‌লে আর অমন দশা হয়?

অর্জ্জুন। সখা ত তোর সাক্ষাতে নিজেই বল্‌লেন, উনি কেবল আমার কাছেই বাঁধা আছেন।

সুধন্বা। তোমার কাছেই যদি বাঁধা আছেন, তবে ঐ পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত হ'য়ে আছেন কে? সূর্য্যরূপে তেজ দেখাচ্ছেন কে? বৃক্ষরূপে জগতকে দয়া শিক্ষা দিচ্ছেন কে? আর নবনীরদমূর্ত্তিতে সুধন্বার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ইনি কে? পার্থ, ভা'ল ক'রে দেখ দেখি, তোমার ঐ হরিতে আর আমার এই হরিতে প্রভেদ কি?

অর্জ্জুন। সত্যই ত, সখা! এ ভাব যে আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি, না।

কৃষ্ণ। না সখা, আমি কেবল তোমারই কাছে আছি। [দ্বিতীয় কৃষ্ণের প্রতি] হাঁহে তুমি কোন হরি?

২য় কৃষ্ণ। তুমি কোন্ হরি?

কৃষ্ণ। আমি পাণ্ডবসখা হরি।

২য় কৃষ্ণ। আমি ভক্তসখা হরি।

কৃষ্ণ। আমি আমার সখাকে রক্ষা কর্‌ছি, তুমি তোমার ভক্তকে রক্ষা কর। সখা, তোমার কোনও ভয় নাই।

২য় কৃষ্ণ। সুধন্বা, তোমার কোনও ভয় নাই।

ভক্তদাসের প্রবেশ।

ভক্তদাস। ভয় সুধন্বারও নয়, ভয় অর্জ্জুনের নয়, ভয় কেবল আমার, পাছে দু'নায়ে ভর দিয়ে শেষে ডুবে মরতে হয়। পাছে, দু'ভাবে প'ড়ে আমাদের ভাবময়কে হারিয়ে যেতে হয়। অর্জ্জুন, তুমি তোমার কৃষ্ণ পেয়েছ, সুধন্বা, তুমিও তোমার কৃষ্ণ পেয়েছ, তবে আমার কৃষ্ণ গেল কোথায়? কৃষ্ণ হে! তুমি পাণ্ডব সখা কৃষ্ণরূপে অর্জ্জুনকে অভয়

দিচ্ছ, ভক্তসখা কৃষ্ণ হ'য়ে সুধন্বাকে সন্তুষ্ট কর্‌ছ ; তবে কোন্ কৃষ্ণরূপে আমায় দেখা দেবে ? কোন্ কৃষ্ণরূপে তুমি আমার হবে ?

তৃতীয় কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। এই যে ভক্তদাস, আমি তোমার প্রেমময় কৃষ্ণ এসেছি।

ভক্তদাস। এই দেখ—অর্জ্জুন, এই দেখ—সুধন্বা, তুমিও জান, আর আমিও জানি, কৃষ্ণ তোমার নয়—সুধন্বারও নয়, আর আমারও নয়—উনি জগতের সবার। আবার উনি তোমারও, সুধন্বারও, আর আমারও। তুমি সখ্যভেবে সখারূপে পেয়েছ, সুধন্বা ভক্তিভাবে ভেবে সখারূপে পেয়েছে, আর আমিও প্রেমভাবে ভেবে প্রেমরূপে পেয়েছি। এখন সকলেই বুঝে নিই এস, যে যেভাবে প্রার্থনা করে, উনি সেই-ভাবেই তার হন্। তোমরা এখন কৃষ্ণ কাড়াকাড়ি ছেড়ে দিয়ে যে যার বীরত্ব প্রকাশ কর, তা'তেই ভাগ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

কৃষ্ণ। তবে চল, আমরা সবাই স্বস্থানে যাই, ওরা দু'জনে যুদ্ধ করুক্।

ভক্তদাস। চল, আমিও তোমাদের পায়ের চিহ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাই, দেখি সব একরূপ কিনা।

[তিন কৃষ্ণ ও ভক্তদাসের প্রস্থান।]

সুধন্বা। এস অর্জ্জুন, পুনর্ব্বার অগ্রসর হও।

[অর্জ্জুন ও সুধন্বার যুদ্ধ]

অর্জ্জুন। [নিরস্ত হইয়া] না না, আমা হ'তে অশ্বের উদ্ধার হ'ল না। অশ্বের জন্য এইবার বুঝি আমাদের মহা পরাজয় সাধিত হ'লো। সুধন্বা মহাযোদ্ধা, মহাবলশালী, আমার সকল অস্ত্রই মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছে। এতদিনের পর সুধন্বার হস্তে আমার বীর গর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো।

কৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ।

কৃষ্ণ। সখা, নিরস্ত হ'লে কেন? আবার বাণ যোজনা কর।

সুধন্বা। নির্ব্বাণ-দাতা! এটা কি পক্ষপাতিত্ব নয়? এই চ'লে গেলে, আবার এলে কেন? এলে ত শুধু অর্জ্জুনের কাছে এলে, আমার কাছে এলে না কেন? হরি হে! আমি তোমার ছলনা বুঝেছি।

কৃষ্ণ। সুধন্বা! তুমি যদি অভিমান কর, তবে আমি তোমারও কাছে যাচ্ছি। সখা, তোমায় একটা কথা ব'লে যাই। [কর্ণে কথন]

সুধন্বা। কেন হরি! চুপে চুপে বল্লে কেন? আমার বোধ হয়, এতে নিশ্চয়ই ঘোর কপটতা আছে। তা' থাক্, তাতে আমার কোনও খেদ নাই। হরি হে! যদি দয়া ক'রে এসেছ, তবে পদধূলি দানে কৃতার্থ কর। [কৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ] এস অর্জ্জুন, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।

অর্জ্জুন। শোন্ সুধন্বা! যদি আমার কৃষ্ণপদে মতি থাকে, তবে প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, এই অস্ত্রে নিশ্চয়ই তোর জীবন সংহার কর্‌ব।

সুধন্বা। তুমিও শোন, অর্জ্জুন, আমারও যদি কৃষ্ণপদে ভক্তি থাকে, আমিও যদি প্রকৃত বীর-পুত্র হই, তবে আমিও প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম— তোমার ঐ অস্ত্র ছেদন কর্‌ব।

কৃষ্ণ। [স্বগত] বড় সঙ্কট উপস্থিত; অর্জ্জুন যে অস্ত্রে সুধন্বাকে সংহার কর্‌তে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, সুধন্বা সেই অস্ত্র ছেদন কর্‌তে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে। এখন আমি কার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি? অর্জ্জুন আমার যেমন ভক্ত, সুধন্বাও তেমনি ভক্ত। যদি অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি, তা' হ'লে লোকে আমাকে কপট বল্‌বে; আর যদি সুধন্বার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি, তা' হ'লে অর্জ্জুন বড় দুঃখিত হবে। তবে এই করি—অর্জ্জুনের বাণ সুধন্বা ছেদন করুক্, আর সেই ছিন্ন বাণ উঠে সুধন্বার মস্তক ছেদন করুক্; তা' হ'লে উভয়েরই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে।

অর্জ্জুন। সুধন্বা, এই শরত্যাগ কর্‌লাম, সহ্য কর। [শরক্ষেপ]

সুধন্বা। [বাণ ছেদন করিয়া] এই দেখ, অর্জ্জুন! তোমার বাণ ছিন্ন হ'য়ে ভূতলশায়ী হ'লো।

অর্জ্জুন। সখা! সখা! একি কর্‌লে? ত্রিলোক জয় ক'রে এসে, শেষে অর্জ্জুনকে বালকের হস্তে অপমান পেতে হ'ল?

কৃষ্ণ। ভয় কি সখা! ঐ দেখ, তোমার কর্ত্তিত বাণ উত্থিত হ'য়ে দ্বিগুণ তেজে সুধন্বার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

সুধন্বা। [সবিস্ময়ে] একি! একি! ছিন্নবাণ দ্বিগুণ প্রভা বিস্তার ক'রে বায়ু-বেগে আমার দিকে ধাবিত হ'চ্ছে! বাণের মুখ হ'তে অনর্গল অগ্নি-শিখা নির্গত হচ্ছে! আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য! ছিন্ন বাণের এত তেজ! ও আবার কি! বাণের মুখে স্বয়ং নির্ব্বাণদাতা অবস্থান করছেন! [করযোড়ে] হরি হে! তোমার একি লীলা? আমি অধম অজ্ঞান, আমার সঙ্গে তোমার একি ছলনা? ছলনাময়! গলা পেতে দিলাম, তোমার চির-সখা অর্জ্জুনের বাঞ্ছাই পূর্ণ হ'ক্! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! [পতন]

গীত।

শমন-বাধা-দমন রাধা-রমণ মনোমোহন। (হে)
দীনজন-বন্ধু কৃপা-সিন্ধু ভব মোচন॥
(আমি বিফলে দিন হারাইলাম, বল হরে কৃষ্ণ হরে হরে)
হে নন্দ-কুলচন্দ্রমা বিবন্ধবারি দামোদর,
বিস্তার করুণা-প্রভা নিস্তার হে মুরহর,
নরক-দুঃখ-বারক পাপ-হারক হরে নারায়ণ॥
(হরে রাম রাম হরে হরে, আমি নাম-ব্রহ্মের শরণ নিলাম)॥

গর্ভ-বাসে সর্ব্বজ্বালা-খর্ব্বকারী দানবারি,
ভব-সেবিত ভব-ধব মাধব ভব-কাণ্ডারী
হে জীবগতি যাদবপতি দুর্গতি-বিনাশন
(আমি আর চরণ ছাড়্‌ব না হে, বল কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে)

অর্জ্জুন। হায়! হায়! আমি কি কর্‌লাম! আজ এমন ভক্তের শিরশ্ছেদ কর্‌লাম! আহা! ছিন্নমুণ্ড উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি ব'লে ডাক্‌ছে। হরি হে! আমি কোন্ পুণ্য অর্জ্জন কর্‌তে এসে এমন সাধকের জীবন সংহার ক'রে মহাপাপে লিপ্ত হ'লাম? আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হবে? ছার অশ্বের জন্য হায়, আমি কি কর্‌লাম!

কৃষ্ণ। সখা! আর আক্ষেপ কর্‌লে কি হবে, এতে তোমার আমার দোষ কি? এ সব নিয়তির ঘটনা। বিশেষতঃ সুধন্বাই ইচ্ছা ক'রে আমাদের শত্রুতা করেছিল।

অর্জ্জুন। হায় সখা! এরূপ মর্ম্মভেদী দৃশ্য আর কত দেখ্‌তে হবে?

কৃষ্ণ। সুধন্বা আমার পরম ভক্ত; ওর মস্তক এখানে শকুনি গৃধিনী ভক্ষণ করবে, তা' আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না। যে মুখে আমাকে হরি হরি ব'লে ডেকেছে, আমি কেমন ক'রে সেই মুখ শৃগাল কুক্কুরকে খেতে দেবো? গরুড়কে স্মরণ করি, গরুড় দ্বারা সুধন্বার মুণ্ড প্রয়াগ-তীর্থে পাঠাব।

গরুড়ের প্রবেশ।

গরুড়। প্রভো! কি জন্য দাসকে স্মরণ কর্‌লেন?

কৃষ্ণ। গরুড়, তুমি সুধন্বার মুণ্ড প্রয়াগের নীরে নিক্ষেপ ক'রে এস।

গরুড়। যথা আজ্ঞা। [সুধন্বার মুণ্ড লইয়া প্রস্থান।

কৃষ্ণ। সখা! আমরাও প্রস্তুত থাকি গে চল, সুধন্বার ভ্রাতা সুরথ বোধ হয়, অতি শীঘ্রই প্রবল বিক্রমে আমাদের সম্মুখীন হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

প্রয়াগ-তীর্থ।

মুণ্ডহস্তে গরুড়ের প্রবেশ।

গরুড়। প্রভুর আদেশ—সুধন্বার মুণ্ড প্রয়াগের নীরে নিক্ষেপ করতে হবে; কিন্তু এমন ভক্তের মুণ্ডকে পরিত্যাগ করতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। এই মুণ্ড গ্রহণ করা অবধি আমার দেহ যেন আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠেছে; কিন্তু কি করব, প্রভুর আদেশ পালন করতে হবেই হবে। তবে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে করতে নিক্ষেপ করি। শ্রীহরি! শ্রীহরি!

নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। ক্ষান্ত হও, গরুড়; ভক্ত-মুণ্ড নীরে নিক্ষেপ ক'রো না, আমায় দাও।

গরুড়। আমার প্রভুর আদেশ অমান্য হবে; না, এ মুণ্ড আমি কারেও দেবো না।

নন্দী। তোমার প্রভুর কি আদেশ?

গরুড়। সুধন্বার মুণ্ড প্রয়াগের নীরে নিক্ষেপ করতে হবে।

নন্দী। বেশ, তুমি তোমার প্রভুর আদেশ পালন কর। তুমি উর্দ্ধ হ'তে মুণ্ড নিক্ষেপ কর, আমি এখান হ'তে ধ'রে নিই। তাতে ত তাঁর আদেশ অমান্য হবে না?

গরুড়। তা' হবে না বটে, তা ব'লে কি এমন ভক্তের মুণ্ড তোর মত ভূতকে দেবো? তুই বানর, মুক্তা-মালার আদর কি বুঝ্‌বি?

নন্দী। গরুড়, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ কর্‌বার আবশ্যক কি? তুমি যেমন তোমার প্রভুর আদেশে সুধন্বার মুণ্ড নীরে নিক্ষেপ কর্‌তে এসেছ, আমিও তেমন আমার প্রভুর আদেশে ঐ ভক্তমুণ্ড নিয়ে যেতে এসেছি।

গরুড়। তবে তোর ও আশা আর এ আসা দুইই বৃথা; এ ভক্ত-মুণ্ড কেউ পাবে না। তুই স'রে যা, আমি প্রভুর আদেশ পালন করি।

নন্দী। খগরাজ, যদি আমার কথা শোন, তা' হ'লে তোমার দ্বিগুণ পুণ্যলাভ হবে। তোমার প্রভুর আদেশ প্রতিপালনের পুণ্য; আর মুণ্ড পেলে আশুতোষ সন্তুষ্ট হ'য়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন, তাতেও মহাপুণ্য হবে।

গরুড়। আ ম'লো! এটা বড় ঝঞ্ঝাট কর্‌তে লাগ্‌ল রে? ওরে! তোর ও ভূতুড়ে বুদ্ধি হাঁড়ির ভিতর রেখে দে; আর বকিয়ে মারিস্ নে, যে মুখে এসেছিস্, সেই মুখে চ'লে যা।

নন্দী। গরুড়, আমার প্রভুর আদেশ—সুধন্বার মুণ্ড কোনরূপে নিয়ে যেতে হবে। এখন ঐ ভক্ত-মুণ্ড নীরে নিক্ষেপ করা তোমার যেমন একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঐ মুণ্ডকে নিয়ে যাওয়া আমারও তেমনি একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাই বল্‌ছি, তুমি মুণ্ডটি আমায় দাও, তা' না হ'লে পশুপতি আমার প্রতি বড় রুষ্ট হবেন।

গরুড়। তোমার পশুপতি রুষ্ট হবেন, তাতে আমার কি?

নন্দী। তিনি কি শুধু আমার প্রতিই রুষ্ট হবেন, তা' হ'লে তোমার প্রতিও হবেন।

গরুড়। না, হাসালি বটে! শিব যদি আমার প্রতি রুষ্ট হন্, তা' হ'লেই আমি রসাতলে গেলাম আর কি!

নন্দী। বৈনতেয়! পূর্ব্বাপর ভেবে কথা বল। যজ্ঞেশ্বরকে উপহাস! তিনি কে তা' জান?

গরুড়। তা' আর জানি না রে? তিনি তোদের মত যত ভূতের সর্দ্দার। কোনও গুণ নাই ব'লে বিধাতা তাঁর কপালে আগুন দিয়েছেন। আর বুড়োর মরণ নাই তাই ঠাট্টা ক'রে লোকে মৃত্যুঞ্জয় বলে। তবে তাঁর অদৃষ্টকে ধন্য মানি যে বিষপানেও মৃত্যু হ'ল না। লোকে যে সর্পকে দেখ্‌লে ভয়ে আকুল হয়, সেইগুলো আবার তাঁর ভূষণ। জগতের সবারই সখ্ আছে, তাঁর কিন্তু এখন সখ্ নাই যে, একটা সোনার অলঙ্কার ধারণ করেন, তিনি কিনা ছাই মাখেন! আর আশ্চর্য্যের মধ্যে করেছেন কিনা—অনঙ্গটাকে রাগে ভস্মীভূত ক'রে অঙ্গহীন করেছেন। আর যে ভূতের জ্বালায় মানুষ সংসারে একদণ্ড শান্তি পায় না, তিনি সেইগুলোকে বশ ক'রে ভূতনাথ হয়েছেন। লোকে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করে, তাঁর দিবানিশি দ্বন্দ্ব। অপরন্তু তিনি এমনি নির্লজ্জ, এমনি নির্ঘৃণ যে, ভার্য্যারা তাঁকে সরল দেখে তাঁর বুকে আর মাথায় উঠে গেছে; তাতে তিনি কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না। তার পর দেবতারা সকলেই নিজ নিজ মনোমত বাহন গ্রহণ কর্‌লেন, তিনি সকলের পরিত্যক্ত বৃষকে বাহন কর্‌লেন। ভয়—পাছে কারও সঙ্গে কলহ কর্‌তে হয়। পুরুষ মাত্রেই সাহসী, তাঁর কিন্তু এমন সাহস হয় না যে, তিনি নিজের প্রাপ্যধন বুঝে নেন্; তিনি সে সবের উপর বিরাগ ক'রে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন। আর লোকে যা কর্‌তে পারে না—সেই পিণাকী, বীণা কি বাঁশী ছেড়ে বিষাণ বাজান্। তাঁর রাশি হাল্কা পেয়ে বনিতা হ'য়ে স্বামীর কাছে উলঙ্গ হ'য়ে নৃত্য করে। নন্দি, তোর চেয়ে তোর পশুপতির গুণ আমি ভালরূপ জানি।

গীত।

জানি নন্দি! জানি রে তোর ত্রিলোচনে।
ভাং ধূতুরা পানে বিভোর, রত সদা কুবচনে॥

চিতা-ভস্ম মাখি অঙ্গে, প্রমথ পিশাচ সঙ্গে,
ভ্রমণ করে নানা রঙ্গে, কুপ্রসঙ্গের আলোচনে।
এ হেন সুবিধি আছে কোন্ পুস্তকে,
পত্নীর চরণ বক্ষে ধারণ, পত্নী মস্তকে,
রথ কিম্বা গজ বাজী, সুন্দর বাহন ত্যজি,
বৃদ্ধ বৃষভ ভজি, সুখী হয় শ্মশান-ভবনে !

নন্দী। গরুড়, তবে কি তুমি মুণ্ড দেবে না ?

গরুড়। কিছুতেই না।

নন্দী। খগেশ্বর ! ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হ'য়ো না।

গরুড়। তোর মত ভূতের কাছে আমি নীতি শিখ্‌তে আসি নি।

নন্দী। শোন তবে শেষ কথা জানাই তোমায়,
সহমানে যদি মুণ্ড না কর প্রদান,
আপন বিক্রমে আমি করিব গ্রহণ।

গরুড়। গাঁজার মৌতাৎ বুঝি লাগিয়াছে বেশি,
দেখিছিস্ সুখ-স্বপ্ন খেয়ালের ঘোরে !
এ নয় শ্মশান, মূর্খ ! ভূতের আবাস।
পুণ্যের প্রয়াগধাম ধরাধন্য ইহা,
সাবধানে উচ্চ কথা উচ্চারিস্ মুখে।

নন্দী। এত অহঙ্কার কেন বিহঙ্গ ঈশ্বর ?
নন্দী করে সব দর্প চূর্ণ হবে তব।
হয়—দাও ভক্ত-মুণ্ড সখ্যতায় মোরে,
নহে এস বীরদর্পে মাতহ সংগ্রামে।

গরুড়। ভূত তুই—তোর সঙ্গে কিসের সমর ?
কত রণশিক্ষা তোর, কত বা যোগ্যতা ?

চিরকাল গোঁয়াইলি বলদ হাঁকায়ে,
ধুতুরা সংগ্রহ করি সিদ্ধি ঘোঁটা কাজে,
সমরের নীতি, মূর্খ! কি জানিস্ তুই ?
ত্রিলোকবিজয়ী আমি, কৃষ্ণের বাহন,
তোর সঙ্গে সাজে কি রে আমার সংগ্রাম ?

নন্দী। হনু করে যেই দশা হয়েছিল তব,
মম করে সেই দশা হইবে আবার।

গরুড়। আয় তবে মাত্, মূঢ়! প্রাণপণ তেজে,
দুরাশার পাপ-তন্দ্রা ভঙ্গ করি তোর।

[উভয়ের যুদ্ধ]

শিবের প্রবেশ।

শিব। গরুড়, ক্ষান্ত হও ; নন্দি, ক্ষান্ত হ’ ; হাঁরে! আমি কি তোকে যুদ্ধ কর্‌তে পাঠিয়ে দিলাম ? পরের দ্রব্য তার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হয়, এমন বিবাদে প্রয়োজন কি ? গরুড়, তুমিও কি অজ্ঞান হ’লে ? সামান্য বিষয়ের জন্য এ যুদ্ধের অভিনয় কেন ? কে কা’র সঙ্গে যুদ্ধ করছ তা’ কি একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল না ?

নন্দী। আমি অনেক চেয়েছি, যখন গরুড় কিছুতেই দিলে না, তখন তোমার আদেশ পালন কর্‌বার জন্য অগত্যা আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হ’ল।

শিব। তুই গরুড়ের কাছে ভিক্ষা চাইলি নে কেন, তাতেই কোন্ অখ্যাতি হ’ত! শঙ্কর চিরভিখারী, তা’ কে না জানে ?

নন্দী। [স্বগত] তা ব’লে গরুড়ের কাছে ভিক্ষা কর্‌তে হবে ?

শিব। গরুড়, দাও বাপ্, সুধন্বার মুণ্ড আমাকে দাও। যদি নন্দীর কথায় তোমার ক্রোধ হ’য়ে থাকে, আমায় দেখে সব ভুলে যাও।

আমি তোমার নিকট ভিক্ষা কর্‌ছি, আমাকে ভিক্ষাস্বরূপ ঐ ভক্ত-মুণ্ডটী প্রদান কর। অকিঞ্চন কাঞ্চন পেলে যেমন আকিঞ্চন ক'রে রেখে দেয়, ঐ মহাবাঞ্ছার দ্রব্যটী আমিও তেমনি সযত্নে গলদেশে ধারণ কর্‌ব। গরুড় রে! এ মুণ্ড কি মকর-হাঙ্গরকে দিবার যোগ্য? তোমার প্রভু নিতান্ত পাষাণ, তাই পাষাণে বুক বেঁধে এমন সাধকের মস্তক নীরে নিক্ষেপ কর্‌তে বলেছে। গরুড় রে! এই মুণ্ড নিয়ে আমি সব ভুলে যাব—আবার সংসার ছেড়ে শ্মশানবাসী হ'ব। দাও বাপ্! মুণ্ডটী দাও। [মুণ্ড লইয়া] সুধন্বা রে! তোর মুণ্ডকে পেয়ে আমি তোকে পেয়েছি ব'লেই বোধ হচ্ছে। বল্, আর একবার মুখে হরি হরি বল্। তোর মুখের মধুর হরিধ্বনি শুন্‌ব ব'লে আমি কৈলাস ছেড়ে উন্মাদের মত ছুটে এসেছি। একবার তেমনি ক'রে হরি হরি ব'লে ডেকে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর্। সুধন্বা রে! ভক্ত-সঙ্গ পেলে শঙ্কর আর কিছু চায় না। ভক্তের জন্যই আমি সর্ব্বত্যাগী, ভক্তের জন্যই আমি সংসারী হ'য়েও বিরাগী; বল্—বল্—সুধন্বা! তেমনি ক'রে উচ্চৈঃস্বরে আর একবার মুখে হরি হরি বল্। তপ্ত মৃত্তিকা যেমন বারি-সিঞ্চনে শীতল হয়, তোর ভক্তিমাখা হরি-ধ্বনি শ্রবণ ক'রে আমার চির অশান্ত প্রাণও তেমনি শীতল হবে।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। দাও শঙ্কর, ভক্ত-মুণ্ড আমাকেও একবার দাও, বুকে রেখে আমিও প্রাণ শীতল করি।

শিব। আর কেন হরি, আর মায়া কেন? যা'দের জন্য এমন সরল ভক্তি-বৃক্ষটীকে অসময়ে সংসার-কানন হ'তে নির্ম্মম ছলনায় উৎপাটিত কর্‌লে, তোমার সেই সখা পাণ্ডবদের কাছে যাও, আর কপটতা ক'রে মায়া দেখাতে হবে না। এইমাত্র যে এমন মহামূল্য

রত্নকে জলে ফেলে দিতে গরুড়কে আদেশ দিলে, তবে ত্যক্ত বস্তুকে কোন্ লজ্জায় গ্রহণ কর্‌তে এলে ?

কৃষ্ণ। শঙ্কর, আর লজ্জা দিয়ো না। একে ভক্তশোকে দেহ জর জর, তার উপর আর বাক্যবাণ হেনো না। দাও, আমার ভক্তের মুণ্ড আমাকেও একবার দাও, আমি বুকে রেখে একবিন্দু অশ্রুজল ফেল্‌ব। [মুণ্ড লইয়া] সুধন্বা রে! ডাক্—আর একবার তুই মুখে হরি হরি ব'লে ডাক্। ওরে! এমন মিষ্টস্বর আমি অনেক দিন শুনি নি। সুধন্বা রে! এই যে আমি তোর কপট হরি, তোর মত গুণের প্রতিমাকে অকূল সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে তীরে ব'সে কাঁদ্‌তে এসেছি। সুধন্বা, তুই আবার আমাকে তেমনি ভক্তিমাখা স্বরে কপট হরি ব'লে ডাক্। ওরে আমি বড় পাষাণ রে! বড় পাষাণ; তা' না হ'লে কে কোথা এমন ভক্তের সংহারসাধনে সহায়তা করে? সুধন্বা রে! আর আমি অর্জ্জুনের কাছে যাব না, তোর কাছে বাঁধা হ'য়ে থাক্‌ব। এ সংসারে তোর মত এমন ভক্ত আমার কে আছে! কেন সুধন্বা, নীরব হ'য়ে কেন? তুই যে আমার দর্শন আশায় বিরলে ব'সে কত কেঁদেছিস্, একবার নয়ন মিলে দেখ্, তোর সেই সাধনার ধন হরি তোকে কোলে নিয়ে নয়নজলে ভাস্‌ছে। ডাক্, সুধন্বা, তুই একবার চাঁদমুখে আমাকে আমার হরি ব'লে ডাক্।

গীত।

আমার হরি কোথায় ব'লে একবার আমায় ডাক্ রে।
মলিন ক'রে চন্দ্রবদন, মৌন কেন সুধন্বাধন,
শুনে তোর মধুর সম্বোধন, আমার জীবন জুড়াক্ রে॥
ভক্ত আমার প্রাণসম, ভক্ত আমার প্রিয়তম,
ভক্ত আমার আজ্ঞাকারী, আমি ভক্তের হিতকারী,
বল রে ভক্ত হরি হরি, আমার সকল জ্বালা যাক্ রে॥

শিব। জনার্দ্দন! সুধন্বা সুধন্বা ব'লে বার-কয়েক কেঁদেই ত তোমার শোকের শান্তি হয়েছে? দাও, একবার ভক্ত-মুণ্ড আমাকে দাও। তুমি ত্রিলোকের রাজা, তোমার এ সামান্য বস্তুতে কি কাজ হবে? জগতে তোমার অনেক ভক্ত, তুমি ইচ্ছা কর্‌লে এই রকম ক'রে শত শত ভক্তের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়ে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌তে পার্‌বে। আমি দরিদ্র, এই আমার মহারত্ন। দেখ, এই ভক্ত-মুণ্ডের জন্য ভূতনাথ কৈলাস পরিত্যাগ ক'রে আকুল-প্রয়াসে ছুটে এসেছে। গৃহস্থ দরিদ্রকে একমুষ্টি চাল দিলে সে যেমন অতি যত্নে গ্রহণ করে, এই সাধকের মুণ্ডটিও আমি তেমনি পরম আদরে গ্রহণ কর্‌ব।

কৃষ্ণ। শঙ্কর, এই সর্ব্বগুণবান্ ভক্তের বিনাশে আমার ভক্তসখা নামে কলঙ্ক হ'ল।

শিব। লোকে একটী পাখীকে মার্‌তে বা মারাতে কাতর হয়, কামার কিন্তু অকাতরহৃদয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিষকে বলি দিতেও কিছু-মাত্র ব্যথা অনুভব করে না। তা' হরি, ভক্ত সংহার করা আর করান যে তোমার ব্যবসা; এতে তোমার লজ্জা কি? এ কাজ ত অর্জ্জুন করে নি, প্রকারান্তরে তুমিই করেছ। ভেবে দেখ দেখি, পাষাণ, এত দিন ধ'রে তুমি এইরূপে কত ভক্তের সংহার সাধন করেছ?

কৃষ্ণ। কি কর্‌ব, মহেশ্বর! তা' না হ'লে যে পাণ্ডবের অশ্বমেধ পূর্ণ হবে না।

শিব। হাঁ হে বিশ্বময়! তা' ব'লে কি অশ্বমেধের জন্য ভক্তমেধের অনুষ্ঠান কর্‌বে? কেন হরি! পাণ্ডবগণের এমন পুণ্যসঞ্চয় কোন্ অভাবে? যারা সর্ব্বপুণ্যদাতা ভগবান্‌কে সখ্যতাপাশে আবদ্ধ করেছে, তা'দের আর পুণ্যের অভাব কি?

কৃষ্ণ। শঙ্কর, শুধু তা'দের পুণ্যের জন্যই কি অশ্বমেধের অনুষ্ঠান?

জগতে এখনও অনেক ক্ষত্রিয়, অনেক দুষ্ট জীবিত আছে—তা'দের বিলয় সাধন না করতে পার্‌লে পৃথিবীর ভার মোচন হবে না।

শিব। তাই যদি তোমার অভিপ্রায়, তবে কংসারি! তুমি সংসারী হ'য়ে নিজেই একটী বিশাল বংশের সৃষ্টি করেছ কেন?

কৃষ্ণ। মহেশ্বর! অচিরেই দেখ্‌তে পাবে, সেই বিপুল যদুবংশও ধ্বংসমুখে পতিত।

শিব। এর চেয়ে নির্দ্দয়তার আর কি পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। হা নির্ম্মম! এই সব মর্ম্মভেদী শোকের দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যই কি তোমার কৃষ্ণ-অবতার? সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগেই সমভাবে কাঠিন্যের অভিনয় ক'রে এখনও কি তোমার হৃদয়ের একটুও অবসন্নতা ঘটে নি? আর তোমাকে এ কথা ব'লেই বা ফল কি? প্রস্তরকে কঠিনতার জন্য নিন্দা করা বৃথা। তোমার খেলা তুমিই খেল্‌লে। এখন আমাকে সুধন্বার ছিন্ন-মুণ্ড দাও, আমি পরম যত্নে গলদেশে ধারণ করি।

কৃষ্ণ। এই নাও, শঙ্কর! আমি ভক্তের এমন দশা আর দেখ্‌তে পারি না। [শিবকে মুণ্ডপ্রদান]

শিব। তবে এমন কাজ কর্‌লে কেন?

কৃষ্ণ। বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাতে কোমল লতাও দগ্ধ হয়। কি করব ভোলানাথ, সকলেই যে নিয়তির অধীন। যাও শঙ্কর, তুমি কৈলাসে যাও, আমিও দ্বারকায় যাই। পাণ্ডবের সঙ্গে থাক্‌লে অনেক শোকের দৃশ্য দেখ্‌তে হবে। গরুড়, আমাকে দ্বারকায় ল'য়ে চল্।

[গরুড় সহ প্রস্থান।

নন্দী। আমরা তবে আর এখানে দাঁড়িয়ে কি কর্‌ব? চল, কৈলাসে যাই।

শিব। নন্দি রে! আর আমি কৈলাসে যাব না, যে জন্য শঙ্কর

চির উন্মাদ, আজ সেই ভক্ত-মুণ্ড নিয়ে পুনর্ব্বার শ্মশানবাসী হ'ব। পাগল ভোলা আবার পাগল হবে।

যা তুই নন্দি! সে কৈলাসপুরে,
কৈলাসেশ আর সেথা যাবে না রে!
শুধালে পার্ব্বতী, বলিস্ তাহারে,
আর সে ত্র্যম্বক আসিবে না ফিরে,
কৈলাসের মায়া ক'রে অবসান,
আবার পাগল হয়েছে ঈশান।
ত্যজিয়াছে কৃত্তি, প্রেত-কীর্ত্তি আর,
ত্যজেছে শঙ্কর আহার বিহার,
ত্যজেছে শোকেতে সাধের সংসার,
বিল্বপত্ররাশি চায় না'ক আর,
ত্যজেছে পিণাক, ত্যজেছে বিষাণ,
আবার পাগল হয়েছে ঈশান।
মহামূল্য রত্ন পেয়েছে ভিখারী,
কাটামুণ্ড মুখে বলে হরি হরি,
সকলের কথা গেছে তাই ভুলে,
হাড়মালা গলে ফেলিয়াছে খুলে,
ভাবের আবেগে গিয়েছে শ্মশান,
আবার পাগল হয়েছে ঈশান।

[প্রস্থান।

নন্দী। ত্যজেছে পিণাক, ত্যজেছে বিষাণ,
আবার পাগল হয়েছে ঈশান!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নারীরাজ্য—উপবন।

মানবকের প্রবেশ।

মানবক। বা, বা, কি সুন্দর বাগান! চারিদিকে রাশি রাশি ফুল ফুটে আছে। গন্ধে যেন পাগল ক'রে দেয়। গোলাপ, চাঁপা, বেল, রকম যে কত, তা' কে গণ্‌তে পারে? আর যেখানে কলি, সেইখানেই অলি। দেখ, বুদ্ধি শিখ্‌তে হয় ত ভ্রমর ভায়ার কাছে। যেমনি ফুল ফুটেছে, অমনি এসে জুটেছে, অমনি মধু লুটেছে, তার পর ছুটেছে— কেমন রসিকতা দেখ না! মনটা অমন সরল ব'লেই ত ঈশ্বর ওকে কোনও অভাবে রাখে নি। সে যাই হ'ক্, এত বড় বাগান, কেবল ফুলই দেখ্‌ছি, এখানে কি ফলের গাছ নাই? একটু ঘুরে-ঘারে দেখ্‌ব না কি? হাঁ, ঐ যে নিকটেই নানা জাতি ফলের গাছ দেখা যাচ্ছে; তাই ত বলি, বিধাতা এমন সুখের বাগান সৃজন ক'রে, গোটা কয়েক ফলের গাছ না দিয়ে কি নিন্দার ভাগী হবেন? আহা! ফলের শোভা আবার উপমার অতীত। মনে হয়, সকল ছেড়ে এই বাগানেই বাস

করি। মানুষ-জন্ম পরিত্যাগ ক'রে, পাখী হ'য়ে দিবানিশি ঐ ফলের রসাস্বাদ গ্রহণ করি। ঐ যে তাম্রবর্ণ আম্রগুলি দেখা যাচ্ছে, ও কেবল সুধার ডেলা মাত্র। অনেকে ওকে চূত ফল বলে। কিন্তু কি জন্য যে ওর নাম চুত ফল, তা' কেউ জানে না। স্বর্গের সুধা জমাট আকারে স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্ত্ত্যে চূত নামে অভিহিত হয়েছে। আর ঐ যে চম্পক-কান্তি বেলগুলি দেখ্ছ, ওগুলি যেন মিষ্টতার আকর। ওর প্রকৃত নাম ত্রিফল। বিধাতা ওর নাম ত্রিফল রেখেছিলেন, লোকে পড়্তে না পেরে ত্রিকে শ্রী ক'রে ফেলেছে। মুখরোচক, সারক আর ধারক এই তিন গুণের আধার ব'লে বেলকে ত্রিফল বলে। আর শ্রীকে যদি ফলের বিশেষণ ক'রে দেওয়া যায়, তা' হ'লে ঠিকই হয়েছে। ওদিকে আবার কাঁটাল বন। কাঁটাল একটু আঠাল বটে, ওর কোষগুলি কিন্তু মধুর রসে পরিপূর্ণ। ওদিকে আবার কদলী বন। পাকা কলাগুলির বর্ণ দেখ্লেই জিহ্বা রসে আপ্লুত হ'য়ে ওঠে। শুনেছি, মা লক্ষ্মী ক্ষীরের পিঠে গড়েছিলেন; একটা বিড়াল তার একটা পিঠে চুরি ক'রে পাঁশগাদায় ফেলে দেয়, সেই পিঠে থেকে গাছ উৎপন্ন হ'য়ে কদলী নামে আখ্যাত হয়েছে। তা কদলীকে ক্ষীরের পিষ্টক বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। আর আর কত রকমের ফল পেকে আছে; যাই, এই বেলা মনের সাধে দু'-চারটে বদনে তুলে দিই গে।

[প্রস্থান।

ক্ষণপরে পুনঃ প্রবেশ।

হেউ, হেউ, মিষ্ট ব'লে মিষ্ট, সুধা কোথা লাগে! মনের সাধে খেয়েছি, আর রাস্তার জন্য এক কোঁচড় সংগ্রহ ক'রে নিয়েছি। তাইত — যার বাগান, সে দেখ্লে কিছু বল্বে না ত? ভোগ্য জিনিষ ভোগ করব, তাতে আর অন্যায় কি? এ সব ত জীবের খাবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।

পাণ্ডবদের ঘোড়া রাখ্‌তে এসে এতদিনের পর কিছু তৃপ্তি পেলাম। তাই ত যে গোগ্রাসে খাওয়া গেছে, আর ত একপাও নড়্‌তে পার্‌ছি না; এখন ঐ শিউলীতলায় প'ড়ে প'ড়ে একটু জাবর কাটা যাক্। [শয়ন]

গান করিতে করিতে নারীগণের প্রবেশ।

নারীগণ।— গান।

হাস লো স্বভাবসতী হাস লো!
সঙ্গীত মুখরিত, মন্দার সুরভিত,
মন্দ মলয়ানিলে তোষ লো॥
পিককুলকুহরিত, মধুপ গুঞ্জরিত,
মঞ্জু কুঞ্জ ল'য়ে এস লো॥
বনফুলশোভিনী ভাবুকবিমোহিনী,
ভুবনমোহিনী সেজে ব'সো লো॥

বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। বা, বা, বেশ লাগিয়েছিস্! তোদের গান শুনে আমি ছুটে এলাম। গা, আবার গা।

নারীগণ।— [পূর্ব্বোক্ত গীতাবশেষ]

পূর্ণিমা-শশধর-কিরণবিনিঃসৃত,
ঢাল' ঢাল' পূত পীযূষ লো,
অশান্ত চিতখানি, শান্ত করিতে ধনী,
বসন্ত সুষমা বিকাশ লো।

মানবক। বা, বা, কেমন ফচ্‌কে ফচ্‌কে ছুঁড়ীরা নেচে নেচে গান কর্‌ছে দেখ।

বাসন্তী। দেখ্, তোদের যে মিষ্টস্বর, শুন্‌লে এখনি নাগর এসে জুটে যাবে।

নারীগণ। এলে ত আগে তোমার কাছে যাবে! ভ্রমর কি কমল ছেড়ে শিমুলের কাছে যায়?

মানবক। [স্বগত] মাগীগুলো নাগর নাগর ক'রে মরছে, এখানে যে প্রেমের পদ্মরাগ প'ড়ে আছে, তা' কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছে না।

বাসন্তী। তাই ত, তোদের এমন যৌবনটা বৃথায় গেল!

১ম নারী। চালুনী বলে ছুঁচ্‌কে—তোর তলায় কেন ছেঁদা! বাসন্তী দিদি, তুমিই কোন্ সুখে নাগর নিয়ে দিন কাটাচ্ছ?

বাসন্তী। থাক্, আর অত রসিকতা ক'রে কাজ নাই, শুন্‌লে সকলে ঠাট্টা করবে; বল্‌বে, মাগীগুলো প্রেমে পাগল হ'য়ে গেছে।

মানবক। [স্বগত] আমি পুরুষ মানুষ প'ড়ে প'ড়ে সব শুন্‌ছি।

২য় নারী। তা' বাসন্তী দিদি! আমাদের যেমন তেমন, তোমার দিন কি এমনি ক'রেই যাবে? দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমার রূপ-নদীতে প্রেমের ভাটা প'ড়ে গেল যে!

মানবক। [স্বগত] ঐ ভাটায় আমিও ভেসে পড়্‌ব না কি?

বাসন্তী। আবার সময় হ'লে জোয়ার আস্‌বে।

২য় নারী। তাতে দুকূল ভাসিয়ে না দেয়!

মানবক। ছুঁড়ীরা সব প্রেমের কথায় মেতে গেছে; আমি এই বেলা একপাশ দিয়ে স'রে পড়ি।

[পলায়নোদ্‌যোগ ও বাসন্তী কর্ত্তৃক ধৃত হওন]

বাসন্তী। কি ঠাকুর! পালাও কোথা?

মানবক। আহা, আমি ব্রাহ্মণ, আমার সঙ্গে কি রসিকতা করতে আছে?

বাসন্তী। তুমি পুরুষ মানুষ, আমাদের রাজ্যে কেন?

মানবক। রাস্তা ভুলে এসে পড়েছি।

বাসন্তী। যাচ্ছিলে কোথা ?

মানবক। আমাদের ঘোড়া যেদিকে গেছে।

বাসন্তী। তোমার কোঁচড়ে ওগুলো কি ?

মানবক। কিঞ্চিৎ ফল।

বাসন্তী। পেলে কোথায় ?

মানবক। আহা—ছেড়ে দাও না গা !

বাসন্তী। ফল কোথায় পেলে, তার উত্তর দাও, তবে ছাড়্ব ; আমাদের বাগান থেকে নাও নি ত ?

মানবক। আহা, অমন করিস্ কেন ; ব্রাহ্মণ দুটো নিলেই বা, দোষ কি ?

বাসন্তী। তুমি না ব'লে কেন নিলে ?

মানবক। তখন কি কেউ ছিল ? এই ত তোরা সব ডানা মিলে উড়ে এলি।

বাসন্তী। তোমাকে আমি ছাড়্ব না—চল আমাদের রাণীর কাছে নিয়ে যাব। আমরা তোমার উপর চুরির দাবী দেবো।

মানবক। আঃ—কি মুস্কিলেই পড়্লাম গা ! এই নে বাপু, তোদের ফল।

বাসন্তী। যেগুলো খেয়েছ ?

মানবক। সকাল বেলা বাঁশবনে যাস্, দিয়ে দেবো-এখন।

বাসন্তী। তোমার নাম কি ?

মানবক। ছেড়ে দে, তোকে আশীর্ব্বাদ কর্ছি।

বাসন্তী। কি আশীর্ব্বাদ শুনি না ?

মানবক। তোর একটী গুণবান্ পুত্র-সন্তান হ'ক্।

বাসন্তী। আহা ঠাকুর! বেশ আশীর্ব্বাদ করেছ, আমার যে এখনও বিয়েই হয় নি?

মানবক। তবু হবে, তুই দেখিস্।

বাসন্তী। না, তোমাকে ছাড়্‌ব না; তুমি পুরুষমানুষ নারী-রাজ্যে এলে কার হুকুমে?

মানবক। তোরা বলিস্ ত, আমি আমার মত একপাল পুরুষ এনে হাজির ক'রে দিতে পারি।

বাসন্তী। শেষে গাছপালা শুদ্ধ ভ'রে যাবে না ত?

মানবক। না, না, তোদের কচু বেগুণের কোনও অনিষ্ট হবে না।

বাসন্তী। ঠাকুর! তোমার বিয়ে হয়েছে?

মানবক। কি আপদ্! না, না, আমি ব্রাহ্মণ, ও সকলে বীতস্পৃহ।

বাসন্তী। চল, আজ তোমাকে দণ্ড নিতে হবেই হবে।

মানবক। আহা, ব্রাহ্মণের সঙ্গে কি রহস্য করতে হয়? তোরা যা, আমি তোদের রাণীকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, যেন এয়ো হয়।

বাসন্তী। তাই ত ঠাকুর, তোমার আশীর্ব্বাদের শিলাবৃষ্টি হ'তে লাগল্ যে? আমাদের রাণী অনূঢ়া, তা' বুঝি জান না?

মানবক। বিবাহ হবে ত?

বাসন্তী। কার সঙ্গে?

মানবক। তা কি কেউ বল্‌তে পারে? তবে আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোদের রাণী শীঘ্রই বিবাহিতা হ'ক্।

বাসন্তী। তুমি মন্ত্র বল্‌বে ত?

মানবক। সে সময় যদি থাকি, আল্‌পনা শুদ্ধ দিয়ে দেবো।

নারীগণ। আমাদের বাসন্তী দিদির?

মানবক। সবার হবে—সবার হবে।

নারীগণ। আমরা তবে তোমাকে বিয়ে কর্‌ব।

মানবক। কি মুস্কিল! তোরা আমাকে বিয়ে কর্‌বি? একটা রাখাল কি এতগুলো গাই চরাতে পার্‌বে?

১ম নারী। তবে আমাদের যাকে পছন্দ হয়, সেই তোমার ব্রাহ্মণী হবে। না ঠাকুর! তুমি শ্যাম হবে, আমরা গোপিনী, তোমাকে এম্‌নি ক'রে ঘেরে দাঁড়াব।

মানবক। তোরা যদি অমন জ্বালাতন করিস ত, আমি কালীদহে ঝাঁপ দেবো।

নারীগণ। আর তুমি ননী চুরি ক'রে খাও ব'লে তোমাকে এম্‌নি ক'রে বাঁধ্‌ব।

মানবক। আমি তা' হ'লে মা মা ব'লে কাঁদ্‌ব।

নারীগণ। আবার তুমি জ্বালাও ব'লে, আর আমরা তোমার কাছে যাব না।

মানবক। আমি তা' হ'লে [উদর নাড়িতে নাড়িতে] এমনি ক'রে অভিমান কর্‌তে কর্‌তে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে চ'লে যাব। [প্রস্থান।

বাসন্তী। চল, তবে আমরাও জাল গুড়িয়ে ঘরে যাই।

নারীগণ। একটা চুনো পুঁটীও কি পড়্‌বে না?

বাসন্তী। পাঁচদিন পাত্‌তে পাত্‌তেই প'ড়ে যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রমীলা ও বীরার প্রবেশ।

প্রমীলা। দেখ্ বীরা, দেখ্ বীরা, আজি উপবনে
হাসি হাসি কত ফুল রয়েছে ফুটিয়া!
গোলাপ চম্পক বেল মল্লিকা মালতী,
আহা, কি সুন্দর শোভা করেছে ধারণ!

মৃদু অচঞ্চল গতি মলয় পবন
চারিদিকে ছড়াইছে ফুলের সুবাস।
গন্ধেতে আকুল হ'য়ে শিলীমুখ যত
ধাইছে সমীরভরে আবেশে বিভোর,
আহরিতে প্রস্ফুটিত প্রসূনের মধু!
ডাক্ বীরা, হেন কালে সঙ্গিনী সকলে
বিতরিয়া গীত-ধারা জুড়াক্ শ্রবণ।

নারীগণের প্রবেশ।

নারীগণ।— গীত।

কোন্ লালসায় লুব্ধ অলি ভালবাসে ফুল।
যেতে ফুল-কাননে সতত ব্যাকুল॥
প্রাণের ভাব বল্‌তে নারে, মধুরে কি গান করে,
ফুলরাণী প্রেমভরে সঁপে জাতি কুল॥
যে হাসিতে জগৎ ভোলে, মধুর ভাব আপনি খোলে,
প্রেম বিলায় ফুলে ফুলে ভূতলে অতুল॥

প্রমীলা। করগে বিশ্রাম সবে আজিকার মত।

[নারীগণের প্রস্থান

বল্ বীরা, এ রাজ্যের কোন্ কার্য্য আর
অপূর্ণ রয়েছে পড়ি' চেষ্টার অভাবে?
নারীর রাজত্ব ইহা, নারী রাজ্যেশ্বরী,
দেখিস্ শাসন কিম্বা পালনের দোষে,
কুযশ জগতে যেন না হয় প্রচার।

বীরা। প্রমীলা, কি কার্য্যে বল অক্ষম রমণী?
বিশেষ তোমার সদা তীক্ষ্ণবুদ্ধি-গুণে

অতিসুখে রাজ-কার্য্য হতেছে নির্ব্বাহ ;
পরম শান্তিতে সবে যাপিছে জীবন !
যে পুরুষ নারীগণে ভাবিয়া অবলা,
তাচ্ছিল্য সতত করে, আপন নয়নে
দেখুক্ আসিয়া সেই অহঙ্কারী মূঢ়,
কি ক্ষমতা ধরে নারী রাজত্ব পালনে !

প্রমীলা। স্থানে স্থানে জলাশয় করাগে স্থাপন,
পান্থশালা তীরে তার হউক্ স্থাপিত ।
লক্ষ্মীর কৃপায় প্রমীলার রাজ্য-মাঝে
যদিও নাহি, লো বীরা, কিছুর(ই) অভাব ;
অন্য রাজ্যবাসী যদি যায় এই পথে—
মহাসুখে থাকে যেন সে পান্থ-নিবাসে।
যশ ভিন্ন নিন্দা যাতে না হয় সংসারে,
এ হেন কার্য্যের সদা কর্ অনুষ্ঠান।
এ রাজ্যে আসিলে কেহ রাজ্যান্তর হ'তে
এরূপ আদরে যেন হয় অভ্যর্থনা,
যেখানে যাইবে অতি পুলকের ভরে
আমাদের গুণ-গীতি করে সে কীর্ত্তন।
সযতনে রণ-শিক্ষা দে অঙ্গনাগণে ;
যে কোন বিপক্ষ আসি' করিলে শত্রুতা,
মুহূর্ত্তে সকলে যেন সাজি রণ-বেশে
বীরদর্পে ধনু করে হয় অগ্রসর।
অবলা বলিয়া যেন অহঙ্কারে কেহ,
উপেক্ষা করিতে নাহি পায় অবসর !

বীরা। অতি সুশিক্ষিতা রণে রমণীনিকর।
তিলমাত্র নাহি ভয় তাদের অন্তরে।
হউক্ বিপক্ষকুল যতই প্রবল,
নির্ভয়ে হইবে তারা শত্রু-সম্মুখীন।
আসুক্ কে আছে বীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়,
দেখাবে, অবলা নহে রণেতে অবলা।

প্রমীলা। তোর মত বীরনারী শিক্ষাদাত্রী যদি,
কেন না হইবে তারা এ হেন নির্ভয়?
চিরদিন নির্ব্বিবাদে না যাইবে কাল;
জানি আমি একদিন অবশ্যই কেহ,
জয়ের প্রবল আশা ধরিয়া হৃদয়ে,
আসিবেক আক্রমিতে নারীরাজ্য ভাবি'।
তখন তখন, বীরা, চাই এই আমি,
সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সেই মূঢ়,
বাঘিনীর আক্রমণে শৃগালের প্রায়
পলায় লো উর্দ্ধশ্বাসে প্রাণভয়ে যেন—
মুখেতে মাখিয়া চিরকলঙ্কের কালি।

বীরা। নারীর শাসিত রাজ্য নারীঅধ্যুষিত
পরম শান্তির নীরে আছে নিমগন,
অবশ্যই ধরাবাসী আছে তাহা জ্ঞাত;
কিন্তু তবু কোন বীর সাহস করিয়া,
এতদিন আসে নাই শত্রুতার পথে,
বীরত্বের পরিচয় ইহাই মোদের।
কিম্বা যদি এখনই করহ আদেশ,

অসংখ্য অসংখ্য নারী খরশর-বেগে
ধরি' করে ভীম ধনু নিশিত কৃপাণ,
যেতে পারে দর্পে অন্য রাজ্য আক্রমণে।

প্রমীলা। কি কাজ রাজত্বে, আর অভাব কিসের ?
ধনরত্নখাদ্যশস্য সকলি প্রতুল।
শক্রুতা কি রণে নাহি হ'লেও কাতরা
হানাহানি নারী কভু নাহি ভালবাসে।
কামিনী আমরা বটে অদৃষ্টের দোষে,
যোগিনী-ভাবেতে সদা যাপি এ জীবন,
কি ফল মোদের, বীরা, অন্য রাজ লভি'?
তবে চাই এই শক্তি রাখিতে বজায়—
এ রাজ্য অপরে যেন না পারে জিনিতে ;
তায় যদি হয় সৃষ্ট সমর-সাগর,
ঝাঁপ দিতে পারি যেন নির্ভয় হৃদয়ে।

বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। প্রমীলা, ঘোটক এক এসেছে রাজ্যেতে ;
জয়পত্র আছে তার কপালেতে বাঁধা !
যে কথা রয়েছে লেখা অতি গর্ব্বভরে,
পড়িলে বীরের দর্পে নেচে উঠে হৃদি,
ক্রোধের শোণিত বয় শিরায় শিরায়।

প্রমীলা। বল্ শুনি, কিবা লেখা রয়েছে তাহায়।

বাসন্তী। "অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির,
অশ্বের রক্ষক ভীম পার্থ মহাবীর ;
আপন ইচ্ছায় বিচরিবে এই হয়,

যে ধরিবে পাণ্ডবের বিপক্ষ সে হয় ;
তাহারে জিনিয়া অশ্ব করিব গ্রহণ,
যার শক্তি আছে অশ্ব করুক ধারণ।"

প্রমীলা। পরীক্ষার কাল এবে সমাগত, বীরা!
সম্মুখে মিলেছে আসি যোগ্য প্রতিযোগী।
বল্ শুনি, কিবা করা উচিত এখন ?
যদি নাহি ধরি হয়, হবে অপযশ,
হীনবল নারী বলি' উপেক্ষিবে সবে ;
যদি ধরি হয়, তবে ভীম-পরাক্রমে
ভেটিবে পাণ্ডব আসি প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ;
বল্ তবে কোন্ কার্য্যে হ'বি অগ্রসর ?

বীরা। আসুক পাণ্ডবগণ, কিবা তায় ভয় ?
মিলিব তাদের সহ সমর-প্রাঙ্গণে।
বিনা রক্তপাতে গিয়া লইব শরণ,
এ হীনতা নিতান্তই অসহ্য, প্রমীলা।

প্রমীলা। যা তবে, বাসন্তি, অশ্ব কর্‌গে ধারণ।
এতদিন রণশিক্ষা করিয়াছি সবে,
যোগ্য বীর সনে আজি হবে পরিচয়।

[বাসন্তীর প্রস্থান।

চল্ বীরা, আয়োজন করি গে এবার,
অচিরে জ্বলিবে ঘোর সমর-অনল।

গীত

অতি প্রবল সমরানল জ্বাল জ্বাল অচিরে।
শাণিত কর তীক্ষ্ণ শর খরতর অসিরে,
শত খণ্ড করি দণ্ড দিতে ভণ্ড অরাতিরে।

অহঙ্কৃত প্রতি ছত্র জয়পত্র শিরে,
রঙ্গে সে তুরঙ্গে ধর, ল'জ্ঘে ধরণীরে।
দৈত্য সম চিত্ত দেখি মত্ত যুধিষ্ঠিরে,
তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ যথা রহে উচ্চ শিরে,
শাস্‌লো ত্বরা ভাস্‌লো বীরা! রণ-পয়োধি-নীরে
প্রখরতর শরনিকর প্রহার শরীরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

ভক্তদাসের প্রবেশ।

ভক্তদাস। তাই ত, আবার ঘোড়াটা কোথায় গেল? কত করে উদ্ধার করা গেল, আবার কোন্ দিকে চ'লে গেল? আমি আর কত ছুট্‌ব? ছুটে ছুটে হায়রাণ্ হ'য়ে গেছি; তায় আবার বাধা দিবার আদেশ নাই; তার যেদিকে ইচ্ছা সেইদিকেই যাবে। ভদ্রাবতীপুর ছাড়িয়ে এ আবার একটা নূতন রাজ্যে এলাম। দেখি, এখানে আবার ঘোড়া নিয়ে কি ব্যাপার ঘটে। এই ত দুটো-একটা দেশ এড়ান যাচ্ছে, এখনও কত দেশ বাকি, সকল জায়গাতেই যদি এই রকম বিবাদ ঘটে, তা' হ'লেই ত যজ্ঞ পূর্ণ হয়েছে! এমন ক'রে কত বীরকে জয় করা যাবে! আর যদি যুদ্ধ ক'রে-ক'রেই বেড়াতে হয়, তবে যজ্ঞ করবার আবশ্যক কি? যাক্, এখন ঘোড়ার সন্ধান করি; ঘোড়া রক্ষার জন্য

আমিই দায়ী। ঐ যে সেটা এইদিকেই আস্‌ছে। ও আবার কি! ঘোড়ার পেছনে পেছনে একজন রমণী ছুটে আস্‌ছে যে!

অশ্ব ও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ বাসন্তীর প্রবেশ।

ভক্তদাস। রমণি, কোথায় যাও?

বাসন্তী। ঐটাকে ধর্‌ব।

ভক্তদাস। এ ক'ম্‌লে বাছুর নয়, ঘোড়া! কার পাছু ছুট্‌ছ?

বাসন্তী। আমিই কোন্ খোঁড়া হয়েছি?

ভক্তদাস। বলি, এটাকে ধ'রে চড়্‌বে না কি?

বাসন্তী। হঁা।

ভক্তদাস। কি আব্দার রে! এ আর তোমাদের মত বেওয়ারীশ ঘোড়া নয়, যে ইচ্ছা কর্‌লেই ধর্‌বে।

বাসন্তী। তুমি কে? বাধা দিয়ো না।

ভক্তদাস। যদি দিই?

বাসন্তী। এই শাণিত অসির দিকে দৃষ্টিপাত কর।

ভক্তদাস। তাই ত, মেঘ থেকে যে বিদ্যুৎ বার ক'রে ফেল্‌লে? বলি, ঘোড়াটি কাদের, তা জান?

বাসন্তী। তা জান্‌বার আমার আবশ্যক কি? যখন আমাদের রাজ্যে এসেছে, অবশ্যই ধারণ করব।

ভক্তদাস। তবে তুমি ধারণ কর, আর আমি বারণ করি।

বাসন্তী। তবে অগ্রে অস্ত্র গ্রহণ কর।

ভক্তদাস। ঐটাই ভুলে এসেছি; তুমি একখানা দিতে পার?

বাসন্তী। আচ্ছা, এই নাও। [অসিদান] এখন বল, অশ্ব সহমানে ধর্‌তে দেবে, কি আমাকে বাহুবলের পরিচয় দিতে হবে?

ভক্তদাস। অস্ত্রখানা ত দিলে, তার পর?

বাসন্তী। সাধ্য থাকে, অগ্রসর হও।

ভক্তদাস। আচ্ছা, তাও যেন হ'লাম ; শেষে ?

বাসন্তী। শক্তির পরীক্ষা।

ভক্তদাস। তাও যেন হ'ল, তাতে ?

বাসন্তী। তুমি জয়ী হও, অশ্ব নিয়ে চ'লে যাবে ; আর আমি জয়ী হই, অশ্ব বন্ধন ক'রে নিয়ে যাব।

ভক্তদাস। ভাল কথা ; যেন তুমিই জয়ী হ'লে, আর অশ্বধারণ ক'রে নিয়ে গেলে, তার পরিণাম কি জান ?

বাসন্তী। বীর-নারী পরিণাম ভেবে বীরকর্ম্মে অগ্রসর হয় না।

ভক্তদাস। সেইজন্যই ত ব্যাধের ফাঁদে অত পাখী পড়ে।

বাসন্তী। তোমার সঙ্গে আমি অনর্থক বাক্যব্যয় করতে পারি না।

ভক্তদাস। বলি, মেজদাদার গদাটী স্বচক্ষে দেখেছ কি ?

বাসন্তী। তা' দেখ্‌বার আবশ্যক কি ?

ভক্তদাস। আহা, খানিক বাদেই যে সেটা তোমারি ঘাড়ে পড়্‌বে গা !

বাসন্তী। তোমার মেজদাদার গদার ভয় দেখিয়ে, মূর্খ! তুমি কি আমাকে অশ্বধারণে বিরত কর্‌তে চাও ?

ভক্তদাস। ঐ ত ঘোড়া সাম্‌নেই আছে, ধ'রে নিয়ে যথা ইচ্ছা গমন কর। তবে এইমাত্র ব'লে রাখি, তা'রা সাগরেও ডুব্‌তে পারে, আকাশেও উঠ্‌তে পারে। তুমি যেখানেই যাও, তাদের কাছে যে একজন সন্ধানী আছে, ঠিক্ খুঁজে বার কর্‌বে !

বাসন্তী। আমরা হীনবীর্য্য নারী নই। [অশ্ব লইয়া প্রস্থান।

ভক্তদাস। যাই, আমিও এ সংবাদ পাণ্ডবগণকে প্রদান করি গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব-শিবির।

ভীম, অর্জ্জুন, সাত্যকির প্রবেশ।

ভীম। সাত্যকি, অশ্বের কি কোনও সংবাদ পেয়েছ ?

সাত্যকি। ঐ যে ভক্তদাস আস্‌ছে।

ভক্তদাসের প্রবেশ।

ভীম। ভক্তদাস, আমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব কোথায় ?

ভক্তদাস। নারীতে ধ'রে নিয়ে গেছে।

ভীম। রমণী অশ্বধারণ করেছে ! সে রমণী কে ?

ভক্তদাস। এই দেশেরই, এখানে পুরুষ নাই, নারী না হ'লে আর কে ধর্‌বে ? ঐ যে অশ্বের কপালে ক'টা কথা লেখা আছে, আমি দেখেছি, ঐটে পড়্‌লেই সকলে চ'টে যায়।

ভীম। হাঁরে, সে কৌতুক কর্‌বার জন্য অশ্ব ধারণ করে নি ত ?

ভক্তদাস। [অসি দেখাইয়া] তার এই যৌতুকটি দেখ্‌লেই তা' স্পষ্ট বোঝা যায়।

অর্জ্জুন। ওটা তোকে সে নারী কি জন্য দিয়েছে ?

ভক্তদাস। অশ্ব রক্ষা কর্‌তে।

অর্জ্জুন। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। সে যখন অশ্ব ধারণ কর্‌তে এলো, তুই বাধা দিলি না কেন ?

ভক্তদাস। বাধা দিয়েছিলাম, সাদা কথায় অনেক বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু সেজদাদা, সে কথা কানেও তুল্‌লে না; জোর ক'রে ঘোড়া ধ'রে নিয়ে গেল।

ভীম। কি আশ্চর্য্য! সে একটা দুর্ব্বল নারী হ'য়ে তোর নিকট হ'তে জোরে অশ্ব নিয়ে গেল ?

ভক্তদাস। দুর্ব্বল হ'লে আমিই কি সহজে ছেড়ে দিতাম ? তার একটা-একটা বীরত্বমাখা কথা শুন্‌লে, সত্যসত্যই, মেজদাদা, একদম্ সাহসটা ক'মে যায়!

ভীম। তোকে সে অস্ত্র দিলে কোন্ উদ্দেশ্যে ?

ভক্তদাস। বল্‌লে তুমি নিরস্ত্র ; অস্ত্র দিলাম, সাধ্য থাকে অশ্ব রক্ষা কর।

সাত্যকি। তবে তুমি তার বাহুবল পরীক্ষা করেছিলে ?

ভক্তদাস। তার কথা শুনেই আমি আধ-মূর্চ্ছা গেছ্‌লাম।

ভীম। ভাল, অশ্ব সম্বন্ধে তাদের অভিপ্রায় কি ?

ভক্তদাস। যে রকম গতিক্ দেখ্‌লাম, তাতে যে সদ্ভাবে কার্য্য সিদ্ধ হবে, তা' বোধ হয় না।

সাত্যকি। তবে কি তারা আমাদের শত্রুতা সাধনে অভিলাষিণী ?

ভক্তদাস। শত্রুতা মিত্রতা বুঝি না, তবে এই দেখেছি, সে বড় রাগের বশেই ঘোড়া ধ'রে নিয়ে গেছে।

অর্জ্জুন। মধ্যম দাদা, তবে কি করা কর্ত্তব্য ?

ভীম। প্রথমে তা'দিগকে সহমানে অশ্ব প্রত্যর্পণ কর্‌তে বলা হক্, তাতে যদি অরাজী হয়, তার উচিত মত শাস্তি দেওয়া যাবে।

অর্জ্জুন। সেই কথাই যুক্তিসঙ্গত ; তারা যদি নির্ব্বিরোধে অশ্ব ছেড়ে দেয়, তা' হ'লে অবলার সঙ্গে বিবাদ ক'রে গৌরব কি ? সাত্যকি, তুমি তাদের রাণী প্রমীলার কাছে যাও ; গিয়ে তাকে আমাদের আদেশ জ্ঞাপন কর গে, আর এ কথাও ব'লো যে, যদি তারা সহমানে অশ্ব না দেয়, তা' হ'লে আমরা নারী ব'লে কিছুতেই ক্ষমা কর্‌ব না।

অন্য অশ্ব হ'লেও না হয় কথা ছিল; মন্ত্রপূত অশ্ব যে ধারণ করবে, সেই আমাদের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি সত্বর তাদের অভিপ্রায় জেনে এস।

[ভীম অর্জ্জুন ও ভক্তদাসের প্রস্থান।

অদূরে মানবকের প্রবেশ।

মানবক। বড় চালাকি ক'রে পালিয়ে এসেছি; ভাগ্যে মাগীরা কৃষ্ণ-রাধার কথা তুল্‌লে, তাই রক্ষে—তা' না হ'লে আজ বড় হায়রাণ্ হ'তে হ'ত! অত মুস্কিলে পড়েছিলুম, নিজের কাজ কিন্তু ভুলি নি—কোঁচড়ের ফলগুলি নিরাপদে নিয়ে এসেছি। এখন কোথাও আড়ালে ব'সে মনের সুখে খাওয়া যাক্ গে। [সাত্যকিকে দেখিয়া] ও কে—সাত্যকি নয়?

সাত্যকি। মানবক ঠাকুর! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

মানবক। অশ্বের অন্বেষণ করছিলুম।

সাত্যকি। কোথায় তার সন্ধান পেলে?

মানবক। পেয়েছি; সেটা আবার শ্যাল হ'য়ে গর্ত্তে ঢুকে গেছে।

সাত্যকি। তুমি জান্‌লে কিরূপে?

মানবক। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছোট হ'য়ে এলো, আর আমনি লেজটী গুড়িয়ে টক্ ক'রে গর্ত্তে ঢুকে গেল।

সাত্যকি। একবার ডাক্‌লেও না?

মানবক। না।

সাত্যকি। তুমি বুঝি তাড়া করেছিলে?

মানবক। কি আপদ্! আমি কি কুকুর, যে শ্যালের পেছনে তাড়া করব?

সাত্যকি। তা' হ'লে এখন অশ্ব উদ্ধারের উপায়?

মানবক। আর একটা বন-টন থেকে ধ'রে নেওয়া যাবে।

সাত্যকি। সেকি যজ্ঞের কাজে লাগ্‌বে ?

মানবক। আরে, এখানে কে আর অন্য অশ্ব ব'লে জান্‌তে আস্‌ছে, বল! আমরা বল্‌ব, এইটাই সেই যজ্ঞের অশ্ব।

সাত্যকি। জয়পত্র ?

মানবক। একটা লিখে দেওয়া যাবে।

সাত্যকি। আমি ত লিখ্‌তে জানি না, তবে তুমিই লিখ।

মানবক। আগে অশ্বের যোগাড় করা যাক্।

সাত্যকি। বনে চেষ্টা করলেই মিলবে এখন। তুমিই জয়পত্রটা লিখে ফেল।

মানবক। তা' হ'লে আমাকেই লিখ্‌তে হ'বে ?

সাত্যকি। হাঁ, তুমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।

মানবক। তবে কাগজ কলম নিয়ে এস।

সাত্যকি। কি লিখ্‌বে, আগে ঐ মাটিতেই লেখ না।

মানবক। আচ্ছা—আচ্ছা—[মস্তক অবনত করন ও কোঁচড় হইতে ফল পতন]

সাত্যকি। ওগুলো কি, ঠাকুর ?

মানবক। বল্‌ছি—বল্‌ছি—ফল। থাম্—থাম্—সব প'ড়ে ম'লো।

সাত্যকি। এ সব পেলে কোথায় ?

মানবক। একটা বাগান থেকে পেড়ে নিয়েছি।

সাত্যকি। কেউ কিছু বল্‌লে না ?

মানবক। বল্‌বে আবার কি ? দেখে বরং কত সন্তুষ্ট হ'ল, তারাই ত এ গুলো কোঁচড়ে দিয়ে দিলে।

সাত্যকি। তুমি বোধ হয়, নিতে অস্বীকার করেছিলে ?

মানবক। সে কথা একবার বল্‌তে? যখন দেখ্‌লুম, নিতান্তই ছাড়্‌লে না, তখন ছুটে পালিয়ে এলাম।

সাত্যকি। যাক্‌, এখন কি লিখ্‌বে লেখ না।

মানবক। আচ্ছা—এই খোঁচাটা খড়ি—বল দেখি কি লিখ্‌তে হবে?

সাত্যকি। অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির।

মানবক। হাঁ, তার পর?

সাত্যকি। অশ্বের রক্ষক ভীম পার্থ মহাবীর।

মানবক। হাঁ, তার পর?

সাত্যকি। আপন ইচ্ছায় বিচরিবে এই হয়।

মানবক। তার পর?

সাত্যকি। কই লিখ্‌ছ না?

মানবক। ব'লে যাও—ব'লে যাও—একবারে একটানে সব লিখে ফেল্‌ব এখন।

সাত্যকি। না, তুমি আগেই এইগুলো লেখ।

মানবক। তবে প্রথম কথাটা বল।

সাত্যকি। অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির।

মানবক। অশ্বমেধ করে যুধিষ্ঠির রাজা, হাঁ—তা অশ্বমেধ বানানটা কি, বল দেখি?

সাত্যকি। অ থেকে আরম্ভ কর না।

মানবক। অ আ ই ঈ উ ঊ—

সাত্যকি। ওকি হচ্ছে, ঠাকুর?

মানবক। কেন, অ থেকে বরাবর লিখে যাচ্ছি।

সাত্যকি। এই কি তোমার জয়পত্র লেখা হচ্ছে? ওঠ—ওঠ।

মানবক। কি জান, অনেক দিন হ'ল খড়ি বুলান ছেড়ে দিয়েছি, এখন আর ও সব ভাল লাগে না।

সাত্যকি। বেশ, তোমার খড়ি রেখে দাও। এখন আমার সঙ্গে প্রমীলার নিকটে চল।

মানবক। উদ্দেশ্য ?

সাত্যকি। তারা আমাদের অশ্ব ধারণ করেছে, সেই অশ্ব প্রত্যর্পণ কর্‌তে বল্‌বার জন্য। তাতে তোমারও কিছু ফ'লে যাবে এখন।

মানবক। হাতে না পায়ে ?

সাত্যকি। অন্ততঃ মুখে।

মানবক। না, আমার গিয়ে কাজ নাই, [স্বগত] শেষকালে চিন্‌তে পার্‌লেই গোল বাধাবে।

সাত্যকি। কেন ঠাকুর, অগ্নির যে আহারে অরুচি হ'ল ?

মানবক। দেখ, অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডব-দাহন ক'রে অগ্নির তর্পণ করেছিল, তুমিও তেমনি ওদের বাগানটা দাহন ক'রে আমার তর্পণ কর্‌তে পার, তা' হ'লে আমার সকল অরুচি কেটে যায়।

সাত্যকি। এখন যেগুলি এনেছ, সেইগুলিই ত খাও।

মানবক। নদীর গভীরতা কি এক মুষ্টি ছে'য়ে ভরে হে ?

সাত্যকি। সেখানে গিয়ে তোমাকে ভাল ক'রে খাওয়াতে বল্‌ব এখন।

মানবক। তবে একটু অপেক্ষা কর, ঐ পুকুর পাড়্‌টায় ব'সে ফলগুলো উদরস্থ ক'রে আসি। [প্রস্থান।

সাত্যকি। যাই, তবে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রমীলার রাজসভা।

প্রমীলা, বীরা, বাসন্তী আসীনা।

বাসন্তী। ধরিয়া সে তুরঙ্গম রাখিয়াছি বাঁধি,
তারে ল'য়ে যাহা ইচ্ছা করহ এবার।

প্রমীলা। অনুমানি পাণ্ডবেরা শোনে নি এখন,
মন্ত্রপূত হয় মোরা করেছি ধারণ।

বাসন্তী। অশ্বের সঙ্গেতে ছিল অশ্বের রক্ষক,
তাহার সাক্ষাতে অশ্ব ধরিয়াছি আমি ;
অবশ্যই সমাচার দিয়াছে সে গিয়া।

বীরা। কিসের কারণে তবে হ'ল এতক্ষণ,
না আসে পাণ্ডবগণ অশ্বের সন্ধানে ?
তবে কি প্রাপ্তির আশা করি' পরিহার—
নরে যথা দূর হ'তে অকূলাব্ধি হেরি,
ফিরে যায় পার-আশে দিয়ে জলাঞ্জলি,
নিরাশ হইয়া তারা গেল রাজ্যে ফিরে ?

প্রমীলা। এ কথা সম্ভব কভু না লাগে আমার ;
বিশেষ এ হয় হয় যজ্ঞের কারণ,
হয় বিনা কি রূপেতে যজ্ঞ পূর্ণ হবে ?

বাসন্তী। যখন ধরেছি মোরা যজ্ঞের ঘোটক,
সহজে তা'দের কভু নাহি দিব ফিরে।

অতি দর্পে জয়পত্র করেছে লিখন,
দেখা যাবে ভীমার্জ্জুন কত শক্তি ধরে।

বীরা। আজীবন রণ-শিক্ষা করিয়াছি সবে,
উপযুক্ত বীর সনে হবে পরিচয়।
শুনেছি পাণ্ডবগণ মহা বলবান্,
জিনিয়াছে বহু বীরে কুরুক্ষেত্র-রণে।

প্রমীলা। চিন্তা তায় কিবা, বীরা? আমরাও সবে
বীরাঙ্গনা বলিয়া জগতে সুবিখ্যাত;
মিলিব বীরের সহ সম্মুখ-সংগ্রামে;
মিটাইব চিরপুষ্ট সমর-পিপাসা!
হয়, অশ্ব মাগিবারে সখ্যতার ভাবে,
কিংবা আহ্বানিতে রণে বৈরিরূপী হ'য়ে,
এখনি আসিবে তারা নাহিক সংশয়।

বীরা। আমরাও তাই চাই; আসুক্ পাণ্ডব,
আসুক্ সে বৃকোদর ভীম পরাক্রম
বিজিত হইয়া আজ যাবে রাজ্যে ফিরে;
জানাইব রণ-শিক্ষা ভাল মতে সবে।

অদূরে সাত্যকি ও মানবকের প্রবেশ।

প্রমীলা। অচেনা দু'জন কেবা আসিছে অদূরে,
অনুমানি' পাণ্ডবপক্ষীয় হবে ওরা।

বাসন্তী। উহাদের একজনে ভাল চিনি আমি।
যার ঐ স্থূলোদর, খানিক আগেতে
বাগানের ফল সব নি'তেছিল পাড়ি,
পেটুক ভাবিয়া আমি ছেড়ে দিছি ওরে।

মানবক। [বাসন্তীকে দেখিয়া] ও বাবা! ও কে রে? সেই ছুঁড়ীটা নয়? সর্ব্বনাশ! যা মনে করেছি, তাই হয়েছে! চিন্‌তে পার্‌বে না ত? না, সাধ ক'রে ফাঁদে প'ড়ে কাজ নাই; সাত্যকি, তুমি যাও, আমি এইখান থেকেই কাজ সেরে নিলুম।

সাত্যকি। ও কি, পেছন ফির্‌লে যে?

মানবক। রাস্তা দেখ্‌ছি।

সাত্যকি। তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই কথা শেষ ক'রে নিচ্ছি।

মানবক। আচ্ছা, আমি তা' হ'লে একটু দূরে গিয়ে অপেক্ষা কর্‌ছি।

[প্রস্থান।

সাত্যকি। কহ মোরে, বামাগণ! এই রাজ্যেশ্বরী
প্রমীলা কাহার নাম, কোথা হ'ন্ তিনি?

প্রমীলা। কহ তুমি, আগন্তুক, কোন্ প্রয়োজনে
আসিয়াছ আজি তার দরশন আশে?

সাত্যকি। পাইলে সাক্ষাৎ তাঁর, অভিপ্রায় মোর
একে একে সমস্তই করিব জ্ঞাপন।

প্রমীলা। আমারই নাম, এই রমণী রাজ্যের
আমিই ঈশ্বরী, এরা সহচরী মোর।
কহ শুনি, বীরবর! কিবা নাম তব,
এখানে আসার তব কিবা প্রয়োজন?

সাত্যকি। যদুকুলে বীরবর শিনি মহারাজ,
তাঁর পুত্র আমি, নাম সাত্যকি আমার।
জানে সবে যদুনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহ

ঘটিয়াছে পাণ্ডবের অচ্ছেদ্য সখ্যতা ;
সুতরাং আমারও পূজিত পাণ্ডব।
বিশেষ ত্রিলোকজয়ী বীর ধনঞ্জয়,
শিক্ষাদাতা গুরু মোর ; তাঁরই অনুজ্ঞায়
আসিয়াছি তব কাছে আজ্ঞা এক ল'য়ে।
অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী পাণ্ডু-সুতগণ,
যজ্ঞ-অশ্ব তব রাজ্যে উপনীত আসি ;
শুনিয়াছি কোন নারী ধরিয়া সেই হয়,
রেখেছে বাঁধিয়া হেতা ; না পারি বলিতে
তোমার আদেশে কিংবা আপন ইচ্ছায়।

প্রমীলা। আমার আদেশে হয় ধরেছে বাসন্তী ;
কহ কি বক্তব্য তব অশ্বের বিষয়ে ?

সাত্যকি। বীরমণি সব্যসাচি আর বৃকোদর
করেছে আদেশ এই, যজ্ঞ-অশ্ব ল'য়ে
সহমানে পাণ্ডবের লও গে শরণ ;
অনিচ্ছুক নারী সনে বিবাদে তাঁহারা।

বীরা। ক্ষান্ত হও, বেশি কথা না বলহ আর।
সহমানে পাণ্ডবের লইব শরণ !
নির্লজ্জ পাণ্ডবগণ ভাবে কি মনেতে
দুর্ব্বলা রমণী মোরা ডরি তা' সবারে ?
হাসি আসে মনে, শুনে আদেশ তাদের ;
কাপুরুষ তারা, তাই নিজেদের মত
হীনবল ভীরুমতি ভাবে সকলেরে।
ধিক্ ধিক্ ধনঞ্জয় আর বৃকোদরে।

সাত্যকি। এ হেন উচ্চ বারতা অবলার মুখে ?
কি বলিব দূতরূপে আসিয়াছি আমি,
তা' না হ'লে এতক্ষণ ভাব কি, দাম্ভিকে !
সাত্যকির প্রজ্বলিত ক্রোধ-হুতাশনে
না হইতে দগ্ধ তুমি পতঙ্গের সম ?

বাসন্তী। বীরদর্প দেখাবার স্থান ইহা নয়,
কিছুপরে কত শক্তি বোঝা যাবে তব
যার তরে আসিয়াছ, তাই কর হেথা।

সাত্যকি। কহ তবে প্রকাশিয়া কিবা মনোভাব,
অশ্ব প্রত্যর্পিতে তবে প্রস্তুত কি নও ?

প্রমীলা। ভাল, যদি অশ্ব সহমানে না করি অর্পণ,
তা' হ'লে তাহাতে কিবা আদেশ তাদের ?

সাত্যকি। জয়পত্রে যেই কথা রহিয়াছে লেখা,
সেই কথা বর্ণে বর্ণে হইবে পালিত।
আপন বিক্রমে তারা লইবে ঘোটক,
সমুচিত প্রতিফল অর্পিবে বৈরীরে !

প্রমীলা। নিতান্ত পাণ্ডবগণ হয়েছে বাতুল,
তাই তারা হেন গর্ব্ব ধরিয়াছে মনে।
শোন তুমি, সাত্যকি, মোদের অভিপ্রায় ;
মোরাও ধরেছি অশ্ব আপন বিক্রমে,
রক্ষিব তাহারে সবে নিজ বাহুবলে।

সাত্যকি। অতি উচ্চ আশা তব নেহারি, প্রমীলা,
বামনের সাধ যথা চন্দ্রমা ধারণে।
যে পাণ্ডব বাহুবলে অজেয় জগতে,

সাধিবে শত্রুতা তুমি অবলা হইয়া ?
পতঙ্গ হইয়া হায় জ্বলন্ত অনলে,
ঝাঁপ দিবে অনায়াসে পশ্চাৎ না ভাবি' ?
জন কত নারী ল'য়ে—দুর্ব্বল সহজে
দাঁড়াইবে পাণ্ডবের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ?
উড়ুপে তরিতে সাধ অপার জলধি ?
ভুলে যাও, হেন আশা—এহেন কল্পনা,
উচ্চ সাধ মন হ'তে কর অন্তর্হিত,
বুদ্ধিদোষে কেন সবে মজিবে বিঘোরে।

প্রমীলা। বারংবার হেন কথা না আনিয়ো মুখে,
পাণ্ডবেরে বীর বলি' কি দেখাও ভয় ?
ডরে কি প্রমীলা সেই পার্থ বৃকোদরে ?
বহু অপরাধ তব ক্ষমিয়াছি আমি !
কি বলিব দূতরূপে সমাগত তুমি—
নচেৎ যেরূপ ভাষা করিলে প্রয়োগ,
অন্য কেহ হ'লে পরে প্রমীলা কখন,
না হ'ত বিরত তারে প্রতিফল দিতে।
কি প্রতাপ পাণ্ডবের বীরকুলে হেয়,
কে না জানে কাপুরুষ পাণ্ডব সকল ?
যাও, তুমি শিনিসুত ! বল গে পাণ্ডবে,
রমণী প্রমীলা নয় ভীরুতার দাসী ;
সহাস্যেতে উপেক্ষিল প্রস্তাব তাদের।
যদি তারা প্রকৃতই বীরের কুমার,
বীর-রক্ত থাকে যদি দেহেতে তাদের,

সশস্ত্রে সকলে যেন আহব-অঙ্গনে
অঙ্গনাগণের সহ ভেটে তারা আসি' ;
প্রকাশিয়া শক্তি যেন লয় যজ্ঞ-হয়।
প্রস্তুত আমরা সবে নির্ভয়হৃদয়ে
পরীক্ষিতে বাহুবল পাণ্ডবগণের ;
যাও তুমি, এই কথা বল গে পাণ্ডবে।

গীত।

যাও পাণ্ডবে কহিবে অবশ্য।
এই প্রকার সমাচার,
বিনারক্তপাতে সাধ্যমতে নাহি দিব অশ্ব ॥
অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা বীর্য্যবতী বামা মোরা,
কালভুজঙ্গিনী যথা তীব্র কালকূটে ভরা,
অধীরা প্রখরা ;—সমুদ্যত অসি-ফলায় নাশোদ্যতা বিশ্ব।
খাণ্ডবপ্রদাহক পাণ্ডব কোন ছার,
শূলধারী শঙ্করের শঙ্কার সঞ্চার,
পাণ্ডব পরাভব ;—স্বর্গ মর্ত্ত-পাতালবাসী দেখিবে রহস্য ॥

সাত্যকি। তবে কি, প্রমীলা! তুমি প্রস্তুত এখন
শত্রুভাবে পাণ্ডবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ?

প্রমীলা। অকাতরে, অবহেলে, নির্ভয়ে, নীরবে।
আসিয়াছ দূতরূপে, পুনঃ কহি তোমা
জানাও গে ভীমার্জ্জুনে আদেশ আমার —
প্রমীলা বুঝিতে চায় পাণ্ডবের বল,
প্রমীলা দেখাতে চায় নারীর বিক্রম।

সাত্যকি। পিপীলিকা পক্ষ পায় মৃত্যুর কারণ,
অচিরাৎ সেই দশা ঘটিবে অবলা। [প্রস্থান।

প্রমীলা। ডাক্ লো বাসন্তী, ডাক্ বীরাঙ্গনাগণে।
সর্ব্বত্র সমর-বার্ত্তা কর্‌লো ঘোষণা ;
সকলে এখনি যেন সাজি রণ-বেশে
পাণ্ডবের সম্মুখেতে হয় আগুয়ান।
গুরুতর কার্য্যভার করেছি গ্রহণ,
পূর্ণশক্তি আজ তায় করিব প্রয়োগ ;
পাণ্ডবের হস্তে যদি ঘটে পরাজয়,
ঘৃণায় দেখাতে মোরা নারিব বদন।

বাসন্তী। এখনি ডাকিয়া আমি আনি গে সকলে,
সাক্ষাতে শোনাও সবে আদেশ তোমার। [প্রস্থান।

প্রমীলা। সাজ্ বীরা! সাজ্ বীরা! বীরাঙ্গনা সাজে ;
বীর-দর্পে কাঁপা আজি শত্রুর হৃদয়।
মনোমত বীর-সাজ এনে দে আমায়,
প্রমীলার বাহুবল পরীক্ষা লো আজ।
এতদিন পূজিয়াছি দেব আশুতোষে,
সন্তোষে রক্ষিণী অস্ত্র দিয়াছেন হর।
সেই অস্ত্রে করিব লো পাণ্ডব বিজয়।

বীরা। চির সুসজ্জিতা বীরা সমর-খেলায় ;
সাক্ষাতে দেখিয়ো আজ বীরার বিক্রম।

বাসন্তী ও নারীগণের প্রবেশ।

প্রমীলা। নারীগণ! পাণ্ডবের সনে ঘটিবে বিরোধ ;
তা'দের যজ্ঞের অশ্ব ধরেছি আমরা,
তাই তারা ডাকিয়াছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়,
নচেৎ অর্পিতে অশ্ব লইয়া শরণ।

শোন সবে স্থিরমনে আদেশ আমার।
সশস্ত্রে সকলে আজি সাজি রণ-বেশে
রণ মুখে অগ্রসর হও বীরতেজে।
জিনিয়া পাণ্ডবগণে অদম্য বিক্রমে,
উড়াও জগতে চির যশের কেতন।
জানি আমি, বীর-কার্য্যে বীর্য্যবতী সবে,
যদি আজি প্রাণভয়ে না যাই সংগ্রামে,
চির কলঙ্কের কালি হইবে মাখিতে,
অবলা বলিয়া উপেক্ষিবে শত্রু সবে।

বীরা। তাই বলি, গাহি প্রমীলার জয়,
নির্ভয়ে সকলে হও শত্রু-সম্মুখীন।

নারীগণ।— গীত।

যাও বামাদল, ভীম ভুজবল, স্বরগ, ভূতল, কর রসাতল,
জ্বালিয়া প্রবল, সময় অনল, কর লো দাহন পুরুষ দুর্ব্বল।
সাজ সাজ ল'য়ে ধনু সুবিশাল, অরাতি শাসক শায়ক করাল,
ধর ধর খরতর তরোয়াল, সভয়ে সম্মুখে হেরিবে কাল ;—
আজ পাণ্ডবে দেখা সবে অপূর্ব্ব অদ্ভুত সমর-কৌশল॥
রমণীর করে বীরত্ব প্রকাশ, নবনীরধরে বিজলী-বিকাশ,
ঘন বজ্রাঘাতে ফাটিবে আকাশ, পাবে ভীমার্জ্জুন হৃদয়ে ত্রাস ;—
করি লাঞ্ছিত বিমর্দ্দিত রাখ লো প্রতিজ্ঞা অচল অটল॥

[প্রস্থান।

প্রমীলা। আন্ বীরা, পুষ্প তুলি, রণ-যাত্রাকালে
পূজিব লো শঙ্করের চরণ দু'খানি,
পাণ্ডব-বিজয়-বর ল'ব হরে মাগি'। [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শিবালয়।

প্রমীলা।

প্রমীলা। [পূজান্তে করযোড়ে]

জয় পশুপতি অগতির গতি
হে শিব অশিবহারক !
কপোল-বাদক শ্মশান-সাধক
ঈশান বিষাণধারক !
বৈশ্বানর-ভালে গলে হাড়মাল
ঘোর ভব-জাল কর্ত্তক !
প্রমথ-ঈশ্বর সতত বিস্মর
প্রেম-ভোলা প্রেম-নর্ত্তক !
প্রণবগায়ক মঙ্গলদায়ক
অনাদি নায়ক শূলিন !
ত্রিপুরকালক ত্রিপুরপালক
ত্রিনেত্র-ত্রিগুণশালিন !
অনঙ্গদাহন বৃষভবাহন
সম্বিৎ ধুতুরা-অশন !
সর্ব্বগুণাকর শম্ভু মহেশ্বর
পঞ্চ-আস্য কৃত্তিবসন !
হীন ভেদাভেদ জ্ঞেয় চতুর্ব্বেদ্
নির্ব্যাধি নির্ব্বেদদায়িন !

অনন্ত অজর　　অমর অপর
　　গৌরীনাথ গিরিশায়িন!
দক্ষ দর্পহরণ　　মোক্ষদাতা হর
　　দুঃখ শোক আদি রহিত!
শুভ্র কলেবর　　বিষধরধর
　　সদা বিভুগানে মোহিত!
জটাজুট শির　　স্থির গঙ্গা-নীর
　　নীলকণ্ঠ মৃড় ভৈরব!
মহাযোগধর　　বৈষ্ণব প্রবর
　　বীতকাম কাম-কৈরব!
হরিগুণগায়ি　　ভক্তি-মুক্তিদায়ি
　　বিষপায়ী বিধুশেখর!
আসি আশুতোষ　　দাসী আশু তোষ'
　　চির দয়াময় শঙ্কর!

গীত।

শম্ভু শিব শঙ্কর স্বয়ম্ভু শশী-শেখর।
শরণাগত জন-পালক সাধক সুখ সাগর॥
শত সূর্য্যসম কান্তি শান্তিময় হর,
সারি সারি শ্রীপদ নখরে সুশোভিত শশধর,
শিঙ্গা ডমরু-কর, শূলধারী শুভকর
শ্মশানচারী শমনবারী শাসনকারী স্মরহর॥
ত্রিতাপহর ত্রিগুণধর ত্রিপুরাসুরবিনাশন,
লোকগতি ত্রিলোকপতি ত্রিকালজ্ঞ ত্রিনয়ন,
ত্রিপথগামিনী শিরে তারিতে ত্রিভুবন,—

আশুতোষ ঈশান ঈশ উমেশ বৃষবাহন,
অশেষ কৃপাময় মহেশ ভূতভাবন,
পাহি পতিতপাবন, পরমেশ পঞ্চানন.
ভকত ভয়ভঞ্জন নিরঞ্জন দীনেশ্বর ।।

প্রমীলা। কাতরে শঙ্কর! তোমা ডাকিছে কিঙ্করী,
নিজগুণে দরশন দেহ কৃপা করি।

সুধন্বার মুণ্ডহস্তে শিবের প্রবেশ।

শিব। বল্—বল্, প্রমীলে! এমন সময়ে কেন আবার আমায় স্মরণ করলি? আমি অধিকক্ষণ থাকৃতে পার্‌ব না, আমার মন বড় চঞ্চল।

প্রমীলা। [স্বগত] একি! আজ একি ভাব! মহেশ্বরের আজ এমন চাঞ্চল্য দেখ্‌ছি কেন? হস্তে ও আবার কি, নরমুণ্ড! তবে কি ভোলানাথ রণস্থল হ'তে এখানে এলেন? না—না, তেমন রুদ্র-মূর্ত্তি ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না? মুখে ঔদাস্য থাক্‌লেও অন্তরে কাঠিন্যের লেশমাত্র নাই ব'লেই বোধ হচ্ছে। জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।

[প্রকাশ্যে] বল, বল মহেশ্বর! অকস্মাৎ আজ
কি হেতু চাঞ্চল্য হেন নিরখি তোমার?
করেতে ও কার মুণ্ড করেছ ধারণ—
কিছুমাত্র ঘৃণা নাহি উপজিছে মনে?

শিব। শঙ্কর নির্ব্বিকার, নির্গুণ; আমার ভাব বোঝ্‌বার সাধ্য তোর কি? তোরা এইমাত্র জেনে রাখিস্—শঙ্কর পাগল; ভক্তের জন্য—ভক্তির জন্য—পাগল।

প্রমীলা। সুধাই তোমারে মাত্র বল, ভোলানাথ!
কি সুখে নরমুণ্ড ধরিয়াছ করে?
কি আনন্দ তায়, প্রভো! পাইছ অন্তরে?

শিব। সে আনন্দ, সদানন্দ শতমুখেও ব্যক্ত করতে অসমর্থ। দরিদ্র মাণিক পেলে যত না সুখী হয়, ভক্ত-মুণ্ড পেয়ে আমি ততোধিক সুখী হয়েছি। প্রমীলা, এ ভাবের, এ মুণ্ডের গুণ তুই কি বুঝ্‌বি? তুই অন্ধ, দর্পণের গুণ তুই কি জান্‌বি? এখন কি জন্য আমায় স্মরণ কর্‌লি তাই বল্‌, আর আমি অধিকক্ষণ এখানে থাক্‌তে পার্‌ব না।

প্রমীলা।　আশুতোষ! এত যদি সচঞ্চল তুমি,
যাও প্রভো! যাও তবে যথা ইচ্ছা তব,
চাই না জানাতে আর অভিলাষ মোর।

শিব। প্রমীলা! ক্ষুণ্ণ হস্‌ নে, শঙ্কর নির্দ্দয় নয়। আজ বড় হর্ষে, বড় বিষাদে পাগলের পাগল প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। পবন-বহনে জল যেমন তরঙ্গায়িত হয়, আজ বড় আবেগ-পবনে শিবের মানস-সরোবরে সেইরূপ চাঞ্চল্য তরঙ্গ সমুত্থিত হয়েছে। নদীর স্রোতে কাষ্ঠ-খণ্ড যেমন আপনিই ভেসে যায়, আমি নিজেই জানি না, কোন্‌ ভাব-স্রোতে ভোলা কোথায় ভেসে চলেছে। বল ভক্তে! তোর মনো-বাসনা কি?

প্রমীলা।　নিজ গুণে দরশন দিয়েছ হে যদি,
হয়েছ সন্তুষ্ট যদি অভাগীর প্রতি,
এই বর তব স্থানে মাগি, দিগম্বর!
পাণ্ডবজয়িনী যেন হই আজি রণে।

শিব। অন্যায় আশা, অসঙ্গত কামনা। প্রমীলে! তোর এ আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। হাঁরে! এ জগতে পাণ্ডবের কি পরাজয় আছে? তা'দের সর্ব্বত্র বিজয় সংঘটন কর্‌বার জন্যই স্বয়ং জয়দাতা সখারূপে সাহায্য কর্‌ছেন। ধরাতে এমন শক্তি কার আছে যে, সেই জয়-পরাজয়ের বিধাতা শ্রীহরির সখাকে পরাজিত কর্‌তে পারে? তুই যার

নিকট পাণ্ডব বিজয়ের বর প্রার্থনা করছিস্, সে নিজেই ভক্তি-গুণে তাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করেছে। প্রমীলে! আমি উন্মাদ, আমার পূজা ক'রে তুইও দেখ্‌ছি উন্মাদিনী হয়েছিস্। তার চেয়ে বরং দেব-বিজয়ের প্রার্থনা কর, অকাতরে তা' প্রদান করছি।

প্রমীলা। না চাই সে বর, হর! নাহি কাজ তায়;
পাণ্ডব জয়ের সাধ করি শুধু মনে।
সে বর প্রদানে যদি হও হে কৃপণ,
যাও ভোলা, আর দাসী ডাকিবে না তোমা।
এতদিন ভক্তিভরে বিল্বপত্রদানে
পূজিলাম এক মনে রাতুল চরণ,
না হয় হইবে বৃথা; 'অভাগিনী আমি'
ইহা ভাবি চিত্তে মোর মানিব প্রবোধ।

শিব। না, তুই নিতান্তই বিষম সমস্যায় ফেল্‌লি, প্রমীলে! সহসা আজ তোর এমন অন্যায় সাধ হ'ল? তুই কোন্ সাহসে পাণ্ডবের শত্রুতায় সাহসিনী হয়েছিস্? তোকে এমন ভাবে উত্তেজিত কে করলে? ও বাতুলতা ভুলে যা। পাণ্ডবের অশ্ব তা'দিগকে অর্পণ কর্। স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর আমি বিরূপ হ'লেও পাণ্ডবের যজ্ঞ অপূর্ণ থাক্‌বার নয়। কেবল অযোগ্য ব'লে সকলের কাছে অনাদর্য্য হওয়া মাত্র। তুই যদি কোন অভিলাষ করিস্, আমার নিকট ব্যক্ত কর, আমি এখনি তা' পূর্ণ করব।

প্রমীলা। অন্য বর, যোগিবর! নাহি চাহি আমি;
যে বরের প্রয়াসিনী অভাগী প্রমীলা,
হয় কর সম্প্রদান, নহে পশুপতি!
অযোগ্য ভাবিয়া মোরে করহ প্রয়াণ!
বুঝিয়াছি পাণ্ডবও সেবক তোমার,

তাই তাদের লাগি এতেক ছলনা।
শোন শূলি ! যদি ভক্তি থাকে তব পদে,
নাহি দাও বর তুমি, সেই ভক্তি-বলে
অনা'সে জিনিব আমি পাণ্ডবের দলে।
হউক্ তাহারা সবে যত বলবান্,
থাকুক্ আপনি কৃষ্ণ পাণ্ডব-সহায়ে,
প্রমীলার পণ কিন্তু অচল অটল,
নিশ্চয় দাঁড়াব আমি প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে।
তায় যদি যায় প্রাণ তিলেক না ডরি',
বীর-নারী বীর-দর্পে ত্যজিব জীবন।
মনোভাব তব, ভোলা ! বুঝিয়াছি আমি ;
যাও তুমি প্রিয়ভক্ত পাণ্ডবের কাছে।

গীত।

যাও গো জগত পিতঃ পিতা ব'লে আর ডাক্‌ব না।
যাও তুমি পাণ্ডবের কাছে আর কিছু বর চাহিব না ॥
ভজিয়ে নিষ্ঠুর ভবে, কে জানিত এমন হবে,
ধরিয়ে পদপল্লবে, আর তোমারে সাধিব না ॥
অভয়বরদর্ষভ তুমি গো বৃষভধ্বজ,
পূজিছে বিধি বাসব চরণ-সরোজ,—
পরম ভক্তবৎসল, বামদেব আজ বাম হ'ল,
নামে কলঙ্ক রটিল, বাজিল বক্ষে বেদনা ॥

শিব। প্রমীলা, আমাকে আর তিরস্কার করিস্ নে। আমি পাণ্ডবেরও নয়, তোরও নয়, আমি ভক্তির। যে আমাকে ভক্তি ক'রে ডাকে, আমি তারই কাছে যাই, তারই মনোবাসনা পূর্ণ করি। তোর

যদি পাণ্ডব-বিজয়ের আশা এতই বলবতী, তবে তোকে আমি এই বর প্রদান কর্‌লাম, যতক্ষণ আমার প্রদত্ত রক্ষিণী-অস্ত্র তোর করে বর্ত্তমান থাক্‌বে, ততক্ষণ তুই পাণ্ডব-বিজয়ে সমর্থা হ'বি। ততক্ষণ তোকে কেহই পরাজিত কর্‌তে পার্‌বে না। কেমন, এইবার তুই সন্তুষ্ট হয়েছিস্‌ ত?

প্রমীলা। ধন্য, প্রভু! আপনারে মানিল প্রমীলা,
মনোমত বর তুমি দানিলে, ঈশান!
জানি আমি কল্পবৃক্ষ ফলহীন নয়!
বাম কভু ভক্ত প্রতি বাম হ'তে নারে।

শিব। তবে এখন আমি চল্‌লাম, সময়ে আবার দেখা দেবো।

[প্রস্থান।

প্রমীলা। মনোমত বর মোরে দিয়েছেন হর;
আর কিবা চিন্তা তবে? নির্ভয় হৃদয়ে
পাণ্ডব সম্মুখে সুখে করি অভিযান।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

নারী-সেনাগণ ও ভক্তদাসের প্রবেশ।

ভক্তদাস। এই এরাই বুঝি যুদ্ধার্থিনী? তাই সব উন্মত্তভাবে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ছুট্‌ছে। দেখি, জিজ্ঞাসা করি; রমণি, "তোমরা কে?"

নারীগণ। আমরা যুদ্ধার্থিনী; পাণ্ডবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ব ব'লে অভিযান করেছি।

ভক্তদাস। আমিও তাই ঠাউরেছি। সংখ্যার যে কত, গ'ণে শেষ করা যায় না। সকলের হাতেই ধনুর্ব্বাণ, সকলের মুখেই বীরত্বব্যঞ্জক ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। জগৎ! এই নারী যখন অবগুণ্ঠনবতী হ'য়ে অন্তঃপুরে বাস করে, তখন এক মূর্ত্তি, এখন আর এক মূর্ত্তি। তখন স্নেহ দয়ার নির্ঝরিণী, এখন কঠোরতার পাষাণ ভূমি। হায় বামা! জানি না, জগতের কোন্ উপাদানে বিধাতা তো'দিগকে সৃষ্টি করেন।

১ নারী। রমণী কখন স্নেহময়ী, কখন কঠিনা; রমণী বেড়ী ধ'রে রন্ধন করে, আবার সময় হ'লে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে শত্রুদলনে অগ্রসর হয়।

ভক্তদাস। আজ সত্যই কি তোমাদের সেই ভাব? আজ সত্যই কি তোমরা রণরঙ্গিণী?

১ নারী। আজ সত্যই আমরা রণরঙ্গিণী! তুমি জেনো, আমরা কখন স্নেহ, দয়ার প্রতিমা, আর কখন কাঠিন্যের পূর্ণ-প্রতিমূর্ত্তি।

ভক্তদাস। কঠিনে, তা' আমি বেশ জানি। যে মেঘে জলের জন্ম, তায় ভীষণ অশনিও থাকে। যে সাগর হ'তে সুধার উৎপত্তি, তাতেই আবার হলাহলের উদ্ভব। কিন্তু বামা! তোমাদের এই অভিযান দেখে আমার ভয় হ'চ্ছে যে, পতঙ্গ যেমন অগ্নিকে খেলার জিনিষ মনে ক'রে তাতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারায়, পাছে তোমাদেরও শেষে সেই দশা হয়। হায় অঙ্গনে! যে অগ্নি শুষ্ক তৃণরাশিকে দাহ করে, সেই অগ্নিই যে আবার সরস কদলীকেও দগ্ধ করে।

১ নারী। তোমার ও ভয়, ও চিন্তা কল্পনার অনুভব মাত্র। আমরা সরলা অবলা, আবার গরলা সবলা। যখন যে মূর্ত্তির আবশ্যক হয়, আমরা তখন সেই মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হই।

ভক্তদাস। তোমরা গরলা সবলা তা' আমার জান্‌তে বাকী নাই। জগতের কোন্ কার্য্য রমণীর অসাধ্য? তোমরা যে হস্তে মানবকে দুগ্ধ অন্ন খেতে দাও, সময়ে সেই হস্তে আবার নরহত্যা কর্‌তে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ কর না। তাই আমি নারীকে বিষধরী ব'লে জ্ঞান করি। বিষধরী যেমন সর্ব্বদাই নম্রশিরা, শান্তভাবের সময় প্রিয়দর্শনা, একটু মাত্র ক্রোধের সঞ্চার হ'লেই দংশন ক'রে লোককে জ্বালিয়ে মারে; নারীও তেমনি স্বভাবতই দয়াবতী, শান্তিমতী; কিন্তু মনে অশান্তি ঘট্‌লেই, দয়ামায়া বিসর্জ্জন দিয়ে মানুষকে এমন অলক্ষ্যে দংশন করে যে, কেউ তার বিন্দু-বিসর্গ জান্‌তে পারে না। বিষধরীর দংশন-যন্ত্রণার বরং শান্তি আছে, কিন্তু নারী-বিষধরী যাকে দংশন করে, তার শান্তি

আর এ জগতে ঘটে না। তাই আমি সকলকে বলি, অমন রমণী হ'তে অন্তরে থাকাই মঙ্গল। মানবের যে সংসার সুখের আধার, একটু অভাব ঘট্‌লেই রমণী তাতে চির অশান্তির অনল জ্বেলে দেয়, তবে গরলা আর নয় কি ক'রে? হায় নারি! তোকে সরলা কে বলে?

গীত।

নারী কে তোরে সরলা বলে।

তোর কোথায় সরলতা, গরলময়ী লতা, পরিপূর্ণ হলাহলে।
কে পায় নারি, তোর অন্তরের ভাব, অভাবে সর্ব্বদা ভাবরে অভাব,
সভাবে কাহারে দেখাও স্বভাব, মনের মত না হ'লে॥
সূক্ষ্মভাবে ভাব্‌লে নারীর প্রণয়, মরুভূমি ভিন্ন অন্য কিছু নয়,
নাহি শান্তি-বারি, কেবল অনিবারি জ্বালায় বালুকা জ্বলে;—
মনের বাসনা না হয় পূরণ, সিদ্ধি-পানে যেন তৃষ্ণা-নিবারণ,
নেশায় জীবন জ্বালায় যখন, (তখন) নেভে না সে জ্বালা জলে॥
অসাধ্য নারীর কি আছে ধরায়, সুখের সংসারে আগুন ধরায়,
পূরাইতে আশা কিনা করে হায়, সরলা হয় সে স্থলে,—
দুগ্ধ অন্ন খেতে দেয় রে যে করে, নরহত্যা তরে ভয় নাহি করে,
ধর্ম্মশীলা হ'য়ে ধর্ম্মে নাহি ডরে, কর্ম্মে প্রয়োজন হ'লে॥
জানি নারি জানি ভালবাসা তোর, ছলনা কুহকে ভরা ও অন্তর,
বিষধরী সম দেখিতে সুন্দর, কৃশ দেহ গড়া ছলে;—
কৃষ্ণ বলে মন ক'র না বিশ্বাস, যাবৎ রমণী না হয় বিশ্বাস,
নারীর তরে যে জন করে হা-হুতাশ, (হতাশ) সে অবনীতলে॥

ভক্তদাস। আচ্ছা রমণীগণ! আমি একটী কথা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি; পাণ্ডবেরা যে অজেয়, তা' তোমরা অবশ্যই শুনেছ, তবে তোমরা জেনে-শুনেও কোন্ সাহসে তা'দের শত্রুতায় অগ্রসর হয়েছ, তা' ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

১ নারী। কেন, আমরা কি হীনবল? আমরা কি সমর কৌশল জানি না? আমাদের কি অস্ত্র-শস্ত্র নাই?

ভক্তদাস। সব আছে—সব আছে; তোমাদের আবার অস্ত্রের অভাব! যে বাণ হর-হরির কাছে নাই, সে বাণও তোমাদের কাছে আছে। তোমরা যে নানা বাণের তূণীর। তোমাদের কটাক্ষ অগ্নিবাণ, বক্ষ রুদ্রবাণ, নিতম্ব বজ্রবাণ, অঙ্গভঙ্গি সম্মোহন বাণ; মাথার কেশ থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত এক একটী বাণ। রুদ্রাস্ত্র, বজ্রাস্ত্রও বরং ব্যর্থ হয়, তোমাদের ঐ সব অস্ত্র ব্যর্থ হবার নয়; যার প্রতি নিক্ষেপ করবে, তাকে পরাজয় স্বীকার করতেই হবে। তোমরা ঐ বাণে ত্রিভুবন বিজয় করতে সমর্থ। তার পর এই যে কটা লৌহ অস্ত্র, এগুলো অতিরিক্ত মাত্র।

১ নারী। তুমি কি পাণ্ডবের কেউ হও না কি?

ভক্তদাস। হাঁ, আমি পাণ্ডবদেরই একজন বটে।

১ নারী। শুনেছি, পাণ্ডবেরা হস্তিনার অধিপতি, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তবে তোমার ওরূপ বেশ দেখ্‌ছি কেন? পাণ্ডবেরা বুঝি এইরূপ ভক্তবেশে থেকেই আপনাদিগকে সাধু ব'লে পরিচয় দেয়? যারা ধনের লোভে ভাইকে সংহার করেছে, কত রমণীকে বৈধব্যের দারুণ আগুনে ফেলে দিয়েছে, তারা ভণ্ডবেশে থাক্‌লেই কি লোকে তা'দিগকে নিষ্কাম, নির্লোভ ব'লে জ্ঞান করবে?

ভক্তদাস। বলি, আমি ত আর শ্বশুরবাড়ী আসি নে, বাছা! যে, ভাল ভাল পোষাক প'রে আস্‌ব, আর তোমাদের মত শ্বশুর-কন্যারা এসে রসালাপ করবে? যার যাতে প্রবৃত্তি হবে, সে তাই করবে। নিঃস্ব ব্যক্তি যেমন ধনীর সঙ্গে ভৃত্যভাবে তীর্থস্থানে গিয়ে পুণ্যসঞ্চয় করে, আমিও তেমনি দাসভাবে পাণ্ডবের সঙ্গে থেকে, কিছু কিছু পুণ্য-

সঞ্চয়ের আশা করেছি। তাতে কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছি, তা বল্‌তেই পারি না। তবে এইমাত্র দেখ্‌তে পাচ্ছি, স্বয়ং পুণ্যময় অধম ভক্তদাসের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তিনি ঘৃণা না ক'রে তার উত্তর দেন। আর যখন-তখন পাপচক্ষে তার মনোমোহন মুর্ত্তিখানি দেখ্‌তে পাই। অঙ্গনাগণ, তাই আমার পরম পুণ্য, পরম সৌভাগ্য। তবে তোমরা আমার বেশ দেখে আমাকে যে ভণ্ড ভেবেছ, আমি বাস্তবিকই তাই; লোকের নিকট ভণ্ডামি ক'রে কেবল মূর্খতা প্রকাশ করি। যারা চেনে, তারা ভাঙা কাচ যেমন আবর্জ্জনাময় স্থানে নিক্ষেপযোগ্য, আমি ভাবি, আমার নির্গুণতার জন্য আমিও তেমনি সকলের অনাদর্য্য।

১ নারী। তুমি যখন পাণ্ডবপক্ষীয়, তখন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী; যদি যুদ্ধ করতে অভিলাষ কর, তবে অস্ত্র গ্রহণ কর, প্রস্তুত হও।

ভক্তদাস। এই ত, বামা! আমি ক্ষণেক পূর্ব্বেই তোমাদের নিকট পরাজয় স্বীকার কর্‌লাম। তোমরা অজেয়া অবধ্যা জেনেই ত আমি নারীসঙ্গকে বিষজ্ঞানে পরিহার করেছি।

১ নারী। তোমার মত পাণ্ডবেরাও কি হীনবল?

ভক্তদাস। মহীলতা কালসর্পের সঙ্গে থাক্‌লেও তার দংশন-শক্তি জন্মায় না, তা' ব'লে কালসর্পও কি তাতে বঞ্চিত হয়? অবলে! পাণ্ডবেরা বীরত্বের পূর্ণ অবতার; আমি তাদের একটা ভীরুমতি দাস ব'লে, তারাও কি বীররসে বঞ্চিত?

১ নারী। তবে যাও, তোমাদের পাণ্ডবগণকে প্রস্তুত হ'তে বল গে, রমণীগণ আজ তা'দের বাহুবল পরীক্ষা কর্‌বে।

ভক্তদাস। যুদ্ধে তারা চির প্রস্তুত; এখন তোমরা আত্মরক্ষার্থে সতর্ক হও। [প্রস্থান।

বীরার প্রবেশ।

বীরা। পূর্ণোদ্যমে, পূর্ণ তেজে, পূর্ণ সাহসেতে,
চল্ সবে, চল্ সবে শত্রুর সম্মুখে।
এতদিন রণ-শিক্ষা করেছি যতনে,
পাণ্ডবে দেখাব আজ শিক্ষার সাধনা।
বিশ্ববাসী নেহারিবে বিস্মিতনয়নে,
কত শক্তি ধরে নারী মৃণাল বাহুতে।
বামা মোরা, চিরদিন স্নেহের প্রতিমা,
অরাতি দলনে আজি অন্তর হইতে
দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিব অকাতরে।
নিষ্ঠুরতা নির্ম্মমতা ধরি' হৃদয়েতে
স্থিরলক্ষ্য হ'ব আজ বিপক্ষ-বিজয়ে।
যে হৃদয় জীব-দুঃখে সতত কাতর,
সে হৃদয় অস্ত্রাঘাতে না টলিবে আজ।
লজ্জা, ধর্ম্মরক্ষা তরে যে বাহু সৃজন,
সেই বাহু নিয়োজিব অস্ত্রচালনায়।
আধ বুলি যেই মুখে করি উচ্চারণ,
সেই মুখে বীর-গীত গাহিব গৌরবে।
নিন্দিয়া মরাল করী যে পদের গতি,
সেই পদ উল্কাবেগে ধাবে শত্রু পিছে।
আয়, আয়, আয় তোরা অঙ্গনা সকলে,
বীর-দর্পে কাঁপাইব অরাতির হৃদি।

[নারীগণ ও বীরার প্রস্থান।

[রণবাদ্য]

যুদ্ধ করিতে করিতে সাত্যকি ও বাসন্তীর প্রবেশ।

সাত্যকি। না হোস্—না হোস্ ক্ষান্ত, আয় পুনর্ব্বার,
এইবার রণ-সাধ মিটাইব তোর।

বাসন্তী। আর কেন আস্ফালন, ভীরু! কাপুরুষ!
নিমেষে ত সব অস্ত্র ছেদিনু তোমার।
এখনও শক্তি মম পার নি বুঝিতে?
রণস্থল পরিহরি করহ প্রয়াণ,
আমার সঙ্গেতে যোঝা তব সাধ্য নয়।

সাত্যকি। গোটা কত বাণ তুই করিয়ে ছেদন,
ভাবিলি কি সাত্যকিরে করিলি বিজয়?
সামান্য মৃত্তিকাস্তূপ করি উল্লঙ্ঘন,
ভাবিলি কি হিমালয় লঙ্ঘিলি অবলা?
নারী-হৃদে অল্প যশে ঘটে অহঙ্কার,
চাঞ্চল্যে আকুলা হয়, জানি তাহা—যেন
পিপীলিকা পক্ষ পায় মৃত্যুর কারণ।

বাসন্তী। আত্ম-গরিমায় মিছে না মাতিও আর,
যত শক্তি তব দেহে বুঝিয়াছি আমি।
এতদিন পড় নাই বীরাঙ্গনা হাতে,
তাইতে বীরের দর্পে কর বিচরণ;
আজ কিন্তু সব দর্প চূর্ণ হবে তব।
হয় মানি পরাজয় ত্যজি রণ-ভূমি,
পলাও মুখেতে মাখি কলঙ্কের কালি;
নহে মরণের পথে হ'তে অগ্রসর
এইবার স্মর তুমি ইষ্ট-দেবতায়।

সাত্যকি। অসহ্য, অসহ্য—নারী! বাক্য-বাণ তোর।
বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বান্বিতা হতেছিস্, বামা ;
না জানিস্ হীনবুদ্ধে! সম্মুখেতে তোর
গর্ব্বখর্ব্বকারী আমি কৃষ্ণের আত্মীয় ?
নারীজ্ঞানে এতক্ষণ উপেক্ষা করেছি,
এইবার আয়, বামা! পূর্ণ বলে আমি
হলাম প্রস্তুত তোর দর্প চূর্ণিবারে,
অবলা বলিয়া আর না করিব ক্ষমা।

বাসন্তী। বাসন্তী কাহারো কাছে ক্ষমা নাহি চায় ;
বিশেষতঃ তোমা সম বিজিতের সনে।
ক্ষমা কি! ঘৃণা করি কহিতে বারতা,
এইবার একেবারে নিরস্ত্র করিব।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম ও বীরার প্রবেশ।

বীরা। কেন বীর!
যুদ্ধকালে অকস্মাৎ হইলে নীরব ?

ভীম। অজ্ঞানা অবলা অতি সুকোমলকায়া,
কোন্ লাজে বীর হ'য়ে আঘাতিব তোরে ?
জগৎবিজয়ী আমি বীর বৃকোদর,
তোর সঙ্গে সাজে কি রে আমার সংগ্রাম ?
সমরের নীতি, মূঢ়ে! কি জানিস্ তুই ?
এ জীবনে কার সঙ্গে করেছিস্ রণ ?
নারী তুই রন্ধনেতে সক্ষম বলিয়ে

যুদ্ধ-সাধ করা মাত্র আশার ছলনা।
হরিদ্রা, মরীচ, জীরা পিষিস্ শিলেতে,
রন্ধনশালায় বসি করিস্ রন্ধন,
ইন্ধন যোগায়ে দিস্ উনানের মুখে ;
অগ্নি-তাপে দহি কিংবা ধূম লাগি চোখে,
অভিমানে বিরলেতে করিস্ রোদন,
বীরত্বের পরিচয় এই ত তোদের ?
ভীমের সঙ্গেতে তোর যুদ্ধের বাসনা ?
হাসি পায় আশা দেখে, ঘৃণা আসে প্রাণে।

বীরা। থাক্ বীর ! বাক্যব্যয়ে কাজ নাহি আর।
নারী বটে, তোমা সম হীনবল বীরে
পারি আমি অনায়াসে করিতে বিজয়।
রন্ধনশালায় মোরা রন্ধনকারিণী,
সংগ্রাম স্থলেতে হই শত্রু-সংহারিণী।
যে হস্তেতে শিলা সনে সতত আলাপ,
সেই হস্তে শত্রুনাশে নিয়ত প্রবল।
সম্মার্জ্জনী ধরি যাহা জঞ্জাল ঘুচায়,
সেই হস্ত শত্রু বক্ষে করে বজ্রাঘাত।
যেই চক্ষু ধূম লাগি অশ্রুপূর্ণ হয়,
সেই চক্ষু নাচে সুখে কবন্ধ হেরিয়া।
যেই নারী সহজেই লজ্জাবতী হয়,
তোমার সমান বীরে দূরে খেদাইব !
বাক্যেতে কি কাজ মিছে, হও অগ্রসর,
প্রত্যক্ষেতে পরিচয় পাইবে তাহার।

ভীম। তা' হ'লে বুঝিনু, বীরা, এতদিন পরে
নিতান্তই কালপূর্ণ হইয়াছে তোর।

বীরা। আমিও বুঝিনু, ভীম, এতদিন পরে
পাণ্ডবের মৃত্যু-পথ পরিষ্কৃত এবে।

ভীম। সাবধান, দুর্ব্বিনীতে! ভীম ক্রোধানলে
না পাবি নিস্তার তুই। পুনরায় যদি
এ হেন গর্ব্বের কথা আনিস্ বদনে।

বীরা। অথবা বাঁধিয়া তোমা লৌহের শৃঙ্খলে
প্রমীলার কারাগারে করিব প্রেরণ।

ভীম। বড় গর্ব্ব, বড় তেজ নাহি সহে আর,
আয় বামা শেষ আশা পূর্ণ করি তোর।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

বেগে মানবকের প্রবেশ।

মানবক। সর্ব্বনাশ! পালাই কোথা দিয়ে? চারিদিকেই যে নারীসেনা, যেন মেঘে তারা ফুটে গেছে, বাঁচ্‌বার আর চারা দেখ্‌ছি না, এবার নিতান্তই প্রাণহারা হ'তে হ'লো; এখন মা তারা, মা তারা ব'লে দৌড় দেবো না কি? তাতেই বা বাঁচ্‌ব কিসে? এতগুলো মাগীর চোখে কি ধূলা দিতে পার্‌ব? আহা, এমন সময়ে পাখা থাক্‌লে সেই বাগানে উড়ে যেতাম। তাই ত বলি, মানুষের চেয়ে পাখী হওয়া ভাল। ওদিকে সাত্যকি, বৃকোদর, সকলেই যুদ্ধে মেতে গেছে। বাণ-টান্ ছিট্‌কে এসে লেগে যাবে না ত? দূর হোক্, আমি একটু ছুটে ঐ অশথ গাছটার আড়ালে লুকোই গে। ও কে! একটা মাগী এইদিকে আস্‌ছে নয়? হাতে আবার অস্ত্র দেখ্‌ছি; অভিপ্রায় ত বুঝ্‌তে পার্‌লুম না!

বীরার প্রবেশ।

বীরা। কে তুমি ?

মানবক। আমি, গো, আমি। কি আশ্চর্য্য, আমায় তুমি এখনও চিন্‌তে পার্‌ছ না ?

বীরা। তুমি কে যে, তোমায় চিন্‌ব ?

মানবক। আমি যে সেই গো! কেন, আমি ত তোমায় বেশ চিন্‌তে পার্‌ছি।

বীরা। আমি কে, বল দেখি ?

মানবক। তুমি, তুমি—বিলক্ষণ, আমি তোমায় খুব চিনি, তোমার ছেলের নাম পর্য্যন্ত জানি।

বীরা। আমার ছেলেকে তুমি দেখ্‌লে কোথায় ?

মানবক। আহা, তোমাদের বাড়ীতে যে আমি অনেক দিন থেকে যাতায়াত করছি গা! তোমার বিয়ের সময় আমিই ত মন্ত্র বলিয়েছিলাম।

বীরা। আমার স্বামীর নাম কি ?

মানবক। তোমার স্বামীর নাম—তুমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রো দেখি, সে আমায় ঠিক চিন্‌তে পার্‌বে।

বীরা। যদি চিন্‌তে না পারে ?

মানবক। আমি ত আবার যাচ্ছি ?

বীরা। হাঁ, হাঁ মনে পড়েছে, আমার ছেলে যখন-তখন তোমার কথা বলে।

মানবক। কেন বল্‌বে না, সে যে আমায় ভাল রকম চেনে।

বীরা। তার পর আমাদের বিয়ের বিদায় এখন বাকী আছে।

মানবক। হাঁ—হাঁ, এইবার মনে পড়েছে ? শীঘ্রই তোমাদের বাড়ীতে যাব।

বীরা। রাস্তা মনে আছে ত ?

মানবক। জিজ্ঞাসা ক'রে যাব ।

বীরা। কি ব'লে জিজ্ঞাসা করবে ?

মানবক। বল্‌ব, এই সেদিন যার বিয়ে হ'ল, একটী ছেলে হয়েছে—

বীরা। আমার ইচ্ছা, আমি এইখানেই তোমাকে বিদায় ক'রে দিই।

মানবক। তা' হ'লে ত সোনায় সোহাগা হয়। আর আমার প্রকৃত পাওনা ত বটে ? আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পুত্রটী চিরজীবী, আর সর্ব্বগুণবান্ হোক্। আমার আশীর্ব্বাদ বাহুল্য—এমন দয়াবতী যার মা, সে কি আর গুণবান্ না হবে ? আম গাছে কি আর কামরাঙ্গা ফল্‌বে ?

বীরা। তবে প্রস্তুত হও। [অসি নিষ্কাসন]

মানবক। ও কি ?

বীরা। ঘাড় পেতে দাও, আজ মায়ের কাছে নরবলি দেবো।

মানবক। সর্ব্বনাশ ! আমাকে সংসার থেকে একেবারে বিদায় ক'রে দেবে না কি ?

বীরা। তাই ত তুমি চাও।

মানবক। না বাছা ! আমার বিদায়ে কাজ নাই, তোকে সব ছেড়ে দিলাম। [গমনোদ্যোগ]

বীরা। [মানবকের অঙ্গে স্থানে স্থানে অসি স্পর্শ করাইয়া] কেন ঠাকুর ! এত দয়া ? চ'লে যাও যে—আমার স্বামী তোমাকে ডাক্‌ছে।

[ঐ ভাবে উভয়ের প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন ও প্রমীলার প্রবেশ।

প্রমীলা। কেমন অর্জ্জুন! এইবার আমার বাহুবল বুঝ্‌লে ত? এখনও যদি জীবনের সাধ থাকে, তবে অশ্বের আশা পরিত্যাগ ক'রে হস্তিনায় ফিরে যাও। অন্য অশ্ব ল'য়ে অশ্বমেধ পূর্ণ কর। না হয়, অশ্বমেধের অকালে সমাপ্তি কর গে।

অর্জ্জুন। কেন প্রমীলা, তুমি কি মনে কর, পাণ্ডবগণ তোমার নিকট হ'তে যজ্ঞীয় অশ্ব গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে না?

প্রমীলা। বলে ত নয়, তবে যদি ভিক্ষা চাও ত—দিতে পারি।

অর্জ্জুন। কি—পাণ্ডবগণ তোমার মত একজন সামান্য অবলার নিকট হ'তে অশ্ব ভিক্ষা চাইবে?

প্রমীলা। নতুবা যা' আগে বল্‌লাম; তাই তোমাদের শেষ করণীয়।

অর্জ্জুন। প্রমীলা, তুমি যতই প্রাণপণে যুদ্ধ কর, অশ্ব রক্ষা কর্‌তে কিছুতেই সমর্থ হ'বে না।

প্রমীলা। তোমাদেরও শক্তি নয় যে, অশ্ব নিজ পরাক্রমে গ্রহণ কর্‌বে।

অর্জ্জুন। এখনই জান্‌তে পার্‌বে, সে শক্তি আছে কি না। যে অর্জ্জুন বাহুবলে ত্রিভুবন জয় করেছে, যে অর্জ্জুনের অজেয় শক্তিতে যাবতীয় নরপতিবৃন্দ পাণ্ডবের বশ্যতা স্বীকার করেছে, যে অর্জ্জুনের অস্ত্রতেজে মহাবীর কর্ণ, মহাবীর ভগদত্ত মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়েছে—তুমি কি ভাব, সেই অর্জ্জুন তোমার নিকট পরাজিত হবে? প্রমীলা, তোমার মত অবলাকে অর্জ্জুন হেয়জ্ঞান করে। কেশরী কুক্কুরীর চীৎকারে বিচলিত হয় না, তোমার অসার দর্পে আমিও কিছুমাত্র ভীত নই।

প্রমীলা। অর্জ্জুন, তুমি আপনাকে যে ক্ষমতার অধিকারী ব'লে গর্ব্ব কর, সে ক্ষমতা, সে গুণ তোমাতে বিন্দুমাত্র নাই। আর তুমি যে

কিরূপে কর্ণপ্রভৃতি বীরগণকে পরাজয় করেছিলে, তা' আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। তারা বোধ হয়, তবে একেবারেই হীনবল ছিল। তা' না হ'লে, এই ত তোমার সামর্থ্য, এই ত তোমার অস্ত্রশিক্ষা, এতেই তুমি ত্রিলোকবিজয়ী বল্‌ছ; কিন্তু আমি জানি, তোমার সে অহঙ্কার বৃথা! কেন না, আজ প্রমীলার হস্তে তোমার পরাজয় সংঘটন অবশ্যম্ভাবী।

অর্জ্জুন। প্রমীলা, ও দুরাশা ভুলে যাও, সহ্মানে আমাদের অশ্ব প্রত্যর্পণ কর। আমি যে অস্ত্রে নিবাত কবচের নিপাত সাধন করেছি, সেই অস্ত্রে তোমাদের মত কোমলকায়া রমণীকে বিদ্ধ ক'রে বীর-গর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌তে চাই না। তুমি আমাকে কি তুচ্ছ ভয় দেখাচ্ছ? যে অত্যুন্নত গিরি আরোহণ কর্‌তে পারে, সে কি নিম্নতম বালুকা-স্তরে আরোহণ কর্‌তে অসমর্থ?

প্রমীলা। বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন প্রলাপ বকে, পার্থ, মদগর্ব্বে আজ তুমিও তেমনি বক্‌ছ। আমি এখনি প্রলাপের বিলোপ সাধন কর্‌ব। এখন এস, বাহুবলের পরীক্ষা দাও।

অর্জ্জুন। প্রমীলা, যদি তুমি পাণ্ডবের বশ্যতা স্বীকার না কর, তবে ব'লে রাখ্‌ছি, আমরা অবলা ব'লে তোমায় কিছুতেই ক্ষমা কর্‌ব না।

প্রমীলা। উন্মত্ততা আর কারে ব'লে? পার্থ, কে তোমার ক্ষমার প্রার্থিনী? উন্মাদ যেমন মনে মনে আপনাকে কখন সুখী, কখন জয়ী, কখনও ধনী ভেবে অলীক আনন্দিত হয়, আজ তোমাকেও ঠিক সেইরূপ দেখা যাচ্ছে। হাতে যখন অস্ত্র বর্ত্তমান, তখন আর কাপুরুষের মত আড়ম্বরে প্রয়োজন কি?

অর্জ্জুন। তবে প্রস্তুত হও।

প্রমীলা। চির প্রস্তুত। [ধনুর্যুদ্ধ]

প্রমীলা। এই দেখ, অর্জ্জুন, তোমার অস্ত্র ছেদন কর্‌লাম।

অর্জ্জুন। আচ্ছা, আমি পুনর্ব্বার নাগপাশ অস্ত্র নিক্ষেপ কর্‌লাম, এই অস্ত্রে এইবার তুমি বন্দিনী হবে। ঐ দেখ, অস্ত্র শত শত সর্প সৃজন ক'রে তোমার দিকে প্রবলবেগে ধাবিত হচ্ছে।

প্রমীলা। এই আমি ময়ূরবাণে তোমার ও অস্ত্র ব্যর্থ কর্‌লাম। ঐ দেখ, পার্থ, আমার বাণ হ'তে শতশত ময়ূর সৃজিত হ'য়ে সকল সর্পকে ভক্ষণ ক'রে উল্কাবেগে তোমার অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, এইবার তোমার জীবনাশা বিড়ম্বনা।

অর্জ্জুন। এই দেখ, প্রমীলা, আমি অগ্নিবাণে তোমার সকল ময়ূরকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত কর্‌লাম। ঐ অগ্নিতে এইবার তোমাকে দগ্ধ হ'তে হবেই হবে। এইবার তুমি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ কর।

প্রমীলা। এই দেখ, পার্থ, আমি মেঘবাণে সকল অগ্নি নির্ব্বাপিত কর্‌লাম। এইবার বৃষ্টিধারায় তোমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

অর্জ্জুন। এই দেখ, আমি পবনাস্ত্রে তোমার মেঘকে অপসারিত কর্‌লাম। এইবার প্রবল প্রভঞ্জনে তোমাকে স্থানান্তরিত কর্‌বে।

প্রমীলা। এই দেখ, আমি পর্ব্বতাস্ত্রে তোমার প্রভঞ্জনের বেগ গতিরোধ কর্‌লাম; এইবার সাবধান হও, ঐ পর্ব্বত-চাপনে তোমাকে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হ'তে হবে।

অর্জ্জুন। এই দেখ, প্রমীলা, আমি বজ্রবাণে তোমার পর্ব্বতাস্ত্রকে ছেদন কর্‌লাম। এইবার বজ্রপতনে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।

প্রমীলা। এই দেখ, কিরীটি! আমি শিবদত্ত রক্ষিণী অস্ত্রে তোমার বজ্রাস্ত্রকে নিমেষমধ্যে বিফল ক'রে দিলাম। এইবার কত শক্তি আছে, জীবন রক্ষা কর।

অর্জ্জুন। [সচকিতে] কি ভয়ঙ্কর বাণ! দেখ্‌লেও প্রাণ আতঙ্কে

অধীর হয় ; প্রাণের আশা অন্তর হ'তে অন্তর্হিত হ'য়ে যায় ! আমি অস্ত্রক্ষেপণে শীঘ্রই ঐ বাণকে নিবৃত্ত করি, নচেৎ রক্ষা নাই। [পুনঃ পুনঃ বাণক্ষেপণ] না, না কিছুতেই ও বাণ ছেদন কর্‌তে পার্‌লাম না। যত অস্ত্রনিক্ষেপ কর্‌ছি, ঐ অপূর্ব্ব বাণাগ্নিতে সকলই ভস্মীভূত হ'য়ে যাচ্ছে। না—প্রমীলাকে জয় কর্‌তে পার্‌লাম না; এখন যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয়ঃ। [অর্জ্জুনের পলায়ন]

প্রমীলা। যাও অর্জ্জুন, যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে প্রাণভয়ে পলায়ন কর। এতদিনের পর আমার রণশিক্ষা সার্থক হ'ল। এখন গৃহে গিয়ে শিবপূজা করি গে। আশুতোষ আজ আমার প্রতি একান্ত সদয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর।

পাটনীর প্রবেশ।

পাটনী। [স্বগত] তাই ত, এত বেলা হ'লো, একজন পারার্থীও ত এলো না ? তবে কি আজ এক পয়সাও রোজগার হবে না ? এক-এক দিন এমন ভিড় হয়, একা পার ক'রে পেরে উঠি না, আবার এক-একদিন একজনও আসে না, এ বড় আশ্চর্য্য ! আজ যদি একটী পয়সাও উপায় করতে না পারি, আমার ছেলেপিলে খাবে কি ? ঘরে গৃহিণী আমার পথ চেয়ে ব'সে আছে ; সর্ব্বদাই ভাব্‌ছে—এইবার বুঝি পাটনী পয়সা নিয়ে আস্‌ছে ; কিন্তু আমি যে এখানে একটী কড়িও পাই নি, তাকি সে জান্‌তে পার্‌ছে ? আমাদের না হয়, এক-আধদণ্ড দেরী হ'লে

ক্ষতি নেই, ছেলেরা যে ক্ষিধেয় কান্নাকাটি লাগিয়ে দেবে! কাল অনেক পয়সা রোজগার হয়েছিল; তার কিছু যদি রেখে দিতাম, তা' হ'লে আজ এমন ক'রে ভাব্‌তে হ'তো না। নীচজাতি লোকের স্বভাবই এই। যেদিন যা' উপায় করবে, সেদিন তা সমস্তই খরচ করবে—কাল যে কি হবে, তা' একবারও ভাব্‌বে না। সেইজন্যই ত আমাদের চিরদৈন্য। যতদিন আমাদের জাতি সঞ্চয় করতে না শিখ্‌বে, ততদিন কারও দারিদ্র্য ঘূচ্‌বে না। এখনও ঘণ্টা খানেক সময় আছে, দেখি, এর ভিতরে যদি কেউ আসে। আবার খালি দাঁড় হাতে ক'রে ব'সে থাক্‌তেও ভাল লাগে না—ব'সে ব'সে সেই গানটা গাই।

গীত।

দিন ফুরাল, সম্‌ঝে চল, ইহকাল পরকাল হারায়ো না।
শরীর-পিঞ্জরে জীবন-বিহঙ্গ চিরদিন ব'সে থাক্‌বে না ॥
জপ তপ কর কি, মরণে হুঁসিয়ার, যমদূত-বন্ধন তাড়না;
(অতি) বিনয়-বধির তারা কেশে ধ'রে ল'য়ে যাবে, মিনতি কাহিনী শুন্‌বে না।
মাতা, পিতা, সহোদর, দারাসুত পরিবার, আমার আমার মিছে ধারণা।
একাকী এসেছ, একাকী যেতে হবে, কারও সাহায্য-আশা ক'রো না ॥
স্বকর্ম্মে এই কর্ম্মভূমি' পরে, নিতিনিতি যাতায়াত লাঞ্ছনা।
কহে ভবতারণ, ভজ ভবতারণ, দূর হবে সংসার-যন্ত্রণা ॥

পাটনী। [অদূরে কৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া] ঐ যে কে একজন এইদিকে আস্‌ছে। ও বোধ হয়, পারার্থী, নইলে নদীর দিকে আস্‌বে কেন। দেখা যাক্, ঈশ্বর কি আমাদের উপর একেবারে নিদয় হবেন?

কৃষ্ণের প্রবেশ।

পাটনী। এই যে এইদিকেই আস্‌ছে, বয়সে বালক ব'লেই বোধ হচ্ছে। মরি, মরি! কি সুন্দর রূপ! কালরূপেই যেন ধরা আলো ক'রে দিয়েছে।

জগতে অনেক প্রকার রূপ দেখেছি, কিন্তু এমন নীরদনিন্দিত রূপ কখনও দেখি নাই। আকাশে এক চাঁদ, এর চরণাকাশে যেন দশ চন্দ্র পূর্ণভাবে বিরাজ কর্‌ছে। আকাশে এক রবি, এর কর-নখরে যেন দশ রবির উদয় হয়েছে। মুখখানি শান্ত, অথচ ভাবমাখা। বর্ণ শ্যামল কিন্তু উজ্জ্বল দীপ্তিময়। নীলাকাশকে নানা রঙের মেঘে ঢাক্‌লে যেমন অপরূপ শোভাময় দেখায়, সুনীল দেহে নানারূপ পরিচ্ছদ পরায় একেও ঠিক সেইরূপ দেখাচ্ছে। নীলিম গগনে ইন্দ্রধনুর সৃজন হ'লে যেমন সুন্দর শোভা ধারণ করে, ওর গলদেশ হ'তে বক্ষবিলম্বিত মুক্তার মালাও তেমনি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ কর্‌ছে। মেঘের উদয় হ'লে জীবের যেমন আতপ-তাপ বিদূরিত হয়, ঘুচে গেল—ঐ নীরদনিন্দিত রূপ দেখে আমারও সেইরূপ ত্রিতাপ জ্বালা ঘুচে গেল।

কৃষ্ণ। [নিকটস্থ হইয়া] কর্ণধার, আমায় পার ক'রে দাও।

পাটনী। সত্যই ত, আমাকে পার ক'রে দিতে বল্‌ছে। ওর কাছ থেকে পারের মূল্য চাইতে যেন আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে। কিন্তু কি করব, না চাইলেও যে খাবার উপায় হবে না; আবার মূল্যের কথা বল্‌তেও মুখে কথা সর্‌ছে না। না, ব্যবসায়ী হ'য়ে পয়সা চাইতে লজ্জা কর্‌লে চল্‌বে না। পারের দাম নিয়ে তবে পার করব।

কৃষ্ণ। কর্ণধার, আমায় পার ক'রে দাও।

পাটনী। পারের কড়ি দাও, তা' হ'লেই পার ক'রে দিচ্ছি।

কৃষ্ণ। পাটনি, আমার সখা বড় বিপদে প'ড়ে আমাকে ডাক্‌ছে, তাই আমি তাড়াতাড়ি চ'লে আসছি, পয়সা নিতে ভুলে গেছি, তা' ব'লে তুমি কি আমায় পার ক'রে দেবে না, ভাই ?

পাটনী। পারের দাম না পেলে আজ আমি কারেও পার করব না।

কৃষ্ণ। তুমি ত সকলের কাছেই দাম নাও, না হয় আমার কাছে না নেবে।

পাটনী। তুমি আমার কোন্ বন্ধু, আর তারা পর—যে তাদের কাছে দাম নেব, তোমার কাছে নেব না? ও আব্দার ছেড়ে দাও।

কৃষ্ণ। তবে আমি আর একদিন এসে দিয়ে যাব।

পাটনী। বটে আর কি! তোমার ঘর কোথা, তুমি কে, তা কে চেনে যে, তোমায় পার ক'রে দেবো, তার পর না দিয়ে যাও ত, পয়সার জন্যে তাগাদা করতে তোমার বাড়ী ছুট্‌তে হবে? আমি অমন ধারে কাজ করি না; পার, নগদ পয়সা ফেল, না হয় আস্তে আস্তে রাস্তা দেখ।

কৃষ্ণ। কর্ণধার, আমি মিথ্যাকথা বল্‌ছি না, ঠিক দিয়ে যাব।

পাটনী। কি মুস্কিল! বড় যে ছেঁড়াছেঁড়ি আরম্ভ করলে দেখ্‌তে পাই! বলি, তুমি কে আগে তা' বল দেখি?

কৃষ্ণ। পাটনি, আমি পরিচয় দিলে তুমি কি আমায় চিন্‌তে পার্‌বে?

পাটনী। ঠিক পার্‌ব, তোমার বংশের অন্ততঃ একজনকেও আমি একসময়ে পার ক'রে দিয়ে থাক্‌ব।

কৃষ্ণ। পাটনি! আমার বংশের কেউ তোমার কাছে পার হ'তে আস্‌বে না। আমাদের বংশে এমন একজন পাটনী আছে, সে জীবকে মহা মহা পারাবার পার ক'রে দেয়। পাটনি, তুমি আমাকে চিন্‌তে পার্‌বে না। দেখ, আমি সকলকে চিনি, কিন্তু আমাকে কেউ সহজে চিন্‌তে পারে না। আমার ঘর বাড়ীর অন্বেষণ করতে কোথাও যেতে হবে না, যখন যেখানে তোমার অভাব ঘট্‌বে, তুমি সেইখানে দাঁড়িয়ে আমার নাম ক'রে

ডেকো, আমি সেইখানে গিয়েই তোমার অভাব মোচন ক'রে আস্‌ব।

পাটনী। অনেক রকম কপট দেখেছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত কপট কখনও চোখে পড়ে নি। ঘরবাড়ী কোথা তা বল্‌বে না, নাম কি তা শোনাবে না; অথচ তুমি এমন ভাল মানুষ যে, তোমাকে ডাক্‌লেই তুমি এসে দাম মিটিয়ে দিয়ে যাবে। দেখ, ওসব চাতুরী আমার কাছে চল্‌বে না। আমি অনেক দিন হ'তে এই কাজ কর্‌ছি, অনেক লোকের ব্যাভার জানি। তোমার এই অল্প বয়েস, এই বয়সেই এত ছলনা শিখেছ? না জানি বয়স হ'লে লোকের চুরি-ডাকাতি কর্‌বে কি না! তার পর বল্‌লে, তোমাদের বংশেও একজন পাটনী আছে, লোককে মহা মহা সাগর পার ক'রে দেয়; তবে তাকে সঙ্গে না নিয়ে আমার কাছে পার হ'তে এসেছ কেন?

কৃষ্ণ। কর্ণধার, বৈদ্য রোগীর রোগ আরোগ্য করে, কিন্তু যদি সে নিজেই রোগগ্রস্ত হয়, তখন উপায় কি বল দেখি?

পাটনী। এই এক ধাঁধায় ফেল্‌লে দেখ্‌ছি! কেন, তখন সে অন্য বৈদ্যের আশ্রয় নেবে।

কৃষ্ণ। আমারও ঠিক সেই দশা ঘটেছে।

পাটনী। জুয়াচোর লোকের কথা এম্‌নিই একটু মিষ্ট হয়; এ বালকেরও দেখ্‌ছি তাই। রূপটী যেমন মনোমোহন, গুণ যদি তেমন হ'তো, মনে যদি ছলচাতুরী না থাক্‌ত, তা' হ'লে সকলে একে খুব আদর কর্‌ত। কমল কোমল হ'লে কি হয়, কণ্টকের জন্যই ত অনেকে তাকে হাতে নিতে চায় না।

কৃষ্ণ। ভাই রে! তবে কি তুমি আমায় এখন পার ক'রে দেবে না?

পাটনী। তা'তে আমার লাভ কি হবে?

কৃষ্ণ। পারি! তা' হ'লে আমিও তোমাকে একদিন এর প্রতিদান দেবো। এ তো সামান্য নদী, আমি যেমন তোমাকে পার ক'রে দেবার জন্য বার বার অনুরোধ করছি, তুমিও তেমনি একদিন এর চেয়েও এক ভীষণ নদীর কূলে গিয়ে "কর্ণধার, আমাকে পার ক'রে দাও, কর্ণধার, আমাকে পার ক'রে দাও," ব'লে আকুলপ্রাণে আমায় ডাক্‌তে থাক্‌বে; ভাই রে! সেইদিন আমিও তা' হ'লে তোমাকে আমার মত সেই অপার ভব-পারাবার পার ক'রে দেবো। পাটনী রে! এ নদী পার কর্‌তে অনেক পাটনী আছে, কিন্তু সে নদী পার কর্‌তে আমি বই আর কেহ নাই।

পাটনী। তবে কি তুমি সেই ভবসাগরের কাণ্ডারী? আমি তোমাকে এই নদী পার ক'রে দিলে, ভব-নাবিক! তুমি দয়া ক'রে সত্যসত্যই কি আমাকে সেই অপার ভব-পারাবার পার ক'রে দেবে? দয়াময়! আমি এতক্ষণ তোমায় চিন্‌তে পারি নি, তাই যিনি জীবনের পারাবারের কর্ত্তা, ভ্রান্তিতে প'ড়ে আজ তাঁর নিকট হ'তে তুচ্ছ নদীপারের মূল্য চাইলাম! গুণধর, নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর। আমি নীচজাতি, তোমার গুণ কেমন ক'রে জান্‌ব? অধম অজ্ঞান জেনেও কি আমার সঙ্গে এমন ছলনা কর্‌তে হয়? হরি হে! তুমি নিজমুখেই স্বীকার কর্‌লে, আমি সেই আশাতেই আশান্বিত থাক্‌লাম; তবে দেখো, দয়াময়! যেদিন ভবনদীর কূলে গিয়ে "কোথায় ভব কর্ণধার" ব'লে কাতরকণ্ঠে তোমায় ডাক্‌ব, শ্রীকণ্ঠ হে! সেইদিন দয়া ক'রে ঐ চরণ-তরি দানে আমাকে সেই ভবপার পার ক'রে দিয়ো! গুণনিধি! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার ঐ রাঙা চরণে শুধু এই নিবেদন কর্‌ছি।

গীত।

যদি এলে কাণ্ডারী ! এই নিবেদন করি।
দেখো দেখো হরি রেখো দীনে
যেন জীবনান্ত দিনে কৃতান্তবারি ॥
আজি যেমন তোমায় ক'রে দিব পার,
সেই দিনেতে দেখো ভব-কর্ণধার ! অপার পারাবার,—
এলাম আশীলক্ষবার—(হরি হে)
লক্ষ্য কর এইবার, কমলাক্ষ তুমি ভব-ভয়হারী ॥
মাঝি ব'লে যদি দাও কিছু শিরোপা,
শিবের শিরোমণি দাও আমার শিরে পা, হোক্ এই কৃপা ;—
আমার ভব-দুঃখ বারণ (হরি হে)
কর ভবতারণ, ভবতারণ দীনের ভার তোমারি ॥

কৃষ্ণ। তবে এইবার আমায় পার ক'রে দাও।

পাটনী। আর কি হরি আমায় বল্‌তে হবে ?

কৃষ্ণ। তবে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ ?

পাটনী। বড় সন্দেহে পড়েছি ; তোমার যে রাতুল চরণকে বিশ্ব-বাসী পূজা করে, যে পদ হৃদয়ে ধারণ কর্‌বার জন্য জগৎ লালায়িত, যে পদ ভাবনা ক'রে ব্রহ্মা-শিব কৃতার্থ, সেই শিবারাধ্য পদকে আমি কেমন ক'রে কঠিন কাষ্ঠে স্থান দেবো, এই ভেবে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগ্‌ছে। পাছে, চরণে আঘাত পেয়ে আমার প্রতি বিরূপ হও, এই ভাবনায় আমার হৃদয়ে বড় ভয় হচ্ছে। না হরি ! তোমার কাষ্ঠতরী আরোহণ ক'রে কাজ নাই ; তুমি যে মা লক্ষ্মীর বক্ষের ধন ; এস, আমার বক্ষে ঐ যুগল পদ স্থাপন কর, আমি তোমাকে বক্ষে ক'রে নদীপার ক'রে দিই, তোমার ঐ বিশ্বপূজ্য চরণদু'টী দেহে ধারণ ক'রে মানব-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করি।

কৃষ্ণ। কর্ণধার, কুণ্ঠিত হ'য়ো না, তুমি পদে কি বল, আমি ভক্তের জন্য বক্ষে পাষাণ ধারণ করি। ভক্তিতে প'ড়ে, করে পর্ব্বত ধারণ করেছিলাম। আর বিলম্ব ক'রো না, আমি বড় ব্যস্ত, শীঘ্র আমাকে পারে ল'য়ে চল।

পাটনী। তবে এস দয়াময়, আমার তরিতে আরোহণ কর। না, না অপেক্ষা কর, পদে কাদা লাগ্‌বে, আমি তোমায় কোলে ক'রে তুলে নিই। কৃষ্ণকে তরীতে আরোহণ করাইয়া] দেখ জগৎ! একবার নয়ন মিলে আমার সৌভাগ্য দেখ—যিনি জীবের ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, তিনি আজ এই অধমের দ্বারা ক্ষুদ্র নদী পার হচ্ছেন। [তরী বাহিতে বাহিতে]

গীত।

অকূল-ভব-সাগর-বারি পার হ'বি কে আয় রে আয়।
ভব-কাণ্ডারী শ্রীহরি ল'য়ে আমার ভগ্ন তরী ভেসে যায়॥
দশ ইন্দ্রিয় দশজন দাঁড়ি, কর্ম্ম গুণ ধরি জোর চালায়,—
উচ্চ আশার পাল তুলে দিয়েছি, হরি-কৃপা পবনে বেগে ধায়।
অন্ধ, আতুর, অনাথ, নিরাশ্রয়, পাপী, তাপী, আছ কে কোথায়,—
ভবতারণ ভাবে, পার নাহি পাবে, সময় ফুরাবে অবহেলায়।

কৃষ্ণ। তরি কূলে এসেছে, তবে এখানেও আমাকে ওপারের মত কোলে ক'রে নামিয়ে দাও।

পাটনী। [কৃষ্ণকে কোলে লইয়া] শান্তিময়, আর যে তোমায় কোল হ'তে নামিয়ে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে না? হরি হে! তোমাকে একবারমাত্র দর্শন-আশায় কত যোগী-ঋষি অনশনে তপস্যায় দেহপাত ক'রেও পূর্ণমনোরথ হ'তে পারে না, তুমি আজ নিজগুণে এই অভাগার

কোলে আরোহণ করেছ, এ অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য আর কি হবে? মা যশোদা ভক্তিতে তোমায় কোলে পেতেন; ভক্তির বলে তোমাকে তাড়না কর্‌তেন, তিনি জান্‌তেন যে, ভক্তির বশে আবার তোমাকে তাঁর কোলে যেতে হবে; কিন্তু শক্তিধর! আমার ত সে ভক্তি নাই; তাই ভয় হচ্ছে, তোমাকে কোল হ'তে নামিয়ে দিলে পাছে আর তুমি অভাগাকে এমন ক'রে ধন্য কর্‌তে না এস। ভক্তিহীন ব'লে আর তুমি আমায় মনে স্থান না দাও।

কৃষ্ণ। পাটনি, আমি তোমার ভক্তিতে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হয়েছি; তুমি আমাকে কোল হ'তে নামিয়ে দাও, আমি ক্ষণেকের তরেও তোমার কথা ভুল্‌ব না।

পাটনী। তবে হরি, আমি তোমার আদেশ পালন করি। [কৃষ্ণকে কোল হইতে নামাইয়া] একি! আমার কাঠের তরি সোনা হ'য়ে গেছে।

কৃষ্ণ। যাও কর্ণধার! আর তোমাকে তরী বাইতে হ'বে না। তুমি কেবল মুখে আমার নাম ক'রো, তা' হ'লে আর কোন অভাবই থাক্‌বে না; জীবনান্তে গোলোকে স্থান পাবে।

[প্রস্থান।

পাটনী। দেখো প্রভো! যেন অভাগার তাই হয়।

পাটনী-পত্নীর প্রবেশ।

পাটনী-পত্নী। কই, কি পেয়েছ দাও।

পাটনী। আজ কিছুই পাই নি; আর যা পেয়েছি, লোকে আজন্ম তপস্যা ক'রেও তা' পায় না।

পাটনী-পত্নী। কই, কি পেয়েছ দাও।

পাটনী। অভাগি! এতক্ষণ কোথায় ছিলি? যা তুই জীবনে কখনও দেখিস নি, দেখ্‌বার আশাও করিস্ নি, খানিক আগে এলে

পাপ-নয়নে তাই দেখ্‌তে পেতিস্। আমি জানি, আমি অভাগা, এখন বুঝ্‌লাম, তুই আমার চেয়েও অভাগি! অভাগি রে! আজ অনেক পুণ্যে সেই ভবনদীর কাণ্ডারীর দেখা পেয়েছিলাম, তিনি সেধে আজ এই অধমের দ্বারা নদী পার হ'য়ে গেছেন। তাঁর মোহনমূর্ত্তিখানি দেখিয়ে আমার মানবজন্ম সার্থক করেছেন। হায় গৃহিণি! জানি না, কোন্ পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতিতে আজ পূর্ণব্রহ্মকে চক্ষে দেখ্‌তে পেলাম।

পাটনী-পত্নী। তবে কি সত্যসত্যই তিনি দেখা দিয়াছিলেন? হায় নাথ! যথার্থই আমি দুর্ভাগিনী, তা' না হ'লে আজ কৃষ্ণদর্শন হ'তে বঞ্চিতা হব কেন? বল নাথ, আর কি তিনি তোমায় দেখা দেবেন না? আমি ত পাপিনী, যদি তোমার সঙ্গে থেকে তোমার পুণ্যের জোরে আমার পাপ-নয়নে তাঁর দর্শন ঘটে।

পাটনী। তিনি ব'লে গেছেন, দিবানিশি আমার নাম ক'রো, তোমাদের যখন অভাব হবে, তখন আমাকে ডেকো, আমি এসে তোমাদের সকল অভাব দূর ক'রে দেবো। এই দেখ্, তাঁর পাদস্পর্শে কাষ্ঠতরী সোনা হ'য়ে গেছে।

পাটনী-পত্নী। তবে চল, নাথ! আজ থেকে আমরা কেবল তাঁর নামই সার করব। অভাবে পড়্‌লেই সেই অভাবমোচনকারী হরিকে ডাক্‌ব, তিনি এসে আমাদের সকল অভাব মোচন কর্‌বেন। এইবার নাথ! আমরা শুধু হরিনামই সার করব।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব-শিবির।

অর্জ্জুন আসীন।

অর্জ্জুন। জানি না, অদৃষ্টে কি লেখা আছে। ত্রিলোক বিজয় ক'রে এসে আজ আমায় প্রমীলার হস্তে পরাজিত হ'তে হ'ল। আমার বীরদর্প নারী-হস্তে চূর্ণ হ'ল! আমাদিগকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত ক'রে, দাদা ধর্ম্মরাজ নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছেন। তিনি বোধ হয়, জান্‌তে পার্‌ছেন না যে, আজ রমণীর হস্তে পাণ্ডবের কি লাঞ্ছনা ঘটেছে। যে ভীমার্জ্জুনকে তিনি পাণ্ডব-গৌরব রক্ষার প্রধান ব'লে জানেন, আজ সেই ভীমার্জ্জুন তুচ্ছ অবলার হস্তে কি অপমান ভোগ করেছে! এতদিনের পর জান্‌লাম, আমাদের কলঙ্কের দিন সমাগত; তা' না হ'লে আমরা দাবানল নির্ব্বাণ ক'রে এসে সামান্য স্ফুলিঙ্গে পুড়ে মর্‌ব কেন? সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য ক'রে খদ্যোৎ দেখে ভীত হব কেন? এমন সময় সখা কৃষ্ণও নিকটে নাই, আজ এ বিপদে আমাদিগকে কে রক্ষা কর্‌বে? হে পাণ্ডব-বন্ধো! এমন সঙ্কটের সময়ে আমাদিগকে ত্যাগ ক'রে কোথা রইলে? তুমিই যে পাণ্ডবের আশা-ভরসা, তুমিই যে পাণ্ডবের জীবন-মরণের মুলাধার। সঙ্কটহারি! দেখে যাও, অকূল সঙ্কট-সাগরে প'ড়ে আজ পাণ্ডবগণ তোমাকে কত আকুল প্রাণে ডাক্‌ছে। সখা! তুমিই যে অর্জ্জুনের রক্ষাকর্ত্তা! এখন এ বিপদে তুমি ভিন্ন অর্জ্জুনকে কে রক্ষা কর্‌বে? আমার এই বিপদ্‌কালে একবার এসে দেখা দাও।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। অর্জ্জুন, এখানে বিরসমনে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছিস্? চল্, পুনর্ব্বার রণস্থলে চল্। সামান্য রমণীর হস্তে পরাজয় স্বীকার কর্‌বি? পাণ্ডবের বীরত্ব অকূল-সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে মাথায় কলঙ্কের পসরা ল'য়ে ফিরে যাবি? তার চেয়ে যদি মৃত্যু-পথগামী হ'তে হয়, তাও ভাল; তাতেও গৌরব রক্ষা হবে। আমি বেশ বুঝেছি, এতদিনের পর পাণ্ডবের পরাজয়ের দিন আগত; তা' না হ'লে যে ভীমার্জ্জুন কুরুক্ষেত্র-সমর-বিজয়ী, সেই ভীমার্জ্জুন আজ অবলার হস্তে পরাজিত হবে কেন? সবই বিধাতার ইচ্ছা। আমাদের অদৃষ্টে যদি পরাজয়ই থাকে, তবে জানিস্—সেই সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবের নামও চিরতরে বিলুপ্ত হবে। তা' হোক্, তাতে দুঃখ কি? জন্ম হ'লেই মৃত্যু আছে। তবে চির-কলঙ্কিত জীবন ল'য়ে দীর্ঘকাল জীবিত থাকার চেয়ে বীরদর্পে সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণবিসর্জ্জন শতগুণে শ্রেয়ঃ! তাই বলি, সাহসে হৃদয় বাঁধ্, ভীতিকে বিদায় দে, চল্ আবার রণস্রোতে ভাসি চল্। যে হস্তে গিরি-শৃঙ্গ চূর্ণ করেছি, সেই হস্ত কি আজ এতই দুর্ব্বল হবে? যে অস্ত্রে দিগ্বিজয় ক'রে আমরা দিগ্বিজয়ী আখ্যায় আখ্যাত, সেই অস্ত্র কি আজ এমনই অকর্ম্মণ্য হবে যে, নারীগণ আমাদিগকে পরাভূত কর্‌বে? তবে এই হস্ত আর এই অস্ত্র কি সুখে বহন করব? ঘৃণিত, লাঞ্ছিত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সমর-স্রোতে সকলই বিসর্জ্জন দেবো। অর্জ্জুন, শত্রুদলনে অগ্রসর হ'! যে গাণ্ডীবে খাণ্ডব-দাহন করেছিস্, সেই গাণ্ডীবে আজ সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ ক'রে শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ কর্, দেখি তারা কিরূপে জীবন রক্ষা করে। পার্থ রে! আজ যদি আমরা নারী হস্ত হ'তে যজ্ঞীয় অশ্ব উদ্ধার করতে না পারি, তবে শুধু তোর আমার ব'লে নয়, পাণ্ডব-বংশে চিরকলঙ্ক-কালি লিপ্ত হবে। পূর্ব্বপুরুষগণ কাপুরুষ ব'লে

আমাদিগকে অভিশাপ প্রদান কর্‌বে। আর বীর-গৌরব রক্ষায় অযোগ্য ব'লে আমাদিগকে রৌরব-নরকে পতিত হ'তে হবে। একবার পরাজিত হয়েছি ব'লে এত নিরুদ্যম হ'লে চল্‌বে না ; চল্ আর একবার দেখি ; এমন দু-একবার নয়, যতক্ষণ শত্রু বিজিত না হবে, যতক্ষণ আমাদের দেহে এক কণিকা রক্ত বর্ত্তমান থাক্‌বে, ততক্ষণ বার বার চেষ্টা কর্‌ব। আমিও আমার এই ভীম গদা দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ কর্‌লাম ; আজ পূর্ণতেজে শত্রুর শিরে প্রয়োগ কর্‌ব। যে মূর্ত্তিতে দুঃশাসনের বক্ষঃ বিদীর্ণ ক'রে শোণিত পান করেছিলাম, আজ সেই মূর্ত্তিতে—সেই তেজে পুনর্ব্বার অগ্রসর হ'ব, দেখ্‌ব—সে অবলা-দেহে কত বলসঞ্চিত আছে।

গীত।

পুনঃ চল্ রণাঙ্গণে, দেখি কত বল ধরে অঙ্গনাগণে।
যোদ্ধাগণের ভীমগর্জ্জনে যেন ভয়ে প্রমাদ গণে॥
পাণ্ডবের রণ-জয়-সেতু, ভাঙিল আজ বল কি হেতু,
ঘৃণিত কলঙ্ক-কেতু উঠিল উচ্চ গগনে।
এ লজ্জা মৃত্যুর সমান, রমণীতে হরিল মান,
একি অপমান ;—
তুই রে কিরাত-বিজয়কারী, আমি ভীম কীচকসংহারী,
নারী জয় করিতে নারি, ভীম অস্ত্র বর্ষি সঘনে॥

অর্জ্জুন। দাদা, আজ কি সত্যসত্যই আমাদিগকে নারী-হস্তে পরাজিত হ'তে হ'ল ?

ভীম। এখনও সবল বাহু বর্ত্তমান আছে, এখনও ধমনীতে বীর-রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তবে জড়ের মত নীরব থাক্‌ব কেন ? একবার পরাজিত হয়েছি ব'লেই কি আর জয়ের সম্ভাবনা নাই ? জয় পরাজয়

সময়ের নিয়ম। চল্—আবার চল্, আবার শত্রুর সম্মুখীন হ'। আবার চেষ্টা করি গে চল্; চেষ্টায় কি না হয়—চেষ্টায় কোন্ কার্য্য অসম্পন্ন থাকে?

অর্জ্জুন। কার্য্যসাধন যদি শক্তির অতীত হয়?

ভীম। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর্‌ব। তা'তে যদি অকৃতকার্য্য হই, ভবিতব্যতার গর্ভে যা আছে, তাই হবে। তা' ব'লে নিরুদ্যম হ'ব না, চেষ্টার ত্রুটি কর্‌ব না।

অর্জ্জুন। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, যত চেষ্টাই করি না কেন, এ যুদ্ধে পরাজয়ই পাণ্ডবের পরিণতি।

ভীম। ওঃ—বুঝেছি, তোর প্রাণে ভয় হয়েছে, তাই নীরবতা অবলম্বন করেছিস্।

অর্জ্জুন। দাদা, আমি কি যথাশক্তি যুদ্ধ করি নাই? প্রমীলার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর্‌তে আমি কি তিলেক বিলম্ব করেছি? কিন্তু জানি না, কোন্ দৈবশক্তি-বলে অথবা অপূর্ব্ব শিক্ষা-গুণে আমার নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রকে সে নিমেষমধ্যে ব্যর্থ ক'রে দিলে। যে সকল অব্যর্থ অস্ত্রের আঘাতে কুরুক্ষেত্র-সমর-প্রাঙ্গণে কৌরব-সৈন্য বৃষ্টিধারার ন্যায় ভূতলশায়ী হয়েছিল, সে অস্ত্র প্রমীলা অৰ্দ্ধপথে খান্ খান্ ক'রে ফেল্‌লে। একটী বাণও তার একটী কেশও স্পর্শ কর্‌তে পার্‌লে না। দাদা, আমি স্থির জেনেছি, এ যুদ্ধে জয়ের আশা আমাদের দুরাশা মাত্র।

ভীম। ধিক্ অর্জ্জুন—ধিক্ তোকে! তুই যদি সেইজন্যই এরূপ ভীত হ'য়ে থাকিস্, তবে আমি শতবার বল্‌ব, তোর বীরত্বে ধিক্। হাঁরে! এতদিন অস্ত্রশিক্ষা ক'রে, এত যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে, তোর কি এই সাহস উৎপন্ন হয়েছে? যুদ্ধ কর্‌লে জয় পরাজয় হ'য়েই থাকে, তা ব'লে বীর হ'য়ে এমন বাক্য কে উচ্চারণ করে? তুই বেশ জানিস্, বাজীর

আলো যেমন উজ্জ্বল হ'লেও অল্পস্থায়ী, এই রমণীদের বীরত্বও তেমনি ক্ষণিক। চল্, আমরা আবার পূর্ণোৎসাহে অগ্রসর হই; দেখ্‌বি, নারীগণ অতি অল্পকাল মধ্যেই পরাজিত হ'য়ে শরণ গ্রহণ করবে।

অর্জ্জুন। আবার যদি তারা সেই তেজেই অবতীর্ণ হয়?

ভীম। যতক্ষণ নিরস্ত্র না হ'ব, যতক্ষণ তাদের সে তেজ নিবারণ করতে না পারব, ততক্ষণ কিছুতেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করব না; ততক্ষণ যুদ্ধে নিরস্ত হ'ব না।

সাত্যকির প্রবেশ।

কি সাত্যকি! তুমি কি বল? পুনর্ব্বার দ্বিগুণ তেজে নারীগণের সম্মুখীন হওয়া উচিত কি না?

সাত্যকি। ক্ষত্রিয়বংশে যখন জন্মগ্রহণ করেছি, তখন মরণের ভয় আমার কাছে উপেক্ষনীয়। আমার মতে এখনই রমণীগণের সম্মুখীন হওয়া উচিত।

ভক্তদাসের প্রবেশ।

ভক্তদাস। যাই কর, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে। ক্রুদ্ধ শার্দ্দূল যেমন পর্ব্বত-গাত্রে নখাঘাত করতে গিয়ে শেষে নিজেই আহত হ'য়ে প্রত্যাবৃত্ত হয়, অভিযান করলে তোমাদিগকেও আবার সেইরূপ রমণী-রণে পরাজিত হ'য়ে নিরানন্দপ্রাণে ফিরে আস্‌তে হবে। মেজ-দাদা, এ তো অশ্বমেধের অনুষ্ঠান নয়, এ আমাদের মানমেধ যজ্ঞ। এতদিন ধ'রে আমরা যে গৌরব—যে সম্মানটুকু সংগ্রহ করেছি, এই যজ্ঞে তা' সমস্তই আহুতি দিতে হবে। তা' না হ'লে যা' কল্পনার অতীত, অসম্ভব, তা' আজ সম্ভব হ'বে কেন? ভীম-পার্থ নারী-হস্তে পরাজিত হবে, এ কথা কে বিশ্বাস করতে পারে? এ কথা কে মনে

স্থান দেয়? রমণীরা যখন অশ্ব ধারণ করেছিল, তখন মনে করেছিলাম, নারী-সুলভ চপলতার বশেই তা'রা এরূপ কাজ করেছে, একটা চোখ রাঙানীতে ঘোড়া ছেড়ে দেবে; এখন দেখ্‌ছি, তারা আমাদের দর্প চূর্ণ কর্‌বার জন্যই অশ্ব ধারণ করেছে। ভেবেছিলাম, তারা ক্ষুদ্রকায় বৃশ্চিক, পদদলনেই দলিত হ'য়ে যাবে, কিন্তু তা'দের দংশনে যে, আমা-দিগকে এমন ক'রে জ্ব'লে মর্‌তে হবে, তা' আগে বুঝ্‌তে পারি নি। মেজদাদা, রাগভরে গেলেও কিছু কাজ হবে না; দুনো পাকে গদা ঘুরালেও কোন ফল পাবে না; যত চেষ্টাই কর, শেষটা ঠিক এই দশা। এখন সকলে মিলে আমাদের সহায় সম্বল সেই বাঁকা সখাকে ডাকি এস; তিনি এসে যদি এ অকূলে কূলের কিনারা ক'রে দেন্; নইলে আজ আমাদের আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই।

গীত।

ডাক সে বিপদ্‌বারী বিপদ্-বারিধি-নীরে।
এ আকুল-তরঙ্গ মাঝে তরণী পাবে অচিরে॥
বিনা সে সঙ্কটনাশী,　　বিনাশে কে সঙ্কটরাশি,
শঙ্কর সাজে সন্ন্যাসী, লভিতে যাঁর পদ শিরে॥
বিপক্ষ হোক্ ত্রৈলোক্য,　　দুঃখ থাক্ লক্ষ লক্ষ,
একবার কৃষ্ণের হ'লে লক্ষ্য, সকল যাবে দূরে;—
কত কৃষ্ণের মহিমা যে,　　কে বুঝিবে মহীমাঝে—
ভাব তাঁরে হৃদিমাঝে, ভাব কি বৃথা অধীরে॥

অর্জ্জুন। ভক্তদাস, তুই সার কথাই বলেছিস্; এ বিপদে সখার সহায়তা ভিন্ন আমাদের উপায় নাই। মধ্যমদাদা, আমার মতে যুদ্ধ-গমন স্থগিত রেখে যাতে সখাকে এখানে আনা যায়, তারই চেষ্টা করি এস!

ভীম। তুই যা' ভাল বুঝিস্, তাই কর্। আমি না হয় কৃষ্ণের আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌ছি।

ভক্তদাস। এইবার সেজদাদা, তুমি একবার একমনে সখা সখা ব'লে ডাক দেখি! তা' হ'লে রজ্জুতে আবদ্ধ জিনিষের মত তিনি এখনই ছুটে আস্‌বেন এখন।

অর্জ্জুন। সখা! সখা! এমন সময়ে তুমি কোথায় গেলে, ভাই? আজ পাণ্ডবেরা বড় বিপদে প'ড়ে তোমায় ডাক্‌ছে, এসে তা'দিগকে সে বিপদ্ হ'তে উদ্ধার কর।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। সখা! সখা! কেন ডাক্‌ছ? এই যে আমি এসেছি।

ভক্তদাস। সেজদাদা, আর ভয় কি? এই যে আমাদের ভয়হারী এসেছেন। শুনেছি, উনি ভক্তের সকল বাধা বহন করেন; এস, আজ আমরা আমাদের সকল বিপদের ভার ওঁকে অর্পণ করি, দেখি উনি তা' গ্রহণ করেন কি না।

অর্জ্জুন। সখা! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমাকে ছাড়া হ'য়ে পাণ্ডবেরা বিষম বিপদে পতিত হয়েছে।

কৃষ্ণ। সহসা এমন কি বিপদ্ ঘট্‌ল, সখা?

ভক্তদাস। এইবার আমি চ'টে যাব। বলি, আমরা ত ব্রজের গোপ নই যে, তুমি ন্যাকামী কর্‌লেই ভুলে যাব?

কৃষ্ণ। কেন ভক্তদাস, আমি কি অন্যায় কথা বল্‌লাম?

ভক্তদাস। ন্যায়ই বা কোন্‌খানে হ'ল? হাঁ হে অন্তর্যামী! পাণ্ডবের বিপদ্ কি তোমার অবিদিত আছে, তবে আর ছলনা হচ্ছে কেন।

কৃষ্ণ। বল সখা! কি বিপদ্? আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

অর্জ্জুন। আমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব প্রমীলা কর্ত্তৃক ধৃত হয়েছে। আমরা সেই অশ্বের জন্য তাদের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করলাম, অশ্ব উদ্ধার করা দূরে থাক্, রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রাণরক্ষা করেছি। অশ্ব যে আমরা আবার প্রাপ্ত হ'ব, সে আশা নাই।

ভক্তদাস। এখন এই নিবেদন, শ্রীহরি! ব্রজবাসীকে ইন্দ্রকোপ হ'তে রক্ষা করতে যেমন গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করেছিলে, আজ এই রমণীগণকে পরাজয় করতে আমাদেরও তেমনি উপায় ক'রে দাও।

কৃষ্ণ। প্রমীলা মহাবীর্য্যবতী, তাকে জয় করা সহজসাধ্য নয়।

ভক্তদাস। অসাধ্যসাধক! তুমিও যদি ঐ কথা বল, তবে উপায় কি? এ যুদ্ধজয়ের জন্য আমরা তবে কোন্ আশ্রয় অবলম্বন করব?

কৃষ্ণ। আমি কি করব, প্রমীলা-বিজয় সহজে হবে না

ভীম। শুনলি ত অর্জ্জুন! তোর সখা কৃষ্ণের কথা শুন্‌লি ত? আর অবাক্ হ'য়ে জলের আশায় বৃক্ষের দিকে চেয়ে কেন? চল্, আপন বিক্রমে হানা দিই গে চল্। আজ পরাজয়ই যদি আমাদের পরিণাম-পরিণতি হয় ত—তাই হ'ক্। কৃষ্ণের কথার ভাবেই ত বুঝ্‌তে পার্‌লি যে, কৃষ্ণ হ'তে প্রমীলা-বিজয়ের উপায় হবে না। কৃষ্ণের সে ক্ষমতা নাই। বলি, কাষ্ঠপুত্তলিকার মত নির্ব্বাক্ হ'য়ে রইলি যে! স্পষ্ট ক'রে বল্, তুই অগ্রসর হ'তে পার্‌বি কি না? হাঁরে, একবার পরাজিত হ'য়েই কি তোর সকল সাহস কমে গেল? না কৃষ্ণের কথায় ভয়ে আরও আড়ষ্ট হ'য়ে পড়্‌লি? অর্জ্জুন, তোরা যদি কেউ না যাস্, ভীম একাই যাবে—একাই অশ্বের উদ্ধারসাধন করবে। তোরা হীনবল—হীনসাহস প্রাণ ল'য়ে কাপুরুষের মত অবস্থান কর্; দেখ্, অশ্বের জন্য ভীম একাই আজ কি অনর্থ উপস্থিত করে! [গমনোদ্যোগ]

কৃষ্ণ। [ভীমকে বাধা দিয়া] মধ্যমদাদা, ক্ষান্ত হও, ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হ'য়ো না। প্রমীলা সামান্য রমণী হ'লে কি হয়, সে শিবভক্তা, শিববলে বলিয়সী। শিবের প্রসন্নতা সাধন না করতে পারলে জগতে এমন শক্তি কারও নাই যে, তাকে পরাজিত করে। তবে তুমি আমি অনর্থক চেষ্ট ক'রে প্রমীলার কি অনিষ্টসাধন করতে পারব? অপমান পেয়ে ফিরে এসেছ, এবারে আরও লাঞ্ছিত হবে। এখন যাতে শঙ্করকে সন্তুষ্ট করতে পার, সে উপায় কর।

ভীম। তবে কি অশ্বোদ্ধারের জন্য শিবারাধনা করতে হবে?

ভক্তদাস। মেজদাদা, বাধা দাও কেন? আমরা যখন শ্রীহরিকেই আমাদের জীবনতরণীর কর্ণধার করেছি, উনি যেদিকে বলেন সেই-দিকেই দাঁড় ফেলি এস।

ভীম। তবে এখন আমাদিগকে কি করতে হবে?

কৃষ্ণ। শঙ্কর যাতে সুপ্রসন্ন হ'ন্, তাই করতে হবে।

ভক্তদাস। তাই করব, তবে এই ভাব্‌ছি, স্বয়ং শিবময়কে ছেড়ে অশিব-নাশের জন্য শিব-সেবায় নিযুক্ত হব? শুনেছি, স্বয়ং শিবই বিপদে পড়্‌লে তোমার নিকট আশ্রয় নিতে আসেন; তবে আমরা তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে শিবসাধনায় কি ফল প্রাপ্ত হব?

কৃষ্ণ। ভক্তদাস, শিবের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন এ বিপদে পরিত্রাণ নাই।

অর্জ্জুন। সে কৃপাদৃষ্টি লাভের উপায় কি, সখা? বল ত, অর্জ্জুন আবার যোগিবেশে শিবারাধনায় বনে যেতে প্রস্তুত আছে।

ভক্তদাস। সেজদাদা, কাছে ভেলা থাক্‌তে শুধু হাতে পায়ে সাঁতার দিতে যাবে কেন? যা কিছু করতে হয়, এঁকে সঙ্গে নিয়ে কর।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়, চল তোমায়-আমায় একবার কৈলাসে যাই। সেখানে গিয়ে শিবকে সন্তুষ্ট ক'রে, বর ল'য়ে প্রমীলাকে পরাস্ত করব।

অর্জ্জুন। মধ্যমদাদা, এর চেয়ে সুযুক্তি আর কি আছে?

ভীম। স্বয়ং মুক্তিদাতা যখন এই যুক্তিই দিয়েছেন, তখন আমি কি আর তাতে অন্যমত করতে পারি? অর্জ্জুন রে! আমরা যত গরিমা করি, সবই এই কৃষ্ণের ভরসায়। কৃষ্ণ! তবে অর্জ্জুনকে ল'য়ে কৈলাসে যা। দেখিস্, ভাই! যেন ছলনা ক'রে আবার আমাদিগকে কর্ম্ম-পাকে ঘুরিয়ে মারিস্ নে। কৃষ্ণ রে! তুই ভিন্ন পাণ্ডবকে আমার বল্‌তে এ সংসারে আর কেউ নাই।

ভক্তদাস। এইবার মেজদাদা একেবারে শান্তভাব ধারণ করেছে। দেখ, পাথর যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয়, তত শীঘ্র শীতল হ'য়ে যায়। পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে আমি মেজদাদার ভক্তিকেই সরল ভক্তি বলি। আহা দেখ দেখি, কৃষ্ণকে কেমন আপনভাবে আত্ম-সমর্পণ করলে? নারায়ণ! তবে আর কালবিলম্ব কেন?

অর্জ্জুন। চল সখা! তবে দ্রুতগতিতে কৈলাসে যাই।

কৃষ্ণ। মধ্যমদাদা, তোমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমরা শীঘ্রই কৈলাস হ'তে প্রত্যাগত হচ্ছি। ভক্তদাস, তুমি কৈলাসে যাবে কি?

ভক্তদাস। ইষ্টদাতা! আমি কৃষ্ণবিরাজিত স্থানকে কৈলাসের অপেক্ষাও দুর্ল্লভ মনে করি। তুমি যেখানে, কৈলাসও সেখানে, কেবল বোঝ্‌বার ভ্রমমাত্র। না হরি! আমি কৈলাসে যেতে ইচ্ছা করি না; আমি দর্শক, তোমাদের খেলা দর্শন করব; আমার এই সাধ।

কৃষ্ণ। চল সখা! তবে আমরা যাত্রা করি।

[অর্জ্জুনসহ প্রস্থান।

ভক্তদাস। আমরাও চল মেজদাদা, বারির আশায় চাতকের মত ওঁদের আসা-পথ চেয়ে ব'সে থাকি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রমীলার পুরী।

প্রমীলা, বীরা, বাসন্তী আসীনা।

প্রমীলা। বীরা! এতদিনে রণশিক্ষা সার্থক মোদের।
যে পাণ্ডব বাহুবলে অজেয় জগতে,
সে পাণ্ডবে মোরা জয় করিনু হেলায়।
আশুতোষ শঙ্করের অনুকম্পাগুণে
অসাধ্যসাধন মোরা করেছি ধরায়।
তোদের কৃতিত্ব আর সাহসের গুণে,
আজ হ'তে প্রমীলাও অবনীর মাঝে
মহাবীর্য্যবতী বলি' হ'ল পরিচিতা।
বাসন্তি, যেরূপে তুই শৃঙ্খলার সহ
চালাইয়া নারীসেনা পাণ্ডবের মুখে
করেছিস্ মহারণ, নিরখিয়া তাহা
বীরগণ শতমুখে গাহিবে সুযশ।

বীরা লো ! যে বৃকোদর রাক্ষস সংহারী,
নাম শুনে মহাবীরে হয় কম্পবান,
কত শূর ধরাশায়ী হ'ল যার করে,
তাহারে জিনিয়া আজ নির্ভয়হৃদয়ে
অজেয় নামেতে তুই হইলি প্রোথিতা ;
এতদিনে শিবপূজা সার্থক মোদের।

বাসন্তী। প্রমীলা, তোমার মত নির্ভয়-হৃদয়া
বীরাঙ্গনা, আমাদের নায়িকা যখন,
কেন না মোরাও তবে হ'ব ভয়হীনা ?
কি ছার পাণ্ডবগণ, শঙ্করের বরে
ত্রিলোকবিজয় সবে করিবারে পারি।
ভীমার্জ্জুন ভেবেছিল হীনবল মোরা ;
শফরীর শক্তি ল'য়ে করি চঞ্চলতা ;
এবার পাণ্ডবগণ বেশ বুঝিয়াছে
প্রমীলার নারী নয় মাটির মূরতি।

বীরা। এবার পাণ্ডবগণ বেশ জানিয়াছে,
অবলা অবলা নয় সকল সময়ে ;
অবলা চেষ্টায় পারে অসাধ্য সাধিতে।
নারী বলি' উপহাস করেছিল কত,
তাহার উচিত শাস্তি পেয়েছে মূঢ়েরা।
প্রকৃতই তারা যদি বীর-ধর্ম্মী হয়,'
বীর-অভিমান যদি থাকে হৃদয়েতে,
এ হেন অপমানিত জীবনের চেয়ে
মরণ তাদের হয় পরম মঙ্গল।

প্রমীলা। বাসন্তী, রমণীগণ কোথায় এখন ?

বাসন্তী। জয়ের গৌরবে সবে হ'য়ে গৌরবিণী,
মহাসুখে মহানন্দে ভাসিতেছে তারা।

প্রমীলা। এ হেন বিপক্ষ-নদী হ'লে পরে পার,
এ হেন যশের ডালি ধরিলে শিরেতে,
কে না ভাসে, বাসন্তি রে! আনন্দের নীরে ?

বীরা। রণশিক্ষা, সাহসিকতা ধন্য তাদের ;
ধন্য আর অপরূপ বাণ-বিক্ষেপণা।
দাঁড়াল পাণ্ডব আসি শালবৃক্ষসম,
কিছু ভয় নাহি মানি, নক্ষত্রের গতি
সদর্পে ছুটিল সবে বিপক্ষের মুখে।
দণ্ডমধ্যে উড়াইয়া যশের কেতন,
"প্রমীলার জয়" বলি' ফিরিল আলয়ে।

প্রমীলা। ডাক্ বীরা! তা সবারে নিকটে আমার,
আনন্দ-সঙ্গীত গায়ি জুড়াক্ শ্রবণ।

নারীগণের প্রবেশ।

নারীগণ।—

গীত।

এস হৃদয়মাঝে নিত্য প্রিয় বাঞ্ছিত।
প্রেম-পরশে পরম প্রীত।
ব'সে আছি তোমারি আশে নব-প্রণয়-পিয়াসে,
তোর মিষ্টভাবে ইন্দুসুধানিন্দিত।
তুমি যদি নির্ম্মম হবে, বল যাই কোথা তবে,
প্রাণে বেদনা র'বে, প্রেমদানে তুমি কুণ্ঠিত।

প্রমীলা। নারীগণ, ধন্য শিক্ষা শিখিয়াছ সবে!
ধন্য সাহসেতে আর ধন্য সংযমেতে,
বাঁধিয়াছ দৃঢ়রূপে কোমল হৃদয়।
তোমাদের অদম্য মৃণাল-বাহুবলে
প্রমীলার নাম হ'ল অবনী-বিখ্যাত।
যাও সবে! রণশ্রমে হয়েছ কাতরা,
কিছুক্ষণ শান্তিসুখে লভ গে বিশ্রাম।

[নারীগণের প্রস্থান।

অনেক কষ্টেতে, সহি অনেক যাতনা
যজ্ঞের ঘোটক মোরা করেছি ধারণ,
বাসন্তি, সে অশ্ব ভার দিনু তোর প্রতি,
সাবধানে অশ্বশালে রাখ্ তারে বাঁধি।
সহেছিস্ কত অস্ত্র কোমল দেহেতে,
কিছুক্ষণ শয্যা'পরি কর্‌গে বিশ্রাম।

[বাসন্তীর প্রস্থান।

বীরা! তুই স্বনামের সার্থকতা আজ
করেছিস্ সম্পাদন বৃকোদরে জিনি'।
ভীমের যে গদাঘাতে গিরিচূর্ণ হয়,
সেই গদাঘাতে আজ নাহি জানি, আহা!
কত ব্যথা পেয়েছিস্ কোমল পরাণে।

বীরা। বজ্রের নিনাদ জিনি বাণের গর্জ্জন
অর্জ্জুনের, অই দেহে বিঁধেছে সে বাণ,
তুমিও যাতনা কত পেয়েছ, প্রমীলা!

প্রমীলা। রাজ্যের রক্ষার ভার লয়েছি যখন,
সব বেগ, সব জ্বালা হইবে সহিতে।
তোরা যে সংসার-বনে কোমল লতিকা,
এত ব্যথা সবে কি লো! ও কোমল দেহে?
কিছুক্ষণ তরে গিয়া কর্ শ্রান্তি দূর,
অনুমানি পুনরায় পাণ্ডবের সহ
হইবে সাঁতার দিতে সমর-সাগরে।

[বীরার প্রস্থান।

গোপালের প্রবেশ।

প্রমীলা। [গোপালকে দেখিয়া] কে একটী সুন্দরমূর্ত্তি বালক ধীরগতিতে এইদিকে আস্‌ছে। দেখ্‌লে মনে হয়, যেন সংসার-সাগরে একটী নীল পদ্ম ভাস্‌তে ভাস্‌তে চ'লে আস্‌ছে। নবদূর্ব্বা-বিনিন্দিত রূপ, পদ্মপলাশনেত্র, দেহখানি ঈষৎ বাঁকা, প্রসন্নতামাখা মুখখানি দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন হৃদয়ে শান্তির স্রোতঃ প্রতিনিয়ত প্রবাহিত। আমি জীবনেও কখন এমন মোহনরূপ দেখি নাই। সাধ হয়, বালককে আদর ক'রে বুকে তুলে নিয়ে প্রাণ শীতল করি। আমার কি এমন ভাগ্য হবে যে, ও আমার কোলে আস্‌বে?

গোপাল। হাঁ গা, তুমি কে?

প্রমীলা। তুমি কাকে খোঁজ?

গোপাল। যে আমাকে খোঁজে, আমাকে চায়, আমি তাকেই খুঁজি। হাঁ গা! এখানে কি কেউ আমাকে ভালবাসে না? এখানে কি কেউ আমাকে চায় না?

প্রমীলা। কেন চায় না, কেন ভালবাস্‌বে না, বালক, তুমি যার ভালবাসার ধন হবে, সে পরম সৌভাগ্যবতী।

গোপাল। এখানকার রাণী কে?

প্রমীলা। তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

গোপাল। আগে বল, তবে বল্‌ছি।

প্রমীলা। আমিই এ রাজ্যের অধীশ্বরী। এইবার বল, তোমার প্রয়োজন কি।

গোপাল। প্রয়োজন—আমি তোমার কাছে থাক্‌ব, আমি তোমার নিকট আশ্রয় নিতে এসেছি; হাঁ গা, তুমি কি আমায় দেখ্‌বে না? তুকি কি আমায় চাও না?

প্রমীলা। অয়স্কান্তমণিকে কে না চায়? বালক, তোমাকে চায় না, জগতে এমন অভাগী কে আছে? বালক, তুমি আমার কাছে থাক, আমি তোমাকে পরম আদরে রাখ্‌ব।

গোপাল। আমি তোমাকে 'দিদি' ব'লে ডাক্‌ব। দিদি, তুমি আমাকে ভালবাস্‌বে ত?

প্রমীলা। বালক রে! তোকে দেখেই আমার মন যেন স্নেহে আপ্লুত হ'য়ে গেছে। তোকে ভালবাস্‌বার জন্য আমার প্রাণ যেন আমাকে আকুল ক'রে তুলেছে। জানি না, তোর মুখখানিতে কি গুণ আছে, দেখ্‌বামাত্রই তুই আমার মন প্রাণ হরণ ক'রে নিয়েছিস্‌। বালক! তোর নাম কি?

গোপাল। গোপাল।

প্রমীলা। গোপাল নাম কেন?

গোপাল। আমি যখন গরু চরাতাম, তখন আমাকে সকলে গোপাল ব'লে ডাক্‌ত। এখনও যারা স্নেহের চক্ষে দেখেন, তারা আমাকে ঐ নামে ডাক্‌তেই ভালবাসে।

প্রমীলা। গোপাল, তোর কি কেহ নাই যে, এখানে আশ্রয় নিবি?

গোপাল। থাক্‌বে না কেন? বল্‌তে গেলে আমার সকলেই আছে, আবার কেউই নাই।

প্রমীলা। সকলেই আছে, আবার কেহই নাই কি রে?

গোপাল। যে আমাকে যে ভাবে ডাকে, আমি সেই ভাবেই তার হই, আর সেও আমার হয়, জগতে এমন লোক অনেক আছে, আর আমার জ্ঞাতি কেউ নয়, সুতরাং আমার কেহ নাই?

প্রমীলা। তোর কি পিতামাতাও নাই?

গোপাল। আছে, সেও এইভাবে। যারা আমাকে বাৎসল্য-ভাবে ভাবনা ক'রে, তারাই আমার পিতামাতা।

প্রমীলা। তোর কি জন্মদাতা পিতা নাই?

গোপাল। তা' আমি বল্‌তে পারি না।

প্রমীলা। হাঁ রে! লোকে কি পিতামাতার কথা বল্‌তে পারে না?

গোপাল। আমি তা' জানি না কি ক'রে বল্‌ব। যাকেই জিজ্ঞাসা করি, সেই ত বল্‌তে পারে না। আমি পিতামাতাকে কখনও দেখি নি।

প্রমীলা। আচ্ছা, গোপাল, এত লোক থাক্‌তে তুই আমার কাছে এলি কেন?

গোপাল। তোমার কাছে আস্‌বার দরকার হয়েছে, তাই এসেছি। আবার যখন যার কাছে যাবার দরকার পড়্‌বে, তার কাছে যাব।

প্রমীলা। আমার কাছে আস্‌বার তোর কি দরকার?

গোপাল। অবশ্য আছে; তা' পরে বল্‌ব। কারণ না থাক্‌লে কি কার্য্য হয়?

প্রমীলা। তবে তোর দরকার হ'লেই তুই লোকের কাছে যাস্, তা' না হ'লে যাস্ না?

গোপাল। শুধু আমার দরকার হ'লেই নয়, যদি তারও দরকার হয়। যেখানে অভাব দেখি, আমার স্বভাববশে আমি সেইখানেই যাই।

প্রমীলা। আমার কি অভাব দেখে এলি, ভাই ?

গোপাল। তোমার অন্য অভাব না থাক্‌লেও, বল দেখি, দিদি, আমাকে তোমার অভাব ছিল কি না ?

প্রমীলা। গোপাল রে ! শুধু আমি কেন, তা' হ'লেও এ জগতে তোর অভাবে সকলেই অভাবী।

গোপাল। যে আমার অভাব বোধ করে, সেই আমাকে অধিক আদর করে ; দিদি, তুমি আমাকে আদর কর্‌বে ত ?

প্রমীলা। তোকে আদর কর্‌বার জন্য আমার হৃদয়ে যে কি ভাবের আবির্ভাব হয়েছে, যদি দেখাবার হ'ত ত দেখাতাম ! শুধু তোর ঐ মুখখানি দেখ্‌লেই আদর কর্‌বে না—জগতে এমন পাষাণী কে আছে ? গোপাল, তুই যদি আমাকে দিদি বল্‌লি, তবে একবার তোর দিদির কোলে আয়। [গোপালকে কোলে লওন]

গোপাল। দিদি, বরাবরই আমাকে এমনি আদর কর্‌বে ত ?

প্রমীলা। প্রমীলা কণ্ঠাগতপ্রাণ পর্য্যন্ত তোকে সমান আদরে রাখ্‌বে। গোপাল রে ! তুই যে আদরের ধন, অনেক পুণ্যে পেয়েছি, যাতে তোর কিছুমাত্র কষ্ট না হয়, আমি তাই কর্‌ব।

গোপাল। দেখ দিদি, এমন আদর চিরকাল থাকে না। আমাকে অনেকে প্রথমে খুব ভালবাসে, পরে কিন্তু ভুলে যায়। আর তুমি আমাকে কোলে নিয়ে স্নেহ কর্‌ছ দেখে, আমার প্রাণে বড় ভয় হচ্ছে।

প্রমীলা। ভয়ের কারণ কি, ভাই ?

গোপাল। যে আমাকে কোলে নিয়ে স্নেহ করে, সেই আবার একদিন দড়ী দিয়ে বাঁধে। দিদি, তুমি আমাকে কখন বাঁধ্‌বে না ত ?

প্রমীলা। হাঁরে, যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌ব, তাকে আবার কোন প্রাণে বাঁধ্‌ব? গোপাল রে? তোর ঐ কোমল করে বন্ধন দিতে আমার প্রাণ কি একটুও কাঁদ্‌বে না? তবে দেখিস্‌ ভাই, তুই যেন কখনও নিদয় হ'য়ে যাস্‌ নে!

গোপাল। প্রমীলা দিদি, তুমি যদি আমাকে যত্ন কর, ভক্তি ক'রে রাখ, আমি বা তোমাকে ছেড়ে যাব কোন্‌ বিচারে? লোকে যখন আমার প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হয়, আমাকে অনাদর করে, আমি তখনই চ'লে যাই। দেখ দিদি, আমি ভক্তি বড় ভালবাসি। ভক্তিতেই বাঁধা প'ড়েই যার তার কাছে যাই। বিনা ভক্তিতে কেউ আমাকে পায় না।

গীত।

(আমি) ভক্তি বড় ভালবাসি। (গো)
ভক্তিতে আসক্ত, ভক্তি-অনুরক্ত
(আমি) ভক্তিহেতু ভক্তহৃদয়-বিলাসী।
ভক্তি-ধন লোভে গোধন-চারণ,
রাখাল-সাজে সাজি গোষ্ঠে বিচরণ,
ভক্তের পদের বাধা মস্তকে ধারণ,
ভক্তের কারণ ভক্ত-সেবা অভিলাষী।
ভক্তিবশে আমি গোলোকের শ্রীহরি,
ভক্তের দ্বারদেশে থাকি গো প্রহরী
ভক্ত সন্নিধানে সানন্দে বিহারি
(আমি) অহরহ ভক্তমঙ্গলপ্রয়াসী॥
ভক্তি-সূত্রে আমার নাই জাতি ভেদ,
ভক্তিতে যে ডাকে ভাবি তায় অভেদ,
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভাবি না প্রভেদ,
(আমি) ভক্তিপূর্ণ আঁখির প্রেমাশ্রু-প্রত্যাশী।

প্রমীলা। একটু ভক্তি কর্‌লে কি তুই চণ্ডালের কাছে যাস্‌?

গোপাল। আমি তা'ও গেছি। বল্‌তে দোষ কি, ভক্তিতে প'ড়ে আমি চণ্ডালের ভাতও খেয়েছি।

প্রমীলা। চণ্ডালের ভাত খেয়েছিস্‌, তবে ত তোর জাত গেছে?

গোপাল। জাতই যদি গেছে, তবে সেই দেখে ব্রাহ্মণ কেন আমাকে পরম আদরে ঘরে নিয়ে গেছ্‌ল? দিদি গো, যারা আমাকে ভালবাস্‌তে সাধ করে, তারা জাতির বিচার করে না।

প্রমীলা। তুই কি সত্যই বল্‌ছিস্‌ যে, চণ্ডালের ভাত খাবার পরেও ব্রাহ্মণে তোকে আদর করেছিল?

গোপাল। তুমি যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর, আমার উপর যদি তোমার অবিশ্বাস হয়, তবে নামিয়ে দাও, আমি অন্যত্রে যাই।

প্রমীলা। গোপাল, আমার কথায় কি তোর অভিমান হ'ল? গোপাল রে! তোকে রেখে যদি আমাকে জাতিহীনা হ'তে হয়, তাও স্বীকার, তবু আমি তোকে পরিত্যাগ কর্‌ব না।

গোপাল। দিদি গো, যখনি লোক এমনি নির্ব্বিকার হয়, তখনি আমাকে লাভ ক'রে তখনি প্রাণে শান্তি পায়।

প্রমীলা। তবে চল্‌ গোপাল, ঘরে চল্‌, কিছু খেতে দেবো।

গোপাল। হাঁ দিদি, আমারও ক্ষুধা হয়েছে।

প্রমীলা। তুই কি খাবি?

গোপাল। তুমি যদি ভক্তি ক'রে খুদ্‌ দাও, আমি পরম সুখে খাব।

প্রমীলা। যার অভাব আছে, সেই তোকে খুদ্‌ দিবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমার অভাব কি? চল্‌, আমি তোর চাঁদমুখে শুধু ক্ষীর, সর, নবনী তুলে দেবো।

গোপাল। ও আমি ঢের খেয়েছি।　　[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস।

দুর্গা আসীনা।

দুর্গা। [স্বগত] দিদিরা আমাকে যখন-তখন খোঁটা দেয়—তোর স্বামী পাগল। ভাংধুতুরা পান করে, বাঘছাল পরিধান করে। তিনি যে কিসে পাগল, কেন বাঘছাল পরিধান করেন, নেশায় মত্ত থাকেন, তা' তারা জানে না, তাই ওরূপ কথা বলে। শঙ্কর কি স্বভাবপাগল? শঙ্কর প্রেমে পাগল। কারও কোন বিষয়ে তন্ময়তা জন্মালে আর অন্য দিকে লক্ষ্য থাকে না, তখন তার গূঢ়মর্ম্ম বুঝ্‌তে না পেরে তাকে পাগল বলা যায়। শঙ্করের হরিপ্রেমে একান্ততা ঘটেছে, সেইজন্য তিনি অন্যদিকে দৃষ্টি দেন না, একভাবেই নিমগ্ন থাকেন, তাই অ-তত্ত্বদর্শী লোকে তাঁকে পাগল জ্ঞান করে। আর তিনি যে সিদ্ধি ধুতুরা সেবন করেন, তা' দৈন্যের জন্য নয়। নতুবা অন্নদা সাধ ক'রে যার চরণের দাসী হয়েছে, তাঁর আর কিসের অভাব? তবে মন প্রেমে একান্ত না হ'লে পাছে চাঞ্চল্য ঘটে, এই ভেবে তিনি নেশার বশ হয়েছেন। আর বাঘছাল পরিধান করেন—শুধু বিলাস ঘট্‌বার ভয়ে। বিলাসিতা আস্‌লেই কাম জোটে, কামে লোভ আসে, লোভী হ'লেই আসক্তি নীচগামীনী হয়; তখন লোক কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত হ'য়ে সংসারের মায়াক্ষেত্রে প্রবেশ করে। গিরিশ তাই বিলাসকে জয় কর্‌বার জন্য কৃত্তিবাস। তা' না হ'লে ধনপতি কুবের যার আজ্ঞাধীন, তিনি কি ইচ্ছা কর্‌লে

রত্নাভরণ ধারণ কর্‌তে পারেন না? অনেকে বলে শিব যদি অবিলাসী, তবে সংসারী হ'লেন কেন? তা' তিনি কি নিজের বিলাস চরিতার্থ কর্‌বার জন্য সংসারী হয়েছেন? কেবল আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর্‌বার জন্যই দারপরিগ্রহ করেছেন। আমরা পত্নীভাবে সাধনা ক'রে তাঁকে পতিরূপে লাভ করেছি। আর তিনি সংসারী হয়েছেন বটে, তা' ব'লে নিজের সাধনা কি কখনও বিস্মৃত হয়েছেন? বাজীকর মস্তকে কলসী রেখে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানারূপ ভঙ্গিমা দেখালেও তার মন যেমন সেই কলসীর দিকেই নিহিত থাকে, শঙ্কর তেম্‌নি আমাদের জন্য সংসারী হ'লেও কখন ক্ষণকালের জন্য ইষ্টপূজা বিস্মৃত হ'ন্‌ না। তাঁর মন সর্ব্বদাই সেই বিভুপ্রেমে নিরত আছে। তাই আমি দিদিদিগকে বলি যে, ভোলানাথের গুণ কি জান্‌বি, কেবল আমিই জানি। তিনি শ্মশানে মশানে ভ্রমণ করেন, তাই তাঁকে অনাদর করে; কিন্তু জ্ঞানহীনারা জানে না যে, নিষ্কামীর শ্মশান প্রাসাদ দুইই সমান। যারা প্রকৃত সাধক, তারা ভেদজ্ঞানরহিত, নির্ব্বিকার। লোক যখন বিষ্ঠা-চন্দনে অভেদ জ্ঞান করে, তখনই তার সাধনা পূর্ণ হয়। মহেশ্বর যে মহাসাধক, মহাজ্ঞানী, তাঁর কি আর ঘৃণা আছে? তিনি সকল বস্তুকেই সমান দেখেন। আর তাঁর কপালে আগুন ব'লে সকলে আমার কপালে আগুন বলে; আমি বলি, এমন সদাশিবকে যারা নিন্দা করে, তা'দেরই কপালে আগুন। আমার অলঙ্কার নাই ব'লে, মা কত দুঃখ করে। কেন যে করে, তা' বুঝ্‌তে পারি না। জগতে স্বামীই নারীর ভূষণ; আমার পতি পশুপতি সর্ব্বগুণে বিভূষিত, তিনি যখন আমার হৃদয়-ভূষণ, তখন আর আমার বসন ভূষণের অভাব কি? মা আমাকে অলঙ্কার দিতে চায়, কিন্তু নিই না ব'লে আক্ষেপ করে। আমি

ভাবি—আমার স্বামী যখন মহাত্যাগী, আমি তাঁর ভার্য্যা হ'য়ে কেমন ক'রে অলঙ্কারে দেহ সজ্জিত কর্‌ব? তাতে সতী রমণীরাই আমায় কি ভাব্‌বে? যাক্, এখন ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে তাঁর চরণ ধ্যান করি। ও কে! নন্দী আস্‌ছে নয়!

নন্দীর প্রবেশ।

দুর্গা। নন্দি! তুই একা এলি, মহেশ্বর কোথায়?

নন্দী। কৈলাসের মায়া ক'রে অবসান
আবার পাগল হয়েছে ঈশান।

দুর্গা। শঙ্কর ত চিরপাগল; তবে আজ আবার কি ভাবের পাগল? নন্দি! স্পষ্ট ক'রে বল্।

নন্দী। ত্যজিয়াছে কৃত্তি প্রেত-কীর্ত্তি আর,
ত্যজেছে শঙ্কর আহার বিহার,
ত্যজেছে শোকেতে সাধের সংসার,
বিল্বপত্ররাশি চায় না'ক আর,
ত্যজেছে পিণাক, ত্যজেছে বিষাণ,
আবার পাগল হয়েছে ঈশান।

দুর্গা। নন্দি রে! তবে কি আবার তিনি সত্যসত্যই পাগল হয়েছেন? কেন নন্দি! তার কারণ কি?

নন্দী। মহামূল্য রত্ন পেয়েছে ভিখারী,
কাটামুণ্ড মুখে বলে হরি হরি,
সকলের কথা গেছে তাই ভুলে,
হাড়মালা গলে ফেলিয়াছে খুলে,
ভাবের আবেগে গিয়েছে শ্মশান,
আবার পাগল হয়েছে ঈশান।

দুর্গা। তবে কি তিনি আর কৈলাসে আস্‌বেন না?

নন্দী। না মা! আর তিনি কৈলাসে আস্‌বেন না। তোমায় বল্‌তে বলেছেন যে, শিব কৈলাসের মায়া ভুলে গেছে।

দুর্গা। কেন নন্দি, সহসা আজ তাঁর এমন ভাব কেন ঘট্‌ল?

নন্দী। সুধন্বার মুণ্ড পেয়ে। কাটামুণ্ড যতই মুখে হরি হরি বল্‌ছে, পাগল ভোলা ততই আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে নৃত্য কর্‌ছে; আবার কখন কখন শোকে ক্রন্দন কর্‌ছে। ফল কথা, পাগলের ভাব তাঁতে সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে। আমায় বল্‌লে—'নন্দি! তুই কৈলাসে ফিরে যা, আমি আর সেথানে যাব না। আমি আজ মহামূল্য রত্ন পেয়েছি, তাই নিয়ে শ্মশানবাসী হ'ব।' এই কথা বল্‌তে বল্‌তে উন্মত্তের মত কোথায় চ'লে গেল, আর একটী কথাও কইলে না, একবার ফিরেও চাইলে না।

দুর্গা। তিনি ভক্তপ্রিয়, আজ ভক্তের মুণ্ড পেয়ে সকল ভুলে গেছেন। নন্দি, তুই তাঁকে বুঝিয়ে এখানে আন্‌তে পার্‌লি না?

নন্দী। সমুদ্রের গতি কে ফিরাতে পারে, মা? তাঁর সে উন্মত্ততা ঘুচাবার সাধ্য যদি নন্দীর থাক্‌বে, তবে আজ এমন দশা হবে কেন? তাঁকে প্রবোধ দেবো কি, তাঁর সেই অদ্ভুত ভাব দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে গেছ্‌লাম।

দুর্গা। নন্দি রে! এতদিনের পর আবার আমাকে বুঝি শিব-বিরহে দগ্ধ হ'তে হবে। তোর কথার ভাবে যা বুঝ্‌ছি, তাতে তাঁকে যে আমরা সহজে কৈলাসে আন্‌তে পার্‌ব, তা' বিশ্বাস হয় না। আর সে মুণ্ডই বা তাঁর নিকট হ'তে গ্রহণ কর্‌তে কে সাহস কর্‌বে। মুণ্ডহারা হ'লে তিনি ক্রোধে ত্রিসংসার ভস্মীভূত কর্‌বেন। ভক্তের অপেক্ষা প্রিয়বস্তু শঙ্করের আর নাই। তিনি ভক্তের জন্য দারাপুত্রের মায়া অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে পারেন।

নন্দী। তবে মা, এখন উপায় কি হবে?

দুর্গা। তুই একটা স্থির কর্ না?

নন্দী। সে ক্ষমতা আমাকে দিয়েছিস্ কই? নন্দী এতদিন ধ'রে তো'দের চরণ সেবা ক'রে যে ভূত, সেই ভূতই আছে, একটুও জ্ঞান পায় নি।

দুর্গা। নন্দি, শিবশূন্য কৈলাসে এবার অশিবের আবির্ভাব হবে। যাঁর জন্য কৈলাসের এত গৌরব, তিনি যখন নাই, তখন আমরা আর কি সুখে এখানে থাক্‌ব? চল্, শিবের সঙ্গে আমরাও শ্মশানবাসী হই গে।

নন্দী। শুধু শ্মশানবাসী কেন, বল্ না, পাগলের সঙ্গে পাগল হই গে। দেখ্ মা! ভেল্কীকরের ভেল্কী দেখে দর্শক যেমন তার সন্ধি বুঝ্‌তে না পেরে বিস্ময়ে, কখন ভয়ে অভিভূত হয়, আমিও তেমনি তোদের লীলাখেলার গূঢ় রহস্য বুঝ্‌তে না পেরে কেবল অবাক্ হ'য়ে থাকি। এই খানিক আগে বাবা কেমন প্রকৃতিস্থ ছিল, একটা কাটামুণ্ড পেয়ে কি যে ভাবের আবির্ভাব হ'ল, অমনি সংসার ছেড়ে একেবারে শ্মশানে গমন কর্‌লেন। মালা জপা দূরে গিয়ে এখন কাটা মুণ্ডই তাঁর জপমালা হ'ল। আর তুইও অমনি পাগলকে ছেড়ে থাক্‌তে না পেরে, সেই শিববিরাজিত শ্মশানে যাবার জন্য আকুল হ'য়ে পড়্‌লি। ছায়া যেমন কায়া ছাড়া নয়, দেখ্‌ছি ঈশানীও তেমনি ঈশান ছাড়া নয়। তবে আমি যে তোকে বাবাকে ছেড়ে কৈলাসে থাক্‌তে বল্‌ছি, তা' নয়। কেন না মাতাপিতার সদ্ভাব থাক্‌লে ছেলেকে কোন দুঃখ পেতে হয় না। মাগো! সেই দক্ষপুরী শেষ গমনের কথা মনে হ'লে এখনও প্রাণ শিউরে ওঠে। তুই বাবার সঙ্গে ছলনা ক'রে আর দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনে জীবন ত্যাগ কর্‌লি, আর তোর হতভাগ্য ছেলে আমরা, মা হারা হ'য়ে সারাদিন কেবল মা মা ব'লে

কেঁদে সারা হই। মাগো! শ্মশানে যেতে চাস্ চল্, কিন্তু বাবার পাগল-ভাব দেখ্‌লে তুইও পাগ্‌লী হ'য়ে বাবার সঙ্গে নাচ্‌তে থাক্‌বি। তখন মা! ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হ'য়ে আর পিতামাতার উন্মত্ত ভাব দেখে আমরাও পাগল হ'য়ে তোদের সঙ্গে নৃত্য কর্‌ব।

দুর্গা। না নন্দি, আমি শঙ্করকে শ্মশান হ'তে কৈলাসে নিয়ে আস্‌ব।

নন্দী। এখন মনের ভাব তাই বটে, কিন্তু সেখানে গেলে আর সে ভাব থাক্‌বে না। তখন ভোলার সঙ্গে প'ড়ে সব ভুলে যাবি। একবার নয়, এমন আমি কতবার দেখেছি।

দুর্গা। নন্দি, তা হ'বে না। শঙ্করের উন্মত্তভাব ঘুচাবার শক্তি আমার আছে।

নন্দী। তাও দেখেছি মা! জলসেচনে আগুন যেমন নির্ব্বাণ হয়, তোর কথায় বাবার পাগলামীও তেম্‌নি ঘুচে যায়। তোদের দুজনের ভাব তোরাই বুঝিস্, অন্যে কেউ পারে না। তবে চল্‌লাম, বাবাকে প্রকৃতিস্থ ক'রে ফিরিয়ে আনি।

দুর্গা। [অদূরে কৃষ্ণার্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া] এমন সময়ে কৃষ্ণ সহসা অর্জ্জুন সহ কৈলাসে আস্‌ছে কেন?

নন্দী। এইবার কৃষ্ণ-দুর্গার মিলন-পবনে কৈলাস-সাগরে নূতন লীলা-তরঙ্গের উদ্ভব হবে। আমরা অজ্ঞান, ক্ষুদ্র তৃণমাত্র, তা'তে ভাস্‌ব আর ডুব্‌ব।

কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। প্রসন্নপালিনী দুর্গে! দুর্গতিবিনাশিকে!
নমস্তে অপর্ণা! তারা ত্রিগুণপ্রকাশিকে।

[দুর্গাকে প্রণাম করণ]

দুর্গা। বিশ্বভূপ! বিশ্বরূপ! বিশ্বজনপালক!
নমস্তে অজ অনন্ত বিশ্ব-যন্ত্র-চালক!

[কৃষ্ণকে প্রণাম করণ]

অর্জ্জুন। আদ্যাশক্তি বিদ্যা-ভক্তি সদ্য মুক্তিদায়িকে!
সারাৎসারা পরাৎপরা বিশ্ব-দৃশ্য-নায়িকে!
জগদ্ধাত্রী শান্তিদাত্রী শিবকর্ত্রী-কৌষিকে!
গুণধরা অসিকরা বরাভয়পোষিকে!
ভবদারা দুঃখহরা সর্ব্ব সুখ-শালিকে!
মহামায়া হেমকায়া নমঃ নগ-বালিকে!

[দুর্গাকে প্রণাম করণ]

দুর্গা। যদুনাথ! আজ এমন সময়ে সহসা তোমাদের কৈলাসে আগমনের কারণ কি?

কৃষ্ণ। বিপদে পড়্লেই লোক বিপদবারিণীর কাছে আশ্রয় নিতে যায়।

দুর্গা। তুমি নিজেই বিপদ্‌বারী, তোমার বিপদ্ শুন্‌লে লোকে যে অবিশ্বাস কর্‌বে?

নন্দী। এই ত তোমাদের মজার খেলা। কে যে কখন বিপদ্‌হারী, আর কে যে কখন বিপদ্‌গ্রস্ত, তা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

কৃষ্ণ। না মা! আজ আমার সখা পাণ্ডবেরা বড় বিপদে পতিত; আমি তাদের সঙ্গে একপ্রাণ, সুতরাং আমিও বিপদ্‌গ্রস্ত।

দুর্গা। তবে পাণ্ডবের এ বিপদ্ দুঃখের নয়, বরং সুখের। তারা বিপদে পড়েছে ব'লেই ত আজ বিপদ্‌বারীকে এমন চঞ্চল ক'রে তুল্‌তে পেরেছে। আর পাণ্ডবের সৌভাগ্যকেও ধন্য বলি যে, জগজ্জীবন নিজে তুমি তা'দের সঙ্গে একসঙ্গে একপ্রাণ হয়েছ, তা'দের

বিপদ্‌কে নিজের বিপদ্ ভেবে আকুল হ'য়ে পড়েছ। তাই বলি, নারায়ণ! এমন বিপদ্ দুঃখের নয় বরং সুখের। যে বিপদে নারায়ণ এসে আপনার হ'ন্, সে বিপদে পড়্‌তে জগতে কে কাতর হয়?

গীত।

দুঃখের বিপদ্ নয় ত ইহা, সুখের বিপদ্ বিপদ্‌বারী।
যে বিপদে ব্যস্ত অতি বিপদ্‌গ্রস্ত ভূভারহারী।
ধন্য ভক্ত পাণ্ডবনিচয়, ধন্য পুণ্য কর্‌লে সঞ্চয়,
যে পুণ্যে পূর্ণব্রহ্মময়, সখ্যভাবে শুভকারী।
বিধাতা যাঁর দয়া যাচে, সেই কৃষ্ণ যাদের কাছে,
তাদের যে বিপদ্ আছে, বুঝ্‌তে নারি;—
ব্রজবাসীর বিপদ্ হেরি, গোবর্দ্ধন করে ধরি'
যে কীর্ত্তি রেখেছ হরি! ধন্য তোমায় বলিহারি।

কৃষ্ণ। শঙ্করি, আমরা এখন বিপদের অকূল-সাগরে পতিত। এ বিপদে তোমাদের কৃপা-তরণী ভিন্ন উদ্ধারের উপায় নাই।

নন্দী। কেন, তোমার পদ-তরণীটি খোঁড়া হ'য়ে গেছে বুঝি?

কৃষ্ণ। নন্দি, ঘটকে আশ্রয় ক'রে ক্ষুদ্র জলাশয় পার হওয়া যায়, তা' ব'লে কি অপার মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়?

নন্দী। অমন দুরূহ ভাষায় কথা বল্‌লে, নন্দী এখনই ভূতের দলে চ'লে যাবে। আমি কি হরি! তোমাদের শক্তির বিশ্লেষ কর্‌তে বল্‌ছি? ক্ষুদ্র আমি বোঝ্‌বার শক্তি যদি থাক্‌ত, তা' হ'লে কেউ আর নন্দীকে ভূত ব'লে ডাক্‌ত না। আমি জানি, তোমার ঐ চরণটীও বিপদ্‌সাগরের তরণী; তাই বল্‌ছি, হরি, পাণ্ডবগণের সম্মুখে রত্ন রেখে চোখ বেঁধে ওদিকে বিশ্বময় ঘুরিয়ে মার্‌ছ কেন? [অর্জ্জুনের প্রতি] অর্জ্জুন, নিজের শিরে মুক্তা থেকে, গজ যেমন তা' দেখ্‌তে পায় না, আজ

তোমাদিগকেও আমি সেইরূপ দেখ্‌ছি। তোমাদের সাম্‌নে সরল রাস্তা প'ড়ে, তা' না দেখ্‌তে পেয়ে তোমরা শুধু বাঁকা পথে যাবার চেষ্টা কর্‌ছ। এই যে তোমার সখা কৃষ্ণ, ইনিই ত বিপদ্‌-আপদের কর্ত্তা, একে অবহেলা ক'রে তোমরা কার কাছে কূলের কিনারা কর্‌তে এসেছ? হায় পার্থ! তোমরা চোখ থেকেও দেখ্‌তে পাও না, এই আমার বড় দুঃখ।

অর্জ্জুন। নন্দিকেশ, সে কথা কি আর তোমায় ব'লে দিতে হবে, ভাই? আমরা সকল সময়েই হৃষীকেশ ভিন্ন অন্য কারেও জানি না। উনি নিজেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাসে এলেন, জানি না, সখার মনে কি আছে।

কৃষ্ণ। সখা, চিন্তিত হ'য়ো না। আমরা যখন কৈলাসেশ্বরীর আশ্রয়ে আস্‌তে পেরেছি, তখন বিপদের কূল পাবই পাব।

নন্দী। তা' না হ'লে আর রক্ষা ছিল না, কেমন হরি? লোকে যেমন পুকুর কেটে সেই পুকুরে নিজেই সাঁতার দেয়, আজ তুমিও তেম্‌নি একটি বিপদ্‌-সাগর সৃজন ক'রে নিজেই তাতে সাঁতার দিচ্ছ। আর তার গভীরতা জান্‌বার জন্য পাণ্ডবগণকে ফেলে দিয়ে ন্যাকা সেজে ব'সে আছ। পাণ্ডবেরা এ রহস্য বুঝ্‌তে পারুক্ না পারুক্, তোমার কৃপায় এ ভূতটা তা' বুঝে নিয়েছে।

কৃষ্ণ। নন্দি, আজ তুমি পাগলের মত বক্‌ছ কেন?

নন্দী। পাগল মা বাপের ছেলে যে পাগ্‌লামী কর্‌বে, এটা তোমার বলাই বাহুল্য। আমাদের সরল আর কে? আমরা সবাই পাগল; কিন্তু তুমি হরি, কোন্ অভিপ্রায়ে এমন ইচ্ছাভ্রান্ত, আমাকে এখন সেই কথাটিই বল দেখি।

দুর্গা। নন্দি, তুই তার তত্ত্ব কি বুঝ্‌বি?

নন্দী। বুঝিয়ে দিলেও কি পার্‌ব না, মা? তবে এতদিন তোদের বলদ হাঁকালাম কি জন্য?

দুর্গা। বলদ হাঁকালে কি তত্ত্বদর্শী হওয়া যায়?

নন্দী। তবে তুই মা হ'য়ে ছেলেকে এমন কাজের ভার দিয়েছিস্ কোন্ বিচারে? মা সন্তানকে সুপথে চালায়, তাই জানি, কুপথে যেতে বলে, তা' এখন জান্‌ছি।

দুর্গা। হাঁরে! তোকে বলদ হাঁকাতে বলি ব'লে কি তোর অভিমান হয়?

নন্দী। বলদ হাঁকাতে হয় ব'লে অভিমান হয় না; তবে বলদ হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে দিন-দিন বুদ্ধিটাও আমার বলদের মত হ'য়ে আস্‌ছে, তাতেই বড় দুঃখ হয়। মাগো! এতদিন তোদের পূজা কর্‌লুম, শিবশিবা-সেবা-বৃক্ষকে প্রেম-বারি আর ভক্তি মৃত্তিকায় মূলবদ্ধ ক'রে হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপণ কর্‌লুম—সাধ্যমত যত্ন-আলোক দিলুম, কিন্তু এত দিনেও তাতে একটী পূর্ণ ফলও ফল্‌ল না; বল্, দেখি মা! তাতে প্রাণে দুঃখের সঞ্চার হয় কি না? সূর্য্যালোকে থেকেও যদি শীতে কাতর হ'তে হয়, চন্দ্রের নিকটে থেকেও যদি অন্ধকারে অন্ধের মত হ'য়ে থাক্‌তে হয়, বল্ দেখি, শঙ্করি, তবে জগতে এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে?

কৃষ্ণ। নন্দি! ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না; অন্নপূর্ণা মা তোমার মনোবাসনা একদিন অবশ্যই পূর্ণ করবেন। মা ঈশানি, আমরা বিপন্ন হ'য়ে তোমাদের নিকট আশ্রয় নিতে এলাম, আমাদের গতি কি করবে?

দুর্গা। ওহে অগতির গতি, এ গতিহীনা তোমার কি গতি কর্‌বে? ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছাতেই ত জগতের সকল কার্য্য সংঘটিত হয়, তবে তুমি ইচ্ছা কর্‌লেই ত উপায় কর্‌তে পারই। আর তোমার যে কিসের বিপদ্, তাও ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

কৃষ্ণ। আমি একে একে সব নিবেদন কর্‌ছি। পাণ্ডবেরা অশ্ব-মেধ-যজ্ঞে ব্রতী হয়েছে, তা' তোমরা অবগত আছ। সেই যজ্ঞের অশ্ব চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ ক'রে প্রমীলা-রাজ্যে উপস্থিত হয়। প্রমীলা বাহুবলে সে অশ্ব ধারণ করে। পাণ্ডবেরা সেই অশ্বের জন্য তা'দের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু সে শিবদত্ত রক্ষিণী-অস্ত্রের বলে পাণ্ডবগণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেছে। এখন সে অশ্ব না হ'লে যজ্ঞ পূর্ণ হবে না, তাই আমরা আশুতোষকে সন্তুষ্ট ক'রে প্রমীলা-বিজয়ের বর গ্রহণ করতে এসেছি। আবার ওদিকে আশুতোষও প্রমীলাকে পাণ্ডব-বিজয়ের বর প্রদান করেছেন।

দুর্গা। তবে ত হরি, উভয়-সঙ্কট উপস্থিত! আশুতোষ যখন একবার প্রমীলাকে পাণ্ডব-বিজয়ের বর প্রদান করেছেন, তখন অর্জ্জুনকে আবার প্রমীলা-বিজয়ের বর প্রদান কর্‌বেন কি প্রকারে?

কৃষ্ণ। তবে কি মা, আমাদের এ বিপদের আর উদ্ধার নাই?

দুর্গা। আমি তা' কেমন ক'রে বল্‌ব, কেশব? তবে শূলপাণি যদি কোন উপায় কর্‌তে পারেন।

কৃষ্ণ। তিনি কোথায়? আমরা তাঁরই শরণগ্রহণ কর্‌ব।

দুর্গা। তিনি ত কৈলাসে নাই।

কৃষ্ণ। কোথায় আছেন?

নন্দী। তোমার কুহকে প'ড়ে আবার তিনি শ্মশানবাসী হয়েছেন, আবার তিনি পাগল সেজেছেন।

কৃষ্ণ। হাঁ মা, তবে কি সত্য-সত্যই শঙ্কর কৈলাসে নাই? আমরা যে অনেক আশা ক'রে আশুতোষের নিকট এসেছি, আমাদের সে আশা কি বিফল হবে? নন্দি, কোন্ শ্মশানে গেছেন, ব'লে দাও, আমরা সেইখানেই যাব।

নন্দী। পাগলের কি নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে? তিনি উন্মত্ত হ'য়ে নানা শ্মশানে ভ্রমণ কর্‌ছেন; হরি হে! তুমি অন্তর্যামী, তা'ত সবই জান, তবে আর নন্দীর সঙ্গে ছলনা কেন?

কৃষ্ণ। সখা, এত ক'রেও বুঝি অশ্বের উদ্ধার হ'ল না। আমাদের কপালদোষে কৈলাসেশ্বর আজ কৈলাসত্যাগী হয়েছেন।

অর্জ্জুন। তুমি কি কর্‌বে, ভাই, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। তা' না হ'লে পাণ্ডবকে আজ এমন ভাবে বিপর্য্যস্ত হ'তে হবে কেন? তবে চল সখা, আর প্রমীলা-রাজ্যে গিয়ে কাজ নাই, নিরাশ-হৃদয়ে হস্তিনায় ফিরে যাই। সেখানে যদি কোন উপায় হয়, ভাল, নচেৎ প্রাণপণ ক'রে সকলে আর একবার নারীগণের সহিত যুদ্ধ কর্‌ব। তাতে হয়, নারীগণের জীবলীলার অবসান হবে, নয় পাণ্ডবের নাম ধরা হ'তে চিরতরে বিলুপ্ত হবে।

কৃষ্ণ। না সখা! যখন এসেছি, তখন কার্য্যোদ্ধার না ক'রে ফিরে যাব না। আমি পশুপতিকে কৈলাসে আন্‌বার জন্য যোগে বসলাম, দেখি, তিনি আমাদের প্রতি সদয় হন্ কি না? [যোগমগ্ন]

নন্দী। এইবার বড় মজার চালই চেলেছ। দেখ্‌ব হরি, তোমাদের অভেদাত্মা কেমন?

শিবের প্রবেশ।

শিব। কেন হরি! কেন আবার আমায় স্মরণ কর্‌লে? আমি যে বেশ ছিলাম, সকল মায়া ভুলে গেছ্‌লাম, কেন আবার আমাকে কৈলাসে আন্‌লে? চিরপাগল ভোলা, পাগল হ'য়ে শ্মশানে একটু শান্তি উপভোগ কর্‌ছিল, তাকি তোমার প্রাণে সহ্য হ'ল না? শিবকে অনেক জ্বালায় জ্বালিয়েছ, অনেক কষ্ট দিয়েছ, এখনও কি

তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নি? পাছে শ্মশানে সুখে থাকি, তাই কৈলাসে নিয়ে এলে? কৌশলি! এতে তোমার কি সুখ হবে? আমায় ছেড়ে দাও—আমি আবার শ্মশানবাসী হব। সব ভুলে যাব—ভক্তের মুণ্ড নিয়ে দারাপুত্র, সংসার সব ভুলে যাব। শঙ্কর যে ধনে চিরপ্রয়াসী, আজ তাই পেয়েছে। এই দেখ, হরি! তোমার পরিত্যক্ত ভক্তের মুণ্ড শিব কত যত্নে গলদেশে ধারণ করেছে। তুমি কৌস্তুভমণিকে এত আদরে রাখ কি না জানি না। এখন বল নারায়ণ, কি জন্য আমায় আহ্বান কর্‌লে? আমি অধিকক্ষণ এখানে থাক্‌তে পার্‌ব না।

কৃষ্ণ। বিরূপাক্ষ! বিরূপ হবেন না, আমাদের প্রতি কৃপানয়নে ফিরে চান্। আমরা আজ বড় বিপদে প'ড়ে আপনার শরণ নিতে এসেছি।

শিব। কেন হরি, এ ভোলার শরণ লওয়া কি জন্য? আবার কি ভোলাকে কোন লীলাতরঙ্গে নিমজ্জিত কর্‌বে? তোমার নাম কর্‌লে জীবের মহা-বিপদ্ দূর হয়, আজ তুমি নিজেই বিপর্য্যস্ত! কেন হরি, পাগলকে এ ছলনা কেন? এখনও কি আমাকে ছলনা কর্‌তে বাকি আছে? এতদিন ধ'রে ত কত ছলনাই করেছ, তবে এ আবার কি নূতন ছলনা?

কৃষ্ণ। পিণাকি! আজ আমরা বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত, আপনার করুণা ভিন্ন সে বিপদ্ হ'তে উদ্ধারের উপায় নাই।

শিব। শঙ্কর নিজেই যে চিরদিন তোমার করুণাপ্রয়াসী; তবে করুণাময়! এ আবার তোমার কি ভাব দেখ্‌ছি? আর তুমি বিপন্ন হ'য়ে আমার নিকট শরণ নিতে এসেছ, পূর্ণব্রহ্ম! সে এমন বিপদ্‌ই বা কি?

কৃষ্ণ। আপনার ভক্তা প্রমীলা আমাদের যজ্ঞীয়-অশ্ব ধারণ করেছে; সখা ধনঞ্জয়, বীর বৃকোদর তার বাহুবলে পরাজিত হয়েছে। তাই আমরা আপনার নিকট প্রমীলা-বিজয়ের বর প্রার্থনা করতে এসেছি।

শিব। হাঁ হে! যে নিজের ভক্তকে বিনষ্ট করাতে পারে, সে কি পরের ভক্তকে বিনষ্ট করতে মায়া বোধ করে? কপট! তুমি যে কাপট্যে সুধন্বাকে সংহার করেছ, প্রমীলাকেও ত সেইরূপে পরাজিত বা বিনষ্ট করতে পার, অকারণ আমার নিকট আস্‌বার আবশ্যক কি? তবে ধনী ব্যক্তি যেমন অধীনস্থ লোককে বহুমূল্য ভূষণে ভূষিত ক'রে কৌশলে নিজেকেই ধনবান্ ব'লে পরিচয় দেয়, কৌশলি! আজ তুমিও কি সেই ভাবের খেলা খেল্‌তে এসেছ? ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে; বাধা দিতে আমার মত শত শঙ্করও সমর্থ হবে না। তবে আমার নিকট প্রমীলা-বিজয়ের বর চাওয়া বৃথা, কেন না, আমি প্রমীলাকে পার্থ-বিজয়ের বর প্রদান করেছি।

অর্জ্জুন। তবে পশুপতি, হতভাগ্য পাণ্ডবদের গতি কি হবে?

শিব। স্বয়ং অগতির গতি যখন তোমাদের সহায়, স্বয়ং শ্রীপতিকে যখন তোমরা ভক্তি-ডোরে আবদ্ধ ক'রে রেখেছ, তখন আর গতির ভাব্‌না কি অর্জ্জুন? উনিই তোমাদের গতি করবেন। তোমরা যে তরীতে আরূঢ় আছ, তা' পরিত্যাগ ক'রে উডুপের দিকে ধাবিত হ'য়ো না—প্রতারিত হবে। এ সব যা দেখ্‌ছ, ওঁরই কৌশল, তুমি আমি উপলক্ষ মাত্র। যাদুকর যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ জন্তুকে নিয়ে আপন ইচ্ছামত নাচায়, উনিও তেম্‌নি তোমাকে, আমাকে, এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়তি-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে ইচ্ছামত চালাচ্ছেন। উনি হাসালেই আমরা হাসি, কাঁদালেই কাঁদি, জগতে যা কিছু ঘটনার রটনা দেখ্‌ছ, সবই এই হরির খেলা।

গীত।

ভবের মূল সূত্রধার ! হরি বিশ্ব-নাটকের নাট্যকার।
এ বিশ্ব-নাটক রচনার রচয়িতা ওই গুণাধার।
এই জগত-জীব সেই নাটক-অভিনয়ের সবাই অভিনেতা,
যাকে সাজান সে তাই সাজে হে,—
প্রতি অঙ্কে গর্ভাঙ্কে ঐ ত্রিভঙ্গের মহিমা প্রচার।
বীর করুণ হাস্য আদি সর্ব্ববিধ রসের আধার,
এই জগতে দেখ কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ বা ক্রোধ করে হে,
যারে যা বলান সে তাই বলে হে,—
ভব-রঙ্গভূমে যথাক্রমে প্রবেশ প্রস্থান লেখেন সবার।

কৃষ্ণ। শূলপাণি, তবে কি অর্জ্জুন হ'তে প্রমীলা-বিজয় হ'বে না ?

শিব। তুমি ইচ্ছা কর্‌লেই হবে। হাঁ হে, যে অর্জ্জুনকে তুমি ত্রিদিবজয়ী করেছ, যে অর্জ্জুনের নিকট এই ভোলাকে পরাজিত করেছ, সেই অর্জ্জুনের দ্বারা কি সামান্যা প্রমীলার পরাজয় সংঘটন করাতে পার্‌বে না ?

কৃষ্ণ। আমার ইচ্ছায় হবে না, আপনি যদি কৃপা করেন, তবেই হবে।

শিব। আচ্ছা হরি, আমি অর্জ্জুনকে এই বর দিলাম, যখন প্রমীলা রক্ষণী-অস্ত্রশূন্য হবে, তখন, অর্জ্জুন প্রমীলা-বিজয়ে সমর্থ হবে। আমার যা' শক্তি, আমি তাই কর্‌লাম ; এখন হরি ! তোমার কাজ তুমি কর।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি যে কোন উপায়ে হ'ক্, তার নিকট হ'তে সে অস্ত্র গ্রহণ কর্‌ব।

নন্দী। ও কাজে তুমি অদ্বিতীয়, লোককে প্রবঞ্চনা কর্‌তে তোমার দ্বিতীয় আর নাই। হরি হে! তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল—অভাগা নন্দীর বাসনা পূর্ণ হ'ল কই?

কৃষ্ণ। তোমার কি বাসনা, নন্দি?

নন্দী। অনেক দিন হরহরির মিলিত রূপ দেখি নাই, আজ আমার সেইরূপ দেখ্‌বার সাধ হয়েছে। ভূতভাবন! এ ভূতের আশা কি পূর্ণ হবে না?

কৃষ্ণ। দিগম্বর! নন্দী আমাদের মিলিত মূর্ত্তি দেখ্‌বার বাসনা করেছে; আসুন, আমরা ভক্তবাসনা পূর্ণ করি।

[হরহরির মিলন]

নন্দী। ধন্য হ'লাম, আজ হরহরির মূর্ত্তি দর্শন ক'রে জন্ম সার্থক হ'ল। নয়ন রে! একবার নয়ন ভ'রে হরহরির মোহন মূর্ত্তিখানি দেখে জন্মের সফলতা সম্পাদন কর্। বদন, একবার উচ্চৈঃস্বরে "হরিহরি হরহর" ব'লে ডাক্।

শিব। এখন হরি! আমি আপনার সাধনায় চল্‌লাম, তুমি স্বস্থানে যাও। চল দুর্গে! আমার সঙ্গে চল। [দুর্গাসহ প্রস্থান।

কৃষ্ণ। মদনরতির দ্বারা প্রমীলার বাণ অপহরণ করাতে হবে। এখন তা'দিগকে স্মরণ করি।

কাম ও রতির প্রবেশ।

কাম। কেন প্রভো! এমন সময়ে আমাদিগকে আহ্বান করলেন?

কৃষ্ণ। দেখ, মদন, আজ তোমাদের ভাব দেখিয়ে প্রমীলার নিকট হ'তে শিবদত্ত অস্ত্র গ্রহণ কর্‌তে হবে, তবে প্রমীলা পার্থ-হস্তে পরাজিত হবে।

কাম। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

কৃষ্ণ। তবে তোমরা যথাসময়ে উপস্থিত হ'য়ো, আমরা এখন যাই। চল সখা, এইবার আমরা উপায় পেয়েছি। আশুতোষের যখন অনুমতি হয়েছে, তখন আর চিন্তা কি? এইবার প্রমীলার বিজয় হবেই হবে।

[অর্জ্জুনসহ প্রস্থান।

নন্দী। ব'ল মদনভায়া, বদনটা নীরব ক'রে রাখ্‌বে? আজ দেখ্‌ছি, তোমাদের ভাব-তরঙ্গে প্রমীলা-রাজ্য প্লাবিত হবে। তা' নন্দীকে একবার একটুখানি ভাব দেখাবে কি?

কাম। তুমি কি করতে বল?

নন্দী। নেচে নেচে একটা গান।

কাম, রতি।—

গীত।

আমরা উভয়ে একত্রে রই।
উভয়ের কথা উভয়ে জানি গো উভয়ে পৃথক্ নই।
উভয়ের সুখে উভয়ে মগ্ন, উভয়ের দুঃখে উভয়ে ভগ্ন,
উভয়ের রোগে উভয়ে রুগ্ন, উভয়ের ব্যথা উভয়ে সই।
উভয়ের প্রেমে উভয়ে মোহিত, উভয়ের রূপে উভয়ে শোভিত,
উভয়ের গুণে উভয়ে মিলিত, উভয়ের কথা উভয়ে কই।

নন্দী। বাঃ! বাঃ! এম্‌নি ভাবে গেলে, তোমরা যাবামাত্রই কার্য্যোদ্ধার। কোথায় থাক্‌বে সংযম, আর কোথায় থাক্‌বে বৈরাগ্য, সবই কাম-তরঙ্গে ভেসে চ'লে যাবে। এখন তোমরা স্বকাজে যাও, আমি উপর থেকে সমস্তই দেখ্‌ব এখন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

[রণবাদ্য]

বেগে মানবকের প্রবেশ।

মানবক। কি আপদ্! এ যুদ্ধটা কি আর থাম্‌বে না? দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার বাজনা বেজে উঠ্‌ছে। এই দেখ না, খানিক বাদেই মাগীগুলো সাঁ সাঁ ক'রে ছুটে আসে। ঢের্ ঢের্ মাগী দেখেছি, কিন্তু এ দেশের মত এমন জবরদস্ত মাগী আর কোথাও দেখি নি। দেখ্‌তে অমন নধর-নাধর, প্রাণটা কিন্তু একেবারে মায়ামমতা-শূন্য; বেটীদের যেন পাষাণে জন্ম! মেয়ে মানুষ যে পুরুষ মানুষকে শ্যাল তাড়া করে, দেখি নি ছেড়ে তা' কখন শুনিও নি! বাজীর ভেতর থেকে যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরোয়, বেটীদের হাত থেকে বাণগুলোও তেম্‌নি সোঁ সোঁ ক'রে ছুট্‌তে থাকে। আজ পুনর্ব্বার যুদ্ধ। আজ আবার কত রকমের কৌশল দেখাবে-এখন। বেটীরা যখন যুদ্ধস্থলে আসে, তখন দেখ্‌লেই মনে হয় যেন, রাগে গর্ গর্ কর্‌ছে। পাণ্ডবেরা হারাবে ব'লে কতই যুক্তি কর্‌ছে, আমার মতে মাগীগুলোর এক-একটা পুরুষমানুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে পার্‌লে সকল আপদ্ মিটে যায়! জুয়ান জুয়ান ছুঁড়ী—এখন ওদের তেজ কত! ও তেজ কমাতে না পার্‌লে, সহজে ঠাণ্ডা হবে না। যা'ই হ'ক্, আমি এখন স'রে পড়ি, এসে পড়্‌লে মুস্কিল বাধিয়ে দেবে।

[নেপথ্যে নারীগণ]

নারীগণ। জয় প্রমীলার জয়! জয় প্রমীলার জয়!

মানবক। ঐ বুঝি সব গর্জ্জাচ্ছে? কি সর্ব্বনাশ! যেখানে বজ্রের ভয়, সেইখানেই কি বিদ্যুৎ হয়? এখন আমি পালাই কোথা দিয়ে, এসে পড়্‌ল ব'লে!

নারীগণের প্রবেশ।

নারী। কে তুমি?

মানবক। আমি—আমি—

নারী। আমি কে, ভূত না মানুষ?

মানবক। ভূতও নয়, মানুষও নয়, দুটোর মাঝামাঝি ব্রহ্মদৈত্য।

নারী। তবে এখানে কেন, সেঁকুলবনে যাও।

মানবক। থাম্, আগে ক'জনের ঘাড় ভেঙে খাই, তবে ত যাব।

নারী। তুমি কে, শীঘ্র পরিচয় দাও।

মানবক। আমাকে ত তোরা অনেকবারই দেখেছিস গা।

নারী। রণে না বনে?

মানবক। দু-জায়গাতেই।

নারী। এখন কি তুমি যুদ্ধার্থী?

মানবক। নিশ্চয়, তা' না হ'লে রণস্থলে কেন?

নারী। তবে প্রস্তুত হও!

মানবক। আগে যুদ্ধের প্রকারটা স্থির কর।

নারী। তুমি কোন্ যুদ্ধে অগ্রসর হবে? মুষ্টিযুদ্ধ?

মানবক। তাতে আমি বড় তুষ্টি পাই না।

নারী। ধনুর্যুদ্ধ?

মানবক। ধনুর্যুদ্ধ আমার তনুতে সয় না।

নারী। আচ্ছা, গদাযুদ্ধ?

মানবক। গদাযুদ্ধে আমি সদা বিরত।

নারী। ভাল, দ্বন্দ্বযুদ্ধ ?

মানবক। দ্বন্দ্বযুদ্ধ অন্ধকারেই ভাল লাগে।

নারী। তবে কোন্ যুদ্ধ ?

মানবক। ভোজনযুদ্ধ। আয়, সকলে পাত ক'রে ব'সে যাই, দেখি, কে কাকে হারাতে পারে।

নারী। তোমার উদরটী দেখ্‌লে, তোমাকে একজন ভোজন-বীর ব'লেই বোধ হয় বটে! তা ঠাকুর, এখানে ত আর লুচি সন্দেশ নাই যে, তোমায় খাওয়াব ? তবে আমাদের সঙ্গে বাণ আছে; এস, তাই না হয় গোটা কতক খাইয়ে দিই! [মানবকের প্রতি ধনু উত্তোলন।]

মানবক। মেরে ফেল্‌লে—বেটীরা রাক্ষসী—

[পলায়ন।

নারী। চল, সকলে অগ্রসর হই।

[নারীগণের প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে সাত্যকি ও বাসন্তীর প্রবেশ।

সাত্যকি। আবার আবার ধনু করিনু ধারণ,

বাসন্তী। ভুজঙ্গীরে নেহারিয়া মণ্ডূক যেমন।
পলাইলে একবার জীবনের ভয়ে,
কোন্ লাজে পুনর্ব্বার আসিলে সম্মুখে ?

সাত্যকি। পূর্ণ পরাক্রম তোরে দেখাব এবার,
মিটাইব এইবার রণ-তৃষ্ণা তোর;
কিছুতেই নাহি আজ নিস্তার তোদের!

বাসন্তী। বলিতে না হয় লাজ কাপুরুষ তব ?
শুনিতে আমার কিন্তু ঘৃণা আসে মনে।
পলাও প্রাণের ভয়ে শশকের প্রায়,

তথাপি এ হেন কথা নিঃসরে ও মুখে ?
নির্লজ্জ জগতে আর কারে বলি তবে ?

সাত্যকি। শিশুর চাঞ্চল্য যথা পতনের মূল,
রমণীর গর্ব্ব তথা মৃত্যুর কারণ।
আয় বামা, পুনর্ব্বার বুঝি বাহুবল,
এইবার শেষ দেখা, শেষ আশা তোর !

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে প্রমীলা ও কৃষ্ণসহ অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ক্ষান্ত হ'য়ো না—পুনর্ব্বার অগ্রসর হও।

প্রমীলা। কেন অর্জ্জুন ! আজ এত সাহস কেন, কৃষ্ণকে পেয়ে নাকি ?

অর্জ্জুন। অর্জ্জুন আজ তোমাকে পূর্ণ-বিক্রম প্রদর্শন করাবে।

প্রমীলা। কৃষ্ণ নিকটে ছিল না ব'লে এতক্ষণ বিক্রম ক'মে গেছ্‌ল বুঝি ? ধিক্ পার্থ ! তোমার কথা শুন্‌লেও মনে ঘৃণা হয়। একবার কাপুরুষের মত রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেছ, তা' বুঝি বিস্মৃত হয়েছ ?

কৃষ্ণ। জয়-পরাজয় যুদ্ধের নিয়ম। তাতে কি সখার গৌরবহানি হয়েছে ?

প্রমীলা। নিজের জিনিষকে কে মন্দ বলে, হরি ? তোমার বীরবর সখা, প্রমীলার পরাক্রমে কাতর হ'য়ে প্রাণভয়ে কিরূপ ভাবে পলায়ন করেছিল, তা' যদি দেখ্‌তে, তা' হ'লে এমন কথা কখনই বল্‌তে না। আমি শুনেছিলাম, অর্জ্জুন একজন বীরপুরুষ, কিন্তু সে যে এমন ভীরু অপেক্ষাও ভীরুমতি, তা' আগে জানি নে। তা' জান্‌লে কি, এমন অযোগ্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে অশ্বধারণ করি ? আগে বুঝ্‌তে

পার্‌লে—পাণ্ডব যখন প্রমীলাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিল, তখন সবল ব্যক্তি যেমন দুর্ব্বলের কথা উপহাস্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য করে, আমিও তেমনি সে আহ্বানকে দুর্ব্বলের ক্ষীণ স্বর ভেবে অগ্রাহ্য ক'রে যজ্ঞীয় অশ্ব ছেড়ে দিতাম।

কৃষ্ণ। প্রমীলা, তুমি কি মনে কর যে, পাণ্ডবগণ নিজ পরাক্রমে তোমার নিকট হ'তে অশ্বগ্রহণ কর্‌তে অসমর্থ?

প্রমীলা। তুমি না থাক্‌লে, একবার ছেড়ে আমি শতবার বল্‌ব, তারা অসমর্থ। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে অর্জ্জুনই প্রধান যোদ্ধা ব'লে শুনেছি; সেই অর্জ্জুনই যখন আমার সম্মুখে দণ্ডকালও অবস্থান কর্‌তে সমর্থ হয় নি, তখন কোন্ বীর আর প্রমীলার প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হবে?

কৃষ্ণ। পাণ্ডবেরা কি তবে আমার বলেই বলী?

প্রমীলা। শুধু আমি কেন, জগতের সকলেই এ কথা ভাল জানে। ঘুড়ি যেমন সূত্রের বলেই আকাশে উড়ে, অর্জ্জুনও তেমনি তোমার ভরসাতেই বিপক্ষসম্মুখে আগুয়ান হয়। সূত্র ছিন্ন হ'লে ঘুড়ির যেমন মৃত্তিকায় পতন অবশ্যম্ভাবী, আমি বেশ বল্‌তে পারি, তোমার সাহায্য না পেয়ে অর্জ্জুনেরও ঠিক সেই দশা। অপক্ষপাতে বল দেখি হরি, তোমার সখা তোমার বিনা সহায়তায় কোন্ মহাযুদ্ধে জয়লাভ করেছে?

কৃষ্ণ। তুমি যদি তেমন ভাব', তা' হ'লে তুমিও বল দেখি, জগতে দৈববল না পেলে কে বিজয়ী হয়?

প্রমীলা। তা' ব'লে তোমার মত কোন্ দেবতা এসে অর্জ্জুনের ন্যায় ভক্তের রথের অশ্বচালনা করে? স্মরণ ক'রে দেখ দেখি, তোমার সম্মুখে অর্জ্জুনের কি সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল? কেবল তোমার কৌশলেই বন্ধু তোমার সে যাত্রায় জীবনরক্ষায় সমর্থ হয়েছিল।

কৃষ্ণ। তবে তুমি বল্‌তে চাও, অর্জ্জুন বীর নয় ?

প্রমীলা। বীরত্বের পরিচয় যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ করব, ততক্ষণ তাই বল্‌ব।

অর্জ্জুন। আমি যে যে বীরত্ব দেখিয়েছি, সে কি তবে ভোজবাজি ?

প্রমীলা। প্রমীলা এখন সেই ভেবেই সন্দেহ করে যে, তুমি সেই পার্থ কি না ? যে পার্থ বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে শর-শয্যায় শায়িত করেছে, সেই পার্থের বাহুবল যখন এত ক্ষীণ, তা' ভাব্‌লে যথার্থই মনে হয়, কুরুক্ষেত্রে বুঝি একটা ভোজবাজীই হয়েছিল। অথবা পক্ষীর কলহের ন্যায় কোন একটা সামান্য কাণ্ডের সংঘটনা হয়েছিল।

অর্জ্জুন। প্রমীলা, তুমি একবার জয়লাভ ক'রেই স্থির করেছ যে, পাণ্ডববিজয়ী হ'লে ; কিন্তু সে ধারণা তোমার ভ্রম, অর্জ্জুন এখনও ধরাশায়ী হয় নি।

প্রমীলা। আমি বলি, তোমার ধরাশায়ী হওয়া আর এরূপভাবে দাঁড়িয়ে থাকা একই কথা। তুমি কোন্ বলে যে, কুবেরকে জয় করেছিলে, কোন্ শক্তিতে যে, দেবগণকে পরাজিত করেছ, তা' আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। তবে বুঝ্‌ছি এই, [কৃষ্ণকে দেখাইয়া] ইনিই তোমার জয়ের মূল।

কৃষ্ণ। প্রমীলা, সখা হয় ত একবার নিয়তির বশে পরাজিত হয়েছে, তা' ব'লে মনেও ক'রো না যে, তুমি পাণ্ডবের অশ্বধারণ ক'রে রাখ্‌তে সমর্থ হবে। যে যতই বীরত্ব দেখাক্, যে যতই শত্রুতা করুক্, পাণ্ডবের অশ্বমেধ পূর্ণ হবেই হবে।

প্রমীলা। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্, তুমি স্বয়ং যখন তাদের অনন্যসহায়, তখন অশ্ব না হ'লেই বা ক্ষতি কি ? পাণ্ডবেরা যখন বিশ্বময়কে সখ্যতা-পাশে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে, তখন একটা ছেড়ে শত অশ্বের অভাব

ঘটুক্ না কেন, যজ্ঞ পূর্ণ হবেই হবে, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। হরি হে! পাণ্ডবেরা সখ্যভাবে তোমাকে যেদিন লাভ করেছে, সেইদিনই যে ওদের সকল যজ্ঞ পূর্ণ হয়েছে। তবে ওরা ভ্রান্ত, তাই তা' না বুঝ্‌তে পেরে শুধু কষ্টভোগ কর্‌বার জন্য ছার অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করেছে। বীজ অঙ্কুরিত হবে ব'লে লোক ক্ষেত্রে চাষ দেয়, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যদি আপনা হ'তেই বৃক্ষ উৎপন্ন হ'য়ে ফল প্রদান করে, তবে তাতে আর চাষ দেবার আবশ্যক কি? রাধাকান্ত! যে ফলের আশায় লোক যজ্ঞ করে, সেই ফল ছেড়ে, ফলদাতা! বৃক্ষকে যে পাণ্ডবেরা ঘরে ব'সে লাভ করেছে, তখন ওদের আর কোন্ ফলের—কোন্ পুণ্যের অভাব আছে?

অর্জ্জুন। প্রমীলা, এখন বল, তুমি সহমানে অশ্ব প্রত্যর্পণ কর্‌তে প্রস্তুত আছ কি না?

প্রমীলা। তুমি যদি প্রমীলার নিকট ভিক্ষা চাও, তা' হ'লে পারি, নচেৎ নয়। তোমাদের একটু গুণ গাইলাম ব'লে কি তুমি ভাব যে, প্রমীলা ভীত হয়েছে? অবোধ অর্জ্জুন! তুমি কৃষ্ণকে পেয়ে মনে করেছ—এইবার আমাকে পরাজিত কর্‌বে, কিন্তু তোমার ও আশা এখনি আকাশকুসুমে পরিণত হবে। নদী যখন শান্ত থাকে, তখন একটি ক্ষুদ্র ভেলাও তাতে ভাসমান হ'তে পারে; কিন্তু যখন তরঙ্গপূর্ণ হয়, তখন বৃহৎ বৃহৎ তরণীও জলমগ্ন হ'য়ে যায়। প্রমীলা এখন শান্ত মূর্ত্তিতে তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌ছে, তাই তুমি এখনও স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পেরেছ; কিন্তু যখন পূর্ণতেজে অবতীর্ণ হবে, তখন পার্থ, প্রমীলার সে বেগ রোধ কর্‌তে তোমার মত অর্জ্জুনও সমর্থ হবে না।

অর্জ্জুন। আজ অর্জ্জুনের হস্তে তোমার ও দর্প চূর্ণ হবেই হবে।

প্রমীলা। হাসি পায়—অর্জ্জুন, তোমার কথা শুন্‌লে যথার্থই আমার

হাসি পায়। তুমি কোন্ লজ্জায় এমন ঘৃণিত মুখে এরূপ কথা উচ্চারণ কর্‌ছ? প্রমীলা এখনও অস্ত্রহীনা হয় নি; প্রমীলার দেহ-শক্তি এখনও অক্ষুণ্ণ অটুট্‌ভাবে বর্ত্তমান আছে।

কৃষ্ণ। একবার তুমি জয়ী হয়েছ, এইবার সখা জয়ী হবে।

প্রমীলা। তোমার ইচ্ছা যদি তাই হয়, তবে তাতে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু হরি, তোমরা যে এইভাবে প্রমীলাকে পরাজিত কর্‌বে, তা' মনেও ক'রো না।

অর্জ্জুন। আচ্ছা, অগ্রসর হও, এইবার আমাদের শেষ-পরীক্ষা।

প্রমীলা। প্রমীলা প্রস্তুতই আছে, তুমি যথাশক্তি অস্ত্র বর্ষণ কর।

[যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের বাণ ছেদন]

প্রমীলা। কি অর্জ্জুন! আবার যে তোমার বাণ ব্যর্থ হ'য়ে গেল?

অর্জ্জুন। পুনরায় অস্ত্র গ্রহণ কর্‌লাম, এই অস্ত্রে তোমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

প্রমীলা। শারদীয় মেঘাড়ম্বরের ন্যায় তোমার ও অসার গর্জ্জন। কৃষ্ণ, তোমার সখাকে শক্তি দাও, তা' না হ'লে আর একমুহূর্ত্তও প্রমীলার সম্মুখে অবস্থান কর্‌তে পার্‌বে না।

কৃষ্ণ। তুমি যদি সখাকে আমার বলেই বলী বোধ কর, তা' হ'লে আমি অন্যত্র চ'লে যাই, তোমরা উভয়ে যুদ্ধ কর। [প্রস্থান।

প্রমীলা। আচ্ছা পার্থ, আবার এস। [উভয়ের যুদ্ধ]

গান করিতে করিতে কাম ও রতির প্রবেশ।

কাম, রতি।— গীত।

(কত) গোপনে রাখিব কথা।
অতীতের স্মৃতি বর্ত্তমান সহ
মরমে রয়েছে গাঁথা॥

(আজ) পেয়েছি যখন, পরাণরতন,
দেখাব পরাণে ব্যথা।
কহিব সাদরে, দুটি করে ধ'রে,
এই কি প্রণয়-প্রথা।
মনে কি পড়ে না, সে সুখ-যামিনী,
পুরাণ-কাহিনী যথা।
কহ দেখি শুনি, কুশল বারতা,
এতদিন ছিলে কোথা।

গোপালের প্রবেশ।

গোপাল। দিদি, দিদি, তুমি একটু সাবধানে যুদ্ধ কর।

প্রমীলা। গোপাল, গোপাল, তুই কেন রণস্থলে এলি, ভাই?

গোপাল। তোমাকে সতর্ক ক'রে দেবার জন্য। আজ তোমাকে হারাবে ব'লে শত্রুরা অনেক আয়োজন করেছে; তুমি একটু সতর্ক হ'য়ে যুদ্ধ কর।

প্রমীলা। তুই রণস্থল হ'তে অন্তরে যা। তোর কোমল দেহে অস্ত্র লাগ্‌লে প্রমাদ ঘট্‌বে।

গোপাল। না দিদি, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের যুদ্ধ দেখ্‌ব। পাণ্ডবেরা যাতে তোমার অনিষ্ট করতে না পারে, আমি তাই করব।

প্রমীলা। না গোপাল, তুই এখান হ'তে যা। সুতীক্ষ্ণ বাণ এসে তোর গায়ে লাগ্‌লে তুই প্রাণে বাঁচ্‌বি না। গোপাল রে! তোর একটু কষ্ট দেখ্‌লেও আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে।

গোপাল। দিদি, তুমি আমার ভাব্‌না ভাব্‌ছ, আমি তোমার ভাব্‌না ভাব্‌ছি। আমি তোমাকে এমন চক্রের মধ্যে একা ফেলে যাব

না। ভয় কি দিদি, বাণ লেগে আমার প্রাণ যাবে জগতে এমন বাণ কি আছে? [স্বগত] এ জগতে যারা পঞ্চবাণে বিদ্ধ হয়, আমিই যে তা'দিগকে নির্ব্বাণ ক'রে দিই। তবে বাণকে আমার ভয় কি? [প্রমীলার প্রতি] দিদি, তুমি আমার জন্যে ভেবো না; রণে কি বাণে আমার মৃত্যু নাই।

প্রমীলা। তোর দেহে ত ব্যথাও লাগ্‌বে?

গোপাল। সে ব্যথার চেয়ে তুমি যদি বিপদে প'ড়ে গোপাল গোপাল ব'লে ডাক, আমি তাতে বরং অধিক ব্যথা পাব। দেখ দিদি, আমি যতক্ষণ কাছে থাক্‌ব, ততক্ষণ বিজয়-লক্ষ্মী তোমার কাছে বাঁধা থাক্‌বে। ওরা যত চেষ্টা, যত কৌশলই করুক্, সব বিফল হ'য়ে যাবে।

অর্জ্জুন। যুদ্ধের সময়ে এসে বাধা দিতে লাগ্‌লে, বালক, কে তুমি?

গোপাল। তুমি এখন আমায় চিন্‌তে পার্‌বে না।

অর্জ্জুন। যদি জীবনের আশা কর, তবে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ ক'রে এখনই চ'লে যাও।

গোপাল। তা' হ'লেই, তোমরা আমার দিদিকে কাপট্যে হারিয়ে দাও, নয়? দেখ অর্জ্জুন, আমি তোমাদের সব অভিসন্ধি জান্‌তে পেরেছি। তুমি মনে করেছ, তোমাদের কৃষ্ণ আছে, দিদির কেউ নাই, দিদির আমি আছি।

অর্জ্জুন। একেই বাল্যস্বভাব বলে। বালক, তোমায় এখনও বল্‌ছি, রণস্থল হ'তে প্রতিগমন কর। নচেৎ তোমার দিদির সঙ্গে তোমারও জীবন-লীলা শেষ হবে।

গোপাল। বল কি অর্জ্জুন, তুমি এত ক্ষমতা ধর? তবে একবার দিদির ভয়ে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেছ্‌লে কেন? কৃষ্ণকে পেয়ে জোর হয়েছে, নয়? তবু ভাল।

প্রমীলা। অর্জ্জুন, বালকের সঙ্গে বাগাড়ম্বর কেন? এখনি তোমার বিক্রম বোঝা যাবে। গোপাল, তুই ঘরে যা, আমি এখনি যুদ্ধ জয় ক'রে গিয়ে তোকে কোলে নিয়ে আদর করব।

গোপাল। তুমি যুদ্ধের সময় অন্যদিকে চেয়ো না।

প্রমীলা। তা' আর তোকে ব'লে দিতে হবে না।

গোপাল। দেখ দেখি, ঐ যে দুজন ওখানে নেচে গান করছিল, তুমি ওদিকে বিশ্বাস ক'রো না। ওরা শত্রুপক্ষের লোক। আমি তবে এখন যাই, তুমি অর্জ্জুনকে হারিয়ে দিয়ে এখনি ফিরে এস।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। এস প্রমীলা, আবার তোমার বাহুবল পরীক্ষা করি।

প্রমীলা। প্রতিবারেই ত পরাজিত হচ্ছ, তবু তোমার লজ্জা নাই? এইবার তোমাকে প্রাণ হারাতে হবে।

[যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের মূর্চ্ছা]

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। একি! একি! সখা আমার মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে। সখা! সখা! ভয় নাই।

প্রমীলা। কি হরি, এবার তোমার সখার দশা কি হ'ল? এই যে তোমার সখা এত আস্ফালন করেছিল, এখন সে সব কোথায় গেল? তুমি না থাক্‌লেই ত এতক্ষণ তোমার সখাকে গতাসু হ'তে হ'ত। এখন বল, কেশব, পাণ্ডবেরা পরাজিত হ'ল কি না?

কৃষ্ণ। সখা মূর্চ্ছিত হয়েছে বটে, আমি ত আছি? এস, আজ পাণ্ডবের হ'য়ে আমিই তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব।

প্রমীলা। এত ক'রে তোমার সখাকে রক্ষা কর, তবুও বল, সখা নিজের বলে বলী। যেই অর্জ্জুন মূর্চ্ছাগত হয়েছে, তুমি অমনি কোথা

থেকে সখা সখা ক'রে ছুটে এসেছ, পাছে কোন বিপদ্ ঘটে। নারায়ণ! প্রমীলা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে অভিলাষিণী নয়. আমি বরং অর্জ্জুনের মূর্চ্ছা ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌ছি, তুমি তোমার সখার চৈতন্য সম্পাদন কর।

কৃষ্ণ। আমি যখন পাণ্ডবপক্ষে, তখন আমাকে যদি জয় কর্‌তে না পার, তবে তোমার পাণ্ডব-বিজয় অসম্পূর্ণ। আর যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে শঙ্কা বোধ কর, তা' হ'লে স্বয়ং তুমি পরাজিত।

প্রমীলা। মুরারি, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে প্রমীলা অনিচ্ছুক হ'লেও তুমি যখন পাণ্ডবের হ'য়ে এরূপ ভাবে আমাকে যুদ্ধে আহ্বান কর্‌ছ, তখন অবশ্যই আমি যুদ্ধ কর্‌ব। তুমি মনেও ভেবো না যে, প্রমীলা তোমার কথায় ভীত হ'য়ে পাণ্ডবের নিকট পরাজয় স্বীকার কর্‌বে। আমি পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণ কর্‌লাম, তুমিও সশস্ত্র হও।

ভক্তদাসের প্রবেশ।

ভক্তদাস। থাম থাম প্রমীলা, যদি যুদ্ধই কর্‌বে, তবে আমার কথা শোন। তুমি যে অস্ত্র ধারণ করেছ, এর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হ'লে ও অস্ত্রে কোন কাজ হবে না। হা অজ্ঞানে! কার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে কি বাণ ধারণ করেছ? ও বাণে কি এই নির্ব্বাণদাতাকে জয় করা যায়? দূর ক'রে টেনে ফেলে দাও; ওগুলো এখন অপদার্থ। সংযত হ'য়ে জ্ঞান ধনুঃ ধারণ ক'রে ভক্তি-বাণ আরোপ কর। সেই বাণের মুখে প্রেম-পাশ বেঁধে দিয়ে কর্ম্মশক্তি প্রয়োগে শ্রীনাথের পায়ের উদ্দেশে লক্ষ্য কর। প্রমীলা, আর কিছু কর্‌তে হবে না, তা' হ'লেই উনি পরাজিত হ'য়ে তোমার নিকট চিরবাঁধা পড়্‌বেন। সাধকের সাধন-রণে ভক্তি-বলী এঁকে জয় ক'রে থাকেন; তা' না হ'লে তুমি ব্রহ্মাস্ত্র, রুদ্রাস্ত্র নিক্ষেপ ক'রেও এঁকে একপদ সরাতে পার্‌বে না। যে বজ্রাস্ত্রে লোকের মৃত্যু

অনিবার্য্য, সেই বজ্রাস্ত্র এঁর পদে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত হ'য়ে বিলীন রয়েছে ; তোমার ত এ সব তুচ্ছ অস্ত্র।

কৃষ্ণ। কি প্রমীলা, নীরব হ'য়ে রইলে যে?

প্রমীলা। তা' ব'লে ভীত হই নি?

ভক্তদাস। ভয় করলে চল্‌বে না। এঁকে সাধন-রণে আন্‌তে গেলে ভয়কে হৃদয় হ'তে দূরীভূত ক'রে সেই স্থানে বিশ্বাসকে বসাতে হবে। মনে বিশ্বাস থাক্‌লে জয় হবেই হবে! যারা বিশ্বাসী, যারা সহিষ্ণু, তারা বিশ্বজয়ী। যুদ্ধ করতে করতে যখনি তোমার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হবে, তখন কেবল সহিষ্ণুতা অবলম্বন ক'রো; আর সংযত হ'য়ে "প্রেমে কৃষ্ণ জেতা যায়" এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে ধারণ ক'রো; তা' হ'লে আর তোমার কোন ভয়ই থাক্‌বে না। প্রমীলা, এ যুদ্ধে অনেকেই জয়-লাভ করে, কিন্তু সে যুদ্ধে কেউ সহজে জয়ী হ'তে পারে না—যে পারে, জগতে সেই-ই ধন্য, সেই-ই প্রকৃত বিজয়ী-পদবাচ্য!

কৃষ্ণ। ভক্তদাস, তুমি আমাদের হ'য়েও প্রমীলার পক্ষ অবলম্বন করলে?

ভক্তদাস। হরি হে! তোমার পক্ষ ছেড়ে কে বিপক্ষে যায়? এত-দিন কৃষ্ণপক্ষ থেকেও যখন আমার অজ্ঞানের কৃষ্ণপক্ষ ঘুচ্‌ল না, তখন দেখ্‌ছি হরি, বিপক্ষের সঙ্গে পক্ষতা ক'রে যদি সে পক্ষ ঘুচাতে পারি! তবে কোকিল কাকের দলে গেলেও সে যেমন কুহু ভুলে না, প্রমীলার পক্ষে গেলেও আমি তেমনি কৃষ্ণবুলি ভুল্‌ব না।

কৃষ্ণ। তা' হ'লেও এমন ক'রে কি বিপক্ষকে সন্ধান ব'লে দেওয়া উচিত?

ভক্তদাস। আমি ত তোমার সখার পরাজয়ের সন্ধান বলি নে, হরি, আর তার আমি জানিই বা কি? তবে যাতে তোমাকে জেতা যায়,

আমি কেবল তারই সন্ধান ব'লে দিচ্ছি। মুকুন্দ হে! এ ভাবে প্রমীলাও তোমার যেমন, আমিও যে তেমন।

কৃষ্ণ। প্রমীলা, তবে প্রস্তুত হও।

প্রমীলা। এস হরি, আমি ত প্রস্তুত হ'য়েই আছি।

ভক্তদাস। থাম, তবে আমি আগে স'রে যাই। এমন মরণ-আনা রণ থেকে দূরে থাকাই ভাল। [প্রস্থান।

[কৃষ্ণ ও প্রমীলার যুদ্ধ।]

প্রমীলা। এই দেখ মুরারি, তোমার বাণ ছেদন কর্‌লাম।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি অন্যাস্ত্র গ্রহণ কর্‌লাম!

[উভয়ের পুনরায় যুদ্ধ।]

প্রমীলা। কেমন হরি, এইবার নিরস্ত্র করেছি।

কৃষ্ণ। হাঁ প্রমীলা, এইবার আমি পরাজিত হয়েছি।

প্রমীলা। শুধু পরাজিত হয়েছি বল্‌লেই ছাড়্‌ব না, আমি তোমাকে বাঁধ্‌ব।

[প্রমীলা কর্ত্তৃক কৃষ্ণের বন্ধন।]

কৃষ্ণ। প্রমীলা, তবে তুমি আমায় বাঁধ্‌বে?

ভক্তদাসের প্রবেশ।

ভক্তদাস। এই যে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু এ বাঁধা ত সে বাঁধা নয়, এ যে বাহ্য বাঁধা। প্রমীলা, তুমি পেরেও পার্‌লে না; হাত না বেঁধে যদি ওঁর ঐ পা দুটো বাঁধ্‌তে পার্‌তে, তা' হ'লে উনি তোমার কাছে চিরতরে বাঁধা প'ড়ে যেতেন; তাতে বরং কাজ হ'ত। তা' নইলে অভাগিনি! যিনি জীবের ভব-বাঁধা মোচন করেন, তিনি কি তোমার এই সামান্য বাঁধায় বাঁধা পড়েন? এ বাঁধায় কি আমাদের নীলমণিকে বাঁধা যায়?

গীত।

হায়! এ বাঁধায় বাঁধা যায় কি নীলমণি!
বেঁধেছে শঙ্করের শিরোমণি॥
দুরন্ত গোপাল ব'লে, বাঁধিত উদূখলে,
ভাসে দুনয়ন-জলে, যশোদা জননী;—
সে ব্রহ্মসনাতনে, বাঁধিতে বন্ধনে
পার কি বুদ্ধিহীনা রমণি॥
অচলা ভক্তি-ফাঁদে, প্রেমরজ্জুতে বাঁধে,
যে জন শ্যামচাঁদের চরণ দুখানি:—
স্মরণ কীর্ত্তন, যে করে পাদসেবন
বাঁধে সে ভবতারণ তখনি॥

প্রমীলা। কেমন কৃষ্ণ! এবার পাণ্ডবেরা পরাজিত ব'লে স্বীকার কর কি না?

কৃষ্ণ। হাঁ, প্রমীলা, এইবার আমি স্বীকার কর্‌লাম।

প্রমীলা। আমিও তবে গৃহে চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। ভক্তদাস, আমার বাঁধন খুলে দাও।

ভক্তদাস। থাক্ হরি, আর একটু থাক্।

কৃষ্ণ। আমার হাতে বড় লাগ্‌ছে।

ভক্তদাস। এই অল্পক্ষণেই এত লাগ্‌ছে? হরি হে! তুমি এই সামান্য বাঁধাতেই এত কাতর হ'য়ে পড়েছ, কিন্তু জীবকে এর চেয়েও যে এক কঠিন বন্ধনে চিরকাল বন্ধন ক'রে রাখ! বোঝ দেখি! তারা আজীবনটা তা' হ'লে কত যন্ত্রণা ভোগ করে? কই মাধব, তাতে ত তোমার প্রাণে কিছুমাত্র মায়া হয় না! বাঁধাহারি! এইবার হাতে

পেয়েছি, আগে স্বীকার কর, ভক্তদাসকে সেই বন্ধন হ'তে মুক্ত করবে? তা' হ'লে আমি তোমার বন্ধন মোচন ক'রে দেবো। নচেৎ বাঁধায় যে কি কষ্ট নিজে আরও কিছুক্ষণ ভাল ক'রে বুঝে নাও।

কৃষ্ণ। ভক্তদাস, আমি আর বাঁধার ভার বহন করতে পারছি না।

ভক্তদাস। আর আমরা যে জন্মজন্মান্তর বহন ক'রে আস্‌ছি, হরি! পর ব'লে আমাদের মাথায় বাঁধা চাপাতে তুমি ত কিছুমাত্র কাতর হও না। বংশীধারি! তোমার মত আকুল হ'য়ে আমরাও যখন "বাঁধাহারি হে! বাঁধা ঘুচাও, বাঁধা ঘুচাও" বলে কাতরকণ্ঠে চীৎকার করি, কই শ্রীকণ্ঠ! আমাদের সে কাতরোক্তিতে ত' তখন তুমি একবারও কর্ণপাত কর না। দয়াময়! জগতে সে বাঁধার চেয়ে কি শাস্তি আর আছে? তাই মা যশোদা তোমাকে নিজের শাস্তি জানাবার জন্য কৌশল ক'রে তোমার করবন্ধন করতেন। ভাব্‌তেন যে, গোপাল যদি বাঁধার শাস্তি নিজে জান্‌তে পারে, তা' হ'লে বোধ হয়, সে আর কারেও কখন সংসার-বন্ধনে ফেল্‌বে না। আমিও বলি, সর্প বিষের জ্বালা নিজে জান্‌তে পার্‌লে বোধ হয়, সে অপরকে কখন দংশন করে না।

কৃষ্ণ। ভক্তদাস, তুমি শীঘ্র আমার বন্ধন মোচন ক'রে দাও, আমি সখার চৈতন্য সম্পাদন করি।

ভক্তদাস। তবে এস হরি! তোমার বন্ধন মোচন করি। কমল-লোচন! আমার এইমাত্র নিবেদন, স্বকৃপায় আমাকেও এই রকম দারুণ ভববন্ধন হ'তে মুক্ত ক'রো। [কৃষ্ণের বন্ধন মোচন]

কৃষ্ণ। ভক্তদাস, অনেকক্ষণ হ'ল সখা মূর্চ্ছাগত হয়েছে, এখনও চৈতন্য হচ্ছে না কেন?

ভক্তদাস। চৈতন্যময়! তুমি একবার সখা সখা ব'লে ডাক, তা' হ'লেই ওঁর চৈতন্য হবে-এখন।

কৃষ্ণ। সখা! সখা! এখনও কি মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় নি?

অর্জ্জুন। [মূর্চ্ছান্তে উত্থিত হইয়া] সখা! সখা! একি হ'ল ভাই! আমরা এত ক'রেও প্রমীলাকে বিজয় করতে পারলাম না! তোমার সাক্ষাতেই সে আমাকে মূর্চ্ছিত ক'রে দিলে? বুঝ্‌লাম, ভাই! আমরা নিজেই অভাগ্য, সবই আমাদের ভাগ্যের দোষ!

কৃষ্ণ। সখা, তুমি মূর্চ্ছাপন্ন হ'লে আমিও তার সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেছিলাম, সে আমাকেও পরাস্ত ক'রে আমার হস্তদ্বয় বন্ধন করেছিল। ভক্তদাস এসে বন্ধন মুক্ত করলে।

অর্জ্জুন। নারায়ণ, প্রমীলা কি এতই বীর্য্যবতী যে, সে তোমাকেও পরাভূত করলে?

ভক্তদাস। সেজদাদা, প্রমীলা কি বাহুবলে এঁকে পরাজিত বা বন্দী করতে পেরেছে? সবই ভক্তি-বলে করেছে! আমরা ভাবি, ইনি আমাদের কাছেই বাঁধা পড়েছেন, এখন বুঝে নাও, ইনি সকলের কাছেই বাঁধা পড়েন। যে বাঁধ্‌তে জানে, সেই-ই এঁকে বেঁধে রাখে।

অর্জ্জুন। এই ত সখা, আমরা যত কৌশল করলাম, সবই বিফল হ'ল! এখন উপায়?

কৃষ্ণ। প্রমীলা যুদ্ধে এমন উন্মত্তা হয়েছিল যে, কাম-রতির মনো-মোহন নৃত্যগীতেও তাকে বিন্দুমাত্র চঞ্চল করতে পারে নি। যতক্ষণ তার নিকট রক্ষিণী অস্ত্র বিদ্যমান্ থাকবে, ততক্ষণ সে অজেয়া। এখন চল, সকলে মিলে আর একটা যুক্তি স্থির করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম ও বীরার প্রবেশ।

বীরা। ধিক্ বৃকোদর! ধিক্ তোমাকে! তুমি একবার পরা-

জিত হ'য়ে, মুখে কলঙ্কের কালি মেখে পালিয়ে গেলে, পুনর্ব্বার কোন্ লজ্জায় অগ্রসর হয়েছ ?

ভীম। পালিয়ে যাই নাই, একটু শৈথিল্য প্রকাশ ক'রে তোর বুদ্ধিটা দেখ্ছিলাম। এবার আর তোদের কিছুতেই নিস্তার নাই। মেঘমুক্ত রবি যেমন দ্বিগুণ তেজে উদিত হয়, এবার আমিও তেমনি পূর্ণ পরাক্রমে অগ্রসর হয়েছি। রবির উদয়ে তারাগণ যেমন একে একে অদৃশ্য হয়, আমার এই গদার আঘাতে তোরাও তেম্নি একে একে ধরাশয্যা অবলম্বন কর্বি।

বীরা। আবার সেইরূপ আড়ম্বর, সেইরূপ অসার দর্প? বুঝ্লাম, ভীম, তোমরা নিতান্ত নির্লজ্জ। তুমি যেরূপ ভয়ে পলায়ন করেছিলে, অন্য কেউ হ'লে এমন ঘৃণিত মুখ আমার কাছে দেখাতেও লজ্জিত হ'ত। তোমাদের হৃদয়ে যদি বীরত্বাভিমানের লেশমাত্র বিদ্যমান্ থাকে, তা' হ'লে তোমরা আমদের হস্তে যেরূপ অপমান ভোগ করেছ, তা'তে তুষানল করাই তোমাদের উচিত ছিল।

ভীম। রসনা সংযত ক'রে কথা বল্, অঙ্গনে। জানিস্, ভীম-মহোর্ম্মির নিকট তুই একটী ক্ষুদ্র বুদ্বুদ মাত্র।

বীরা। তা' ত একবার ভালরূপেই পরীক্ষিত হয়েছে, তত্রাচ নিতান্ত অপত্রপের মত অসার আস্ফালন কর্‌তে তোমার কি লজ্জা কর্‌ছে না? কয়লাকে সহস্রবার ধৌত কর্‌লেও যেমন তার মালিন্য যায় না, তুমি সহস্রবার পরাজিত হ'লেও তেম্নি আত্মশ্লাঘা কর্‌তে ছাড়্বে না, কেন না, ওটা তোমার স্বভাব ; তবে প্রজ্বলিত অনলে ভস্মীভূত কর্‌লে কয়লার মলিনতা বিদূরিত হয়, এইবার আমার অস্ত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার সকল আস্ফালন ঘুচে যাবে।

ভীম। হাস্বার কথা; মৃত্যুকালে লোকের এমনি অহঙ্কারই বাড়ে

বটে। দুর্ব্বিনীতে! একবার বৃকোদরকে জয় করেছিস্ ব'লে কি ভাবিস্ যে, এবারে তুই জীবিত প্রাণে গৃহে যাবি?

বীরা। কথায় আবশ্যক কি? অগ্রসর হও।

ভীম। তবে আপনার জীবন রক্ষা কর্। [বীরাসহ পুনর্যুদ্ধ]

বীরা। কি ভীম, এখনও জয়ের আশা কর?

ভীম। এক কলসী জল উত্তোলনে কি মহাসাগর শুষ্ক হয়? আবার আয়, ভীমের দেহে এখনও অনেক শক্তি সঞ্চিত আছে।

[যুদ্ধ ও ভীমের পলায়ন।

বীরা। যাও বৃকোদর, ঘৃণিত প্রাণ নিয়ে পলায়ন কর। যাই, প্রমীলাকে বিজয়-সংবাদ প্রদান করি গে। [প্রস্থান।

ভীমের পুনঃ প্রবেশ।

ভীম। কি লজ্জা, কি ঘৃণা, আমি অবলা-হস্তে দুইবারই পরাজিত হ'লাম! দুর্ব্বল রমণী আমার বীর-গর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌লে? আমি এ ঘৃণিত জীবন নিয়ে কেমন ক'রে হস্তিনায় ফিরে যাব? চক্রহীন সর্পের মত কেমন ক'রে বীর-সাজে বিচরণ কর্‌ব? হায় রে,! ভীমের অদৃষ্টে শেষে এত কলঙ্কও ছিল! [আধোবদন]

অদূরে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। বৃকোদর পরাজিত হ'য়ে লজ্জায় আধোবদন হ'য়ে আছে। রমণী-হস্তে লাঞ্ছিত হয়েছে, এই অভিমানে ওর হৃদয় ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়েছে। যাই, সান্ত্বনা দিই। [নিকটবর্ত্তী হইয়া] মধ্যমদাদা, এখানে এরূপ বিরসবদনে দাঁড়িয়ে কেন?

ভীম। কৃষ্ণ রে! কি কর্‌লি, কি কর্‌লি, ভীমের তেজোগর্ব্ব আজ চিরতরে অতল সাগরে ডুবিয়ে দিলি! বন্যার প্রবল বেগ বালির বাঁধে

নিরোধ কর্‌লি? অনলের প্রচণ্ড শিখা বস্ত্র-আবরণে নির্ব্বাণ কর্‌লি? দুর্ব্বল রমণীর হস্তে এত অপমান! ওরে! এর চেয়ে আমাদের মৃত্যু হ'ল না কেন? এমন ঘৃণিত জীবনের চেয়ে মৃত্যু যে পরম মঙ্গল। কৃষ্ণ রে! আজীবন বীরত্ব-সাধনের কি এই পরিণাম? তোর আশ্রমে থেকে কি পাণ্ডবের এই গৌরব? এমন ঘৃণিত মুখ আমি কেমন ক'রে জনসমাজে প্রকাশ করব? ওরে! জগতে কে আর পাণ্ডবকে বীর ব'লে মান্য কর্‌বে?

কৃষ্ণ। দাদা, শান্ত হও।

ভীম। আর কি ক'রে শান্ত হই, ভাই? শান্তিময় রে! তোকে নিকটে রেখেও যখন এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পেলাম না, তখন জেনেছি, পাণ্ডবের অদৃষ্টে আর শান্তি নাই। লোকে কর্ম্ম-গুণেই ফল পায়; বল্ দেখি, কেশব, এ সব লাঞ্ছনা আমাদের কোন্ পাপে?

অর্জ্জুন, সাত্যকি ও ভক্তদাসের প্রবেশ।

ভীম। অর্জ্জুন রে! সব গেল, সব গেল, পাণ্ডবের মান, প্রতি-পত্তি এতদিনের পর অকূল সাগরে ডুবে গেল; আর কেউ মান্‌বে না রে! পরাজিত পাণ্ডবগণকে আর কেউ মান্‌বে না! নারীহস্তে নিগৃহীত ব'লে সকলেই উপহাস কর্‌বে। এতদিনের পর আমরা জগ-তের নিকট চির-হাস্যাস্পদ হ'লাম। পার্থ, আর কোন্ মুখে হস্তিনায় ফিরে যাবি? চল্, এ কলঙ্কিত জীবন সাগরে বিসর্জ্জন দিই; না না, আবার চল্, সেই দাম্ভিকা নারীদের শেষ বাহুবল পরীক্ষা করি। হয় তা'দিগকে পরাজিত ক'রে অশ্বের উদ্ধার সাধন করব, না হয় এ ঘৃণিত প্রাণ নিয়ে আর গৃহে ফির্‌ব না। চল্ পার্থ, আর একবার দেখি পাণ্ডবের সাধনা-বল আছে কি না। [গমনোদ্যত]

কৃষ্ণ। [ভীমকে বাধা দিয়া] মধ্যমদাদা, ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ো না। এস, সকলে মিলে একটা যুক্তি স্থির করি।

ভীম। আর যুক্তি করতে হবে না, আর যুক্তির সময় নাই, এখন জীবন-পণে আর একবার যুদ্ধ করাই শেষ যুক্তি। মুক্তিদাতা রে! যতই বল্, ভীম আর কোন কথাই বিশ্বাস করে না। ভীম এখন এই বুঝেছে, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। তাই আমি আর একবার দেখ্‌ব, আমাদের অদৃষ্ট কত উচ্চ থেকে কত হীন হয়েছে!

ভক্তদাস। মেজদাদা, অদৃষ্ট ত আমাদের সঙ্গেই আছে, তবে আর অন্য দেখা কি দেখ্‌বে? এখন যে অদৃষ্টের বলে আমরা একদিন বীর-সাজে উচ্চাসন লাভ করেছি; এস, সেই অদৃষ্টকেই আরাধনা ক'রে দেখি প্রসন্ন হয় কি না।

অর্জ্জুন। সখা, তবে ত অশ্বের উদ্ধার হ'ল না, এখন কি করা উচিত?

কৃষ্ণ। বাহুবলে অশ্বের উদ্ধার হওয়া অসম্ভব।

অর্জ্জুন। তবে কি উপায়ে হবে, ভাই?

কৃষ্ণ। শাস্ত্রের মতে কাজ করতে হবে। রাজাকে সন্ধি, দান, দণ্ড, ভেদ নীতি দ্বারা রাজ্য পালন করতে হয়। শত্রু প্রবল হ'লে দান, দুর্ব্বল হলে দণ্ড, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হ'লে ভেদ, আর এ তিন নীতি ব্যর্থ হ'লে সন্ধি অবলম্বন করতে হয়। প্রমীলা এখন আমাদের অপেক্ষা প্রবলা। কিন্তু অশ্বের আশা ছেড়ে দিলেও যজ্ঞ পূর্ণ হবে না, সুতরাং দান-নীতি প্রাযুজ্য নয়। দণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ অশক্ত। ভেদ-নীতির অনুসরণ ক'রেও অকৃতকার্য্য হয়েছি, এখন তার সঙ্গে সন্ধি করাই আবশ্যক।

অর্জ্জুন। সে কি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবে?

কৃষ্ণ। যাতে করে, আমি তাই করব।

সাত্যকি। এরূপভাবে শুধু সন্ধি প্রার্থনা কর্‌লে সে সম্মত হবে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না।

কৃষ্ণ। আমি প্রমীলার সঙ্গে আমার সখার বিবাহের সম্বন্ধ কর্‌ব, তা' হ'লে বোধ হয়, সে আর সম্মত না হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বে না।

ভীম। আমরা যখন তা'দের হস্তে পরাজিত হয়েছি, তখন তারা সন্ধি নাও কর্‌তে পারে।

ভক্ত। মেজদাদা, রাগ হ'লে তোমার ভ্রমও ঘটে। ঐ ভ্রমের জন্যই ত আমরা এত নিগ্রহ ভোগ করি। স্বয়ং কেশব কথা উত্থাপন কর্‌লে, কে তাতে অসম্মত হবে? যাঁর ইচ্ছায় জীবের শুভাশুভ সংঘটিত, যিনি সকল ঘটনার ঘটক, তিনি কি আর প্রমীলার সঙ্গে সেজদাদার বিবাহের ঘটনাটা ঘটাতে পার্‌বেন না? আমি সে ভয় করি না; তবে এই ভয়—নারী-পুরীতে গিয়ে পাছে বৃন্দাবনের লীলা মনে হ'য়ে, উনি আমাদের কথা ভুলে যান্, পাছে আমাদিগকে ঘোড়ার জন্যে আমাদের গোড়াকে হারাতে হয়। আমি জানি, ভক্তের ভক্তির চেয়ে রমণী-প্রেমে ওঁর ভাব-তরঙ্গ বেশি উথ্‌লে ওঠে।

কৃষ্ণ। মধ্যমদাদা, তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি প্রমীলার কাছে যাই।

ভীম। যা ভাই, তুই যা' ভাল বুঝিস্, তাই কর্।

কৃষ্ণ। সখা, তবে আমি প্রমীলার কাছে যাই।

অর্জ্জুন। যাও সখা, দেখি—আমাদের লাঞ্ছনার ভোগ কত দিনে শেষ হয়।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রমীলার পুরী।

প্রমীলা আসীনা।

প্রমীলা। কত হর্ষ, কত সুখ প্রাণেতে আমার,
কত বিহ্বলতা আজ হৃদয় মাঝারে,
বিনা অন্তর্যামী বিধি কে পারে বুঝিতে?
অনা'সে কৃপায় তাঁর জিনিয়া অর্জ্জুনে
'বীরাঙ্গনা' বলি' বিশ্বে দিনু পরিচয়।
শুভক্ষণে পাণ্ডবের অশ্বমেধ-হয়
করিল প্রবেশ আসি' প্রমীলা-রাজ্যেতে;
শুভক্ষণে পূজি' হরে বিল্বপত্র দানে
বিজয়ের বর নিয়ে পশিনু সংগ্রামে—
হেলায় বিজয়-ডালি ধরিনু শিরেতে;
তা' না হ'লে প্রমীলারে কে চিনিত ভবে?
অপার অসীম এই জগৎ সাগরে
কোথায় ভাসিতেছিনু সেহালার মত,

কে জানিত, কে চাহিত প্রমীলার পানে ?
কে বুঝিত, নারী জানে সমর-কৌশল,
রমণীর রণশিক্ষা কড়ি খেলা নয় ?
আপনারে ধন্য আমি আপনিই মানি।
যদিও সাত্যকি ভীম হয়েছে বিজিত,
পার্থ, কৃষ্ণ পরাজয় করেছে স্বীকার,
মনে হয় তবু যেন অজেয় পাণ্ডব,
এখনও প্রমীলা রণে বিজয়িনী নয়।
অসাধ্য সাধন কেহ করিল ধরায়
চাঞ্চল্য উপজে যথা হৃদয়ে তাহার,
মনে ভাবি আমি বুঝি ভাগ্যের বলেতে
শক্তির অতীত কার্য্য করেছি সাধন—
আমা হ'তে সাধ্য যাহা অসম্ভব ভবে।
কিন্তু আর চাঞ্চল্যের হেতু কি আমার ?
এ নয় কল্পনা কিংবা পরের সংবাদ,
স্বহস্তে করেছি আমি অর্জ্জুন-বিজয়।
জিনিয়াছে বীরা, ভীমে আপন বিক্রমে,
বাসন্তী, সাত্যকি বারে করেছে বিমুখ।
জয়োল্লাসে উল্লসিতা অঙ্গনা সকলে
ভাসিছে সুখের নীরে শ্রান্তি ক্লেশ ভুলি'।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

[স্বগত] এ হেন সময়ে আজ কৃষ্ণ কি উদ্দেশ্যে
আসিছে এ সভাস্থলে না পারি বুঝিতে।
[প্রকাশ্যে] এস কৃষ্ণ, কোন্ কার্য্যে আগমন তব ?

কৃষ্ণ। প্রমীলা, আমি তোমার বিপক্ষ, তুমি কি আমায় সাদরে আহ্বান কর্‌বে?

প্রমীলা। কৃষ্ণ, তুমি প্রমীলার বিপক্ষ, তবে কে আমার সাপক্ষ? জগতে তুমি যার বিপক্ষ, তার পক্ষে আর কে থাকে? কেন হরি! প্রমীলা তোমার নিকট কি অপরাধ কর্‌লে যে, আজ এমন কথা বল্‌ছ? আর তোমাকে আদর কর্‌ব না—দামোদর আমি কি এতই বুদ্ধিহীনা? এতই অধমা?

কৃষ্ণ। প্রমীলা, আমি পাণ্ডবের হ'য়ে তোমার বিপক্ষে যুদ্ধ করেছি, তাই বিপক্ষ ব'লে উল্লেখ কর্‌ছি!

প্রমীলা। তুমি পক্ষপাতী হয়েছিলে ব'লেই আমিও তোমার করে বন্ধন দিয়েছিলাম, নচেৎ তোমাকে জয় কর্‌বার জন্য নয়; আমি কেবল জানিয়েছিলাম যে, পাণ্ডবেরা তোমাকে বেঁধে রেখেছে, প্রমীলাও তোমাকে বাঁধ্‌তে জানে। এখন বল নারায়ণ, এমন সময়ে এখানে আগমনের হেতু কি?

কৃষ্ণ। আমি পাণ্ডবের দূত হ'য়ে তোমার নিকটে আগমন করেছি।

প্রমীলা। ভক্তের জন্য তুমি ত সবই হ'তে পার! আমি শুনেছি, ভক্ত নন্দের ভক্তিতে প'ড়ে তুমি তার গোচারণ কর্‌তে, তাই তোমাকে লোকে গোপাল বলে। পাণ্ডবেরা তোমাকে ভক্তি-পাশে আবদ্ধ করেছে; এখন তুমি তাদের জন্য সবই কর্‌বে ত। বল ভক্তসখা, তোমার আগমনের উদ্দেশ্য কি?

কৃষ্ণ। পাণ্ডবেরা তোমার সঙ্গে সন্ধি কর্‌তে ইচ্ছা করে। তারা সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করেছে। যজ্ঞীয় অশ্ব না পেলে যজ্ঞ অপূর্ণ থাক্‌বে, এইজন্য তারা বড় চিন্তিত হ'য়ে পড়েছে। বলে তোমাদের নিকট পরাস্ত হয়েছে, এখন সখ্যতায় অশ্ব গ্রহণ করাই তাদের অভিলাষ।

আর আমিও তোমার নিকটে আর একটি প্রস্তাব করতে এসেছি, যদি বল্‌তে বল ত বলি।

প্রমীলা। বল হরি, তোমার কথাই আগে শুনি।

কৃষ্ণ। আমার ইচ্ছা—সখা অর্জ্জুনের সঙ্গে তোমার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সখাও এ প্রস্তাবে স্বীকৃত আছে।

প্রমীলা। এ প্রস্তাব—হরি, আমার পক্ষে বড় কঠোর।

কৃষ্ণ। কেন প্রমীলা, তুমি কি চির-কুমারী থাক্‌বে? তুমিও যেমন বীর-নারী, অর্জ্জুনও তেম্‌নি বীর-পুরুষ। তোমাদের মিলন প্রকৃতই সুখের মিলন, বীরের মিলন হবে। সখা তোমার নিকট পরাজিত হয়েছে, আর তুমি ভাগ্যের বলে বিজয়িনী হয়েছ ব'লে যে, তাতে তোমার অগৌরব হবে, তা' হবে না। পাণ্ডবেরা আজ দৈব-বিপাকে পরাজিত হ'লেও তারা যে বীরগণের অগ্রগণ্য, তা' বোধ হয়, তুমিও অস্বীকার কর্‌বে না। তবে যে বিধির বিধানে যোগ-বিয়োগ হয়, প্রণয়ে বিচ্ছেদ ঘটে, চাঁদেও কলঙ্ক আছে, তারই বিধানে আজ তোমার করে পাণ্ডবের পরাজয় সংঘটন। জয়-পরাজয়ের বিধাতা ভগবান্। প্রমীলা, তুমি অর্জ্জুনকে তোমার স্বামীর অযোগ্য ভেবো না।

প্রমীলা। কৃষ্ণ, তুমি যাকে যোগ্য বল্‌বে, আমি তাকে অযোগ্য বল্‌ব—কোন্ বিচারে? অর্জ্জুন আমার হস্তে পরাজিত হ'লেও আমি অকপট চিত্তে তোমার কাছে বল্‌ছি, প্রমীলা অর্জ্জুনকে তিলেকের জন্য ঘৃণার চক্ষে দেখে না। হরি, বীর-নারী কি কখন বীরের অসম্মান করে? আর জয়-পরাজয় যে বিধাতার ইচ্ছা, আমাকে জানাতে হবে না, আজ আমি তা' প্রত্যক্ষ করেছি। আমি যে পাণ্ডবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ, এ কথা আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নি; কি—অর্জ্জুন যে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হবে, এ আশাকে আমি ভুলেও কখন হৃদয়ে

স্থান দিই নি, তবে আমাদের রণ-শিক্ষার পরীক্ষার জন্যই আমরা পাণ্ডবের বিরুদ্ধ পথে অগ্রসর হয়েছি। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের সে পরীক্ষা সফল হয়েছে।

কৃষ্ণ। তবে এ বিবাহ সম্বন্ধে তুমি কি বল।

প্রমীলা। এখন আমি সে কথা সঠিক কিছু বল্‌তে পার্‌ব না।

কৃষ্ণ। বিবাহে তোমার ইচ্ছে আছে ত?

প্রমীলা। তাই বা কি ক'রে বলি?

কৃষ্ণ। সথার সঙ্গে ব'লে নয়, আমি শুধু জান্‌তে চাই যে, বিবাহ কর্‌তে তোমার ইচ্ছা আছে, কি তুমি চিরকৌমার্য্য গ্রহণে অভিলাষিণী?

প্রমীলা। মানুষ যখন ঘটনার অধীন, তখন ঘটনাক্রমে কি ঘটে, তা' কে বল্‌তে পারে? আমিও ত নিয়তির অধীনা, নিয়তিগতিকে আমার ভবিষ্যতে কি হবে, তা' কেমন ক'রে জান্‌ব? মানুষ যখন ইচ্ছা কর্‌লেও নিয়তিক্রমে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য কর্‌তে বাধ্য হয়, তখন আমাকে আর এমন ভাবে অভিলাষ জিজ্ঞাসা ক'রে ফল কি, হরি?

কৃষ্ণ। প্রমীলা, সকলেই নিয়তির বাধ্য তা' আমি জানি; আর যার অদৃষ্টে যা আছে, তা' অবশ্যই ঘট্‌বে, এ কথাও ধ্রুবসত্য। তা' হ'লেও লোকে নিশ্চয়ই কোন-না-কোন কামনা নিয়ে সংসারে আসে ও থাকে। পরে যদি তার বিপর্য্যয় ঘটে, সে কথা স্বতন্ত্র। আমি এখন তাই তোমার মনোভাব জান্‌তে ইচ্ছা করি।

প্রমীলা। ক্ষমা কর, কৃষ্ণ! এখন আমাকে এরূপ ভাবে অনুরোধ ক'রো না। আমি আমার সহচরীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, তা'দের মন জেনে, তোমাকে পরে এর উত্তর দেবো।

কৃষ্ণ। আমি তবে এখন যাই, তুমি তোমার সহচরীদের মত জেনে কাল আমাকে উত্তর দিয়ো, আমি কালই আস্‌ব। [প্রস্থান।

বীরার প্রবেশ।

প্রমীলা। বীরা, এইমাত্র পাণ্ডব-সখা কৃষ্ণ রাজসভায় এসেছিল।

বীরা। কৃষ্ণ রাজ-সভায় এসেছিল, কোন্ উদ্দেশ্যে?

প্রমীলা। আমাদের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনের প্রস্তাব করতে।

বীরা। পাণ্ডবেরা দু'বারই যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে সমরের আশা পরিত্যাগ করেছে। এখন দেখছে, আমাদের সঙ্গে সন্ধি না করলে উপায় নাই, তাই তার প্রস্তাব করতে কৃষ্ণকে পাঠিয়েছে। তুমি কি বলেছ?

প্রমীলা। আমি কিছুই বলি নি।

বীরা। সন্ধিতে রাজী হ'ব না। পাণ্ডবেরা যদি আমাদের নিকট তাদের যজ্ঞীয় অশ্ব ভিক্ষা চায়, তা' হ'লে বরং আমরা তা' প্রত্যর্পণ করতে প্রস্তুত আছি।

প্রমীলা। আবার কৃষ্ণের ইচ্ছা, আমার সঙ্গে অর্জ্জুনের বিবাহ হয়।

বীরা। এ কথা উত্থাপন করতে কৃষ্ণের কি একটু লজ্জাও হ'ল না! অর্জ্জুন কি তোমার যোগ্য বীরপুরুষ? যে কাপুরুষ তোমার পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে বার বার রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছে, তার সঙ্গে পরিণয়? সিংহী কি কখন শৃগালের গলে মালা দেয়? এ প্রস্তাবে তুমি কি বলেছ?

প্রমীলা। তোদের মত জেনে আমি পরে উত্তর দেবো বলেছি।

বীরা। তখনি প্রত্যাখ্যান করা ঠিক ছিল। এমন ঘৃণিত প্রস্তাবে আবার মতামত কি? অর্জ্জুন জারজ, তার মা কুন্তী কুলটা, এ কথা কে না জানে? সেই জারজের সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা মুখে আনতে কৃষ্ণের কি একটুও ভয় হ'ল না? তুমি সহমানে যেতে দিয়েছ, আমি সে সময় উপস্থিত থাকলে তাকে এমন দুর্ব্বুদ্ধির সমুচিত শাস্তি প্রদান

কর্‌তাম। ব্যভিচারিণী কুন্তীর গর্ভজাত পুত্র তোমার স্বামী হবে—কি ঘৃণার কথা!

প্রমীলা। বীরা, কুন্তীকে কুলটা ব'লে নিন্দা করিস্‌ নে। ভারতের সতীকুল যাঁকে মহাসতীজ্ঞানে পূজা করে, তাকে তুই আমি ব্যভিচারিণী বল্‌লে তার কি কলঙ্ক হবে? সহস্র সহস্র সতীকণ্ঠে যার গুণ-গাথা গীত হয়, তোর আমার মত দু'জন নারী তাকে 'অসতী' 'অসতী' ব'লে চীৎকার কর্‌লেও তাতে তার সতীত্বের কি অগৌরব হবে? আর কুন্তীকে যদি তুই তাই ভাবিস্‌, তাতে অর্জ্জুনের দোষ কি? জগতে লোক নিজের গুণে যশস্বী হয়। দেখ্‌, কয়লার খনিতে যে মণি উৎপন্ন হয়, কয়লাকে স্পর্শ কর্‌তে ঘৃণা কর্‌লেও সে মণিকে অনাদর করে? শুক্তির গর্ভে যে মুক্তার জন্ম হয়, শুক্তিকে হাতে তুল্‌তে ঘৃণা কর্‌লেও সেই মুক্তাকে শিরে ধারণ কর্‌তে কে লজ্জা করে? যে ভেক হ'তে লোকে দূরে থাক্‌তে ইচ্ছা করে, তার মাথায় যে মাণিক উৎপন্ন হয়, তা' সকলের পরম আদরের জিনিষ।

বীরা। তবে তুমি কি কৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মত আছ?

প্রমীলা। সে স্বতন্ত্র কথা। আমার সম্মতিতে আর অর্জ্জুনের কোন সম্বন্ধ নাই। আমি অর্জ্জুনকে স্বামীত্বে বরণ না কর্‌তে পারি, তা' ব'লে এমন জারজ কলঙ্কিত বল্‌বার অধিকার আমাদের কি আছে?

বীরা। সে যখন তোমার হস্তে পরাজিত, তখন সে তোমার স্বামীর যোগ্য হ'তেই পারে না।

প্রমীলা। আমি তোদের মত জান্‌বার জন্যই কৃষ্ণকে তার কথার উত্তর দিই নি।

গোপালের প্রবেশ।

গোপাল। দিদি, দিদি, তুমি নাকি বিয়ে কর্‌বে?

প্রমীলা। এ কথা তোকে কে বল্‌লে, গোপাল ?

গোপাল। আমি শুনলাম, তোমার নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে ?

প্রমীলা। তুই কি বলিস্ ?

গোপাল। না দিদি, তুমি বিবাহ ক'রো না ! বিবাহ করলে আমাকে ভুলে যাবে, আর ডাক্‌বে না।

প্রমীলা। কেন গোপাল, তোকে ভুলে যাব কেন ?

গোপাল। যে বিবাহ করে, যে সংসারী হয়, সে আমাকে ভুলে যায়—আর আমাকে ডাকে না, আর তার আমার কথা মনে থাকে না। তাই বল্‌ছি, তুমি বিবাহ ক'রো না ; তা' হ'লে আমার কথা ভুলে যাবে।

প্রমীলা। গোপাল রে ! প্রমীলা আর কখনও কি তোকে ভুল্‌বে ?

গোপাল। এখন তাই ভাব্‌ছ বটে ; কিন্তু দিদি, সংসারী হ'লে তখন আর সে ভাব থাক্‌বে না। সংসারের মায়া এম্‌নি মোহিনী, লোকে সে মায়ায় পড়্‌লে সব হারায় ; এমন ভ্রম জোটে, পরিষ্কার রাস্তা ছেড়ে কাঁটা বনে ঢুক্‌তে সাধ করে। কাচ নিয়ে কাঞ্চন ভুলে যায়। দু'এক জন নয়, এমন আমি অনেক দেখেছি। প্রমীলা দিদি, সংসার একটী বাঁধন, তুমি সাধ ক'রে সে বাঁধনে প'ড়ো না ; বড় জ্বালা পাবে ; চিরকালটা অশান্তি ভোগ করবে। এখন বেশ আছ। আমিও কেমন আদরে তোমার কাছে আছি ; তুমি সংসারী হ'লে আর আমাকে এমন আদর করবে না ; আদর না পেলে আমিও আর এখানে থাক্‌ব না।

প্রমীলা। গোপাল, তুই যদি ক্ষুন্ন হস্, তা' হ'লে আমি বিবাহ করতে চাই না। আমি তোকে নিয়েই সংসারী হব। একদিকে প্রণয়-সুখ, অন্য দিকে অশান্তির পীড়ন ; একদিকে মণির লোভ, অন্য-

দিকে ফণীর দংশন-যন্ত্রণা—তা' হ'লে কি করা উচিত? প্রণয়ে যদি চিরকাল অশান্তিই ভোগ করতে হয়, তবে প্রণয়ে সুখ কি? ফণীর দংশনে যদি জ্ব'লেই মরতে হবে, তবে মণি-লাভে ফল কি? গোপাল রে! তুই শিশু-কথায় আমায় জ্ঞানের আঁখি ফুটিয়ে দিলি।

গীত।

গোপাল, তোমায় ল'য়ে সুখী হ'য়ে থাকিব সংসারে।
(কিছু চাইব না রে ; তোমা বিনা ; সংসারে আর তোমা বিনা)
(আমি) রাখ্‌ব তোরে স্নেহভরে হৃদয়-মাঝারে ॥ (আমার হিয়ার মাণিক)
স্নেহ-মায়া সব তোর কাছে, আমার বল্‌তে কিবা আছে,
তো বিনে কি আমার জীবন বাঁচে রে ; (আমার স্নেহ-পুত্তলিকা)
অযতনে মলিন হবি ; প্রণারাম নয়ন-তারা (কারও অধীনা হব না ;
প্রণয়পাশে বন্দিনী হ'য়ে ; পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত)
আমি প্রেম-প্রফুল্লকুসুমমালা ধরিব না কভু বক্ষে, (আমি ধরিব না
কভু বক্ষে) গুপ্ত ভুজঙ্গ দংশন যাতনায় শেষে বারিধারা চক্ষে ;
(বহে শেষে বারিধারা চক্ষে) (আমার এমন প্রেমে কাজ কি গোপাল,
বিষের জ্বালায় প্রাণ হারাব) (তাতো হবে না কভু)
চিরস্বাধীনা রাজরাণী আমি স্বামী বল্‌ব কারে ॥

গোপাল। কার সঙ্গে বিবাহের কথা হচ্ছে, দিদি?

প্রমীলা। অর্জ্জুনের সঙ্গে।

গোপাল। যে অর্জ্জুন তোমার হস্তে পরাজিত হয়েছে, তার সঙ্গে? দিদি, তোমার প্রতিজ্ঞা আছে নয় যে, তুমি সমযোগ্য বীর না হ'লে বিবাহ করবে না?

বীরা। সত্যই ত প্রমীলা, তুমি কি এ কথা ভুলে গেছ?

প্রমীলা। ভুলি নাই বীরা, নিজের প্রতিজ্ঞা কি প্রমীলা কথন বিস্মৃত হয়? প্রমীলার প্রতিজ্ঞা অচলের ন্যায় অটল—পাষাণের ন্যায় সুদৃঢ়। আমার সমযোগ্য বীর না হ'লে আমি কথনই বরমাল্য প্রদান কর্‌ব না।

বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। বীরা, আমি শুন্‌লাম, কৃষ্ণ না কি অর্জ্জুনের সঙ্গে প্রমীলার বিবাহের সম্বন্ধ কর্‌তে এসেছিল?

বীরা। এসেছিল বটে; বালক যেমন চন্দ্রধারণের আশায় হস্ত উত্তোলন ক'রে বিফলমনোরথ হ'য়ে নিবৃত্ত হয়, সেও তেমনি নিরাশ হ'য়ে ফিরে গেছে।

বাসন্তী। কেন, বিবাহ হ'ক্ না, তাতে দোষ কি? চিরকাল কি এমন বৈরাগ্য-জীবন যাপন কর্‌বে?

বীরা। তা' ব'লে সিংহী কি শৃগালকে পতিত্বে বরণ কর্‌বে? অর্জ্জুন কি আমাদের প্রমীলার পতির উপযুক্ত ব্যক্তি?

বাসন্তী। বীরা, তবে এ জগতে প্রমীলার স্বামী হ'বার যোগ্য আর কে? অর্জ্জুন জগদ্বিজয়ী, সেই-ই যখন প্রমীলার হস্তে পরাজিত হ'ল, তখন জগতে এমন বীরপুরুষ আর কে আছে যে, প্রমীলাকে যুদ্ধে পরিতুষ্ট ক'রে পতিত্বের অধিকারী হবে?

বীরা। বাসন্তি, যোগ্য স্বামীর অভাবে জগতে কোন্ নারী অনূঢ়া আছে? দেখ্, যে অর্জ্জুনকে আমরা আজ সহজে বিজয় কর্‌লাম, সেইই একদিন পাঞ্চালীর অসাধ্য পণরক্ষা ক'রে তার পাণিগ্রহণ করে-ছিল। অগণ্য নৃপতির পরাজয় সাধন ক'রে জগতে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপন করেছিল।

বাসন্তী। জয়-পরাজয় যুদ্ধের রীতি; আর স্বামী পত্নীর অপেক্ষা গুণে হীন হ'লে তাতে পত্নীর আদর বৃদ্ধি পায়। অর্জ্জুনের সঙ্গে বিবাহ হ'লে অর্জ্জুন প্রমীলাকে পরম যত্নে রাখ্‌বে।

গোপাল। অর্জ্জুনের সঙ্গে বিবাহ হ'লে দিদির পণ ভঙ্গ হবে। পণ ভঙ্গ কর্‌লে পাপ হয়; পাপে লোক অনেক কষ্ট পায়।

বাসন্তী। গোপাল, রমণী যতই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুক্, পুরুষের কাছে সে প্রতিজ্ঞা থাকে না। নইলে কামিনী যেরূপ মানিনী, কথায় কথায় যে অভিমান হয়, তাতে জগতে এতদিন পুরুষের সঙ্গে নারীর কোন সম্বন্ধই থাক্‌ত না। সংসার এমন সুখের আবাসভূমি না হ'য়ে বৈরাগ্যের মহাশ্মশানে পরিণত হ'ত।

গোপাল। তা' হ'লেও কে কোথায় সাধ ক'রে কাঁটার মালা গলায় পরে? সংসারের কত জ্বালা, তা' তোমরা এখনও জান নি?

বাসন্তী। সংসারের কত জ্বালা সহ্য করবার জন্যই রমণীর জন্ম। কাঁটার মালার তুলনা কি দিস্, সংসার-ধর্ম্মে নারী তার চেয়েও শতগুণ কঠিন জ্বালার ভার অম্লানবদনে বহন করতে পারে।

গোপাল। তোমার যদি সংসারী হ'তে সাধ হয়, তবে তুমিই না হয় অর্জ্জুনকে বিবাহ কর।

বাসন্তী। অর্জ্জুন আমার পাণিপ্রার্থী হ'লে কি প্রমীলার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে কৃষ্ণকে পাঠায়?

গোপাল। কাল ত কৃষ্ণ আবার আস্‌বে, আমরা না হয়, তাকে তোমার সম্বন্ধের কথাই বল্‌ব।

প্রমীলা। বাসন্তি, বিবাহে গোপালের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। জানি না, কেন ওর বিবাহে বিদ্বেষভাব।

বাসন্তী। গোপাল বালক, ও এখন প্রণয়ের সুখ কি জানে?

গোপাল। [স্বগত] বাসন্তীর কথা শুন্‌লেও হাসি পায়। ও মনে করে, আমি অল্পবয়স্ক—প্রণয়-রসে বঞ্চিত। [বাসন্তীর প্রতি] বাসন্তী দিদি, তা' হ'লে ত তুমিও জান না, কেন না, তোমারও এখন বিবাহ হয় নি।

বীরা। গোপাল, ও কথা আর তোর সঙ্গে আমরা কি কইব ?

গোপাল। [স্বগত] এদের ধারণা, আমি যেন কিছুই জানি না। থাক্—ওরা এখন ঐ ধারণার বশেই থাক্।

প্রমীলা। বীরা, বাসন্তি, তোরা রণশ্রমে কাতর হয়েছিস্, একটু বিশ্রামলাভ কর্ গে, আমিও শয়নে যাই ; কাল ও কথার মীমাংসা করা যাবে।

গোপাল। [স্বগত] কাল তোমার সঙ্গে অর্জ্জুনের বিবাহ ঘটাবই ঘটাব। [প্রকাশ্যে] দিদি, আমি কোথায় যাব ?

প্রমীলা। শুবি চল্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শয়ন-কক্ষ।

কৃষ্ণ, কাম ও রতির প্রবেশ।

কৃষ্ণ। মদন, তোমরা আজ প্রমীলাকে তোমাদের মিলিত দেহের নৃত্য দেখাও। এমন ভাবে গান কর, শুনে যেন প্রমীলা বিভোর হ'য়ে যায়। আজ যে কোন প্রকারে হ'ক্, প্রমীলার হৃদয়ে কামের উদ্রেক করাতে হবে, তবে আমাদের অভীষ্টসিদ্ধ হবে। ঐ বুঝি প্রমীলা শয়নে আস্‌ছে, আমি অন্তরালে যাই।

[প্রস্থান।

গীত।

রতি। (যাও) কমল-চক্ষে বিলোল কটাক্ষে যুবতী-হৃদয় কর বিদ্ধ।
কাম। ভেবো না লো ললনে! পঙ্কজবদনে! কাম সাধনে আমি সিদ্ধ।

প্রমীলার প্রবেশ।

প্রমীলা। মরি! মরি! কি মধুর সঙ্গীত, কি মধুর নৃত্য! শুন্‌লে কর্ণ শীতল হয়, দেখ্‌লে নয়ন মন বিমোহিত হয়। কে এরা আমার গৃহ-কক্ষে এমন ভাবে নৃত্যগীত কর্‌ছে? রূপে যেন কাম রতি; গাও—গাও—আবার গাও।

গীত।

রতি। ছিছি তুমি ভ্রমরা! লম্পট পামরা, অপরা-পীরিতি-রসলুব্ধ।
কাম। ক্ষমা কর সুন্দরী! জীবনসহচরি! তোমারি প্রণয়ে আমি মুগ্ধ॥

প্রমীলা। নীরব হ'য়ো না, নীরব হ'য়ো না, আবার গাও—আবার কর্ণে সুধা-ধারা বর্ষণ কর; আবার দুজনে অন্যনিতর গলা ধরাধরি ক'রে নৃত্য গীতে প্রাণ বিমোহন কর।

গীত।

রতি। যাও হে প্রাণেশ্বর! হানিয়ে কুসুম-শর, শুধু শুধু নারী কর দগ্ধ।
কাম। তুমি কিলো পতঙ্গ, অনুগত অনঙ্গ, কথা শুনে হই বড় ক্ষুব্ধ।
রতি। রূপগুণমণ্ডিত, রতি-রসপণ্ডিত রতির শরীর কর স্নিগ্ধ;
কাম। নবরসরঙ্গিনী, এস প্রাণসঙ্গিনী! তব সুখে সব সুখ লব্ধ॥

[কাম রতির প্রস্থান।

প্রমীলা। যেয়ো না—যেয়ো না—আমি আরও শুন্‌ব, আবার গাও, আবার গাও, চ'লে যাও কেন, ফিরে এস, এলে না? তবে চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

গোপালের প্রবেশ।

গোপাল। দিদি, উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে কোথায় যাও ?

প্রমীলা। কই, কোথায় যাচ্ছি ?

গোপাল। এই যে কোথায় যাচ্ছিলে ?

প্রমীলা। গোপাল, আমি কি সত্যসত্যই কোথায় যাচ্ছিলাম ?

গোপাল। হাঁ দিদি, যে দু'জন এখানে নাচ্ গান কর্‌ছিল, তুমি তা'দের পেছনে পেছনে যাবার জন্য উদ্যত হয়েছিলে। দিদি, ওদের সঙ্গে যেয়ো না, ওদের দিকে চেয়ো না ; ওরা লোককে ঐ রকম ক'রে মজায়। মজিয়ে স্বর্গ থেকে নরকে নিয়ে যায়।

প্রমীলা। তাই ত, তা' হ'লে ওরা আমায় কোথায় নিয়ে যেত ?

গোপাল। ওদের বশে গেলে ওরা তোমাকে এমনি ক'রে ফেল্‌ত —আগুনে পড়্‌তে বল্‌লে তুমি তাই পড়্‌তে, জলে ঝাঁপ দিতে বল্‌লে তাই দিতে, পাহাড়ে উঠ্‌তে বল্‌লে পাহাড়েই উঠ্‌তে। ওদের কুহকে মজ্‌লে লোক লজ্জাসরম ভুলে যায়।

প্রমীলা। তা' হ'লে ত আমি বড় অন্যায় কাজ কর্‌ছিলাম ? ওরা না জানি, আমাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেল্‌ত।

গোপাল। আমি যতক্ষণ তোমার কাছে থাক্‌ব, ততক্ষণ ওদের সাধ্য কি তোমাকে মজায়! আমি যেখানে থাকি, ওরা সেখানে কিছু কর্‌তে পারে না। দেখ দিদি, তুমি যে কুহকেই প'ড়, কেবল আমার কথা মনে রেখো—মনে মনে শুধু আমাকে ডেকো ; তা' হ'লে আর কেউ তোমাকে টলাতে পার্‌বে না।

প্রমীলা। না, আর আমি কারও দিকে চাইব না। তুই শুগে যা, আমিও শুই।

[গোপালের প্রস্থান।

তাই ত, ওদের নৃত্যগীত দেখে আমার মন এমন চঞ্চল হ'য়ে উঠল কেন? ঘুমুই, তা' হ'লেই সব ভুলে যাব-এখন। [শয়ন]

কৃষ্ণ ও নিদ্রার আবির্ভাব।

কৃষ্ণ। নিদ্রা, তুমি স্বপ্নে প্রমীলাকে স্ত্রীপুরুষের মিথুনভাব দেখাও। আজ যে কোন উপায়ে হ'ক্ প্রমীলাকে কামে মোহিত করতে হবে।

নিদ্রা। তবে প্রভো! গোপালরূপে ওকে পদে পদে সতর্ক ক'রে দিচ্ছেন, কেন?

কৃষ্ণ। নিদ্রা, তুমি বোঝ না; আমি মধ্যে মধ্যে সতর্ক ক'রে না দিলে কাম-ভাবে প্রমীলা উন্মত্তা হ'য়ে যাবে। তা' হ'লে আমাদেরও কার্য্যোদ্ধারে ব্যাঘাত ঘট্‌বে। আর সতর্ক ক'রে দিলেও ও যে তোমাদের ভাব একেবারে বিস্মৃত হবে, তা' হবে না। প্রমীলার মন আগেকার চেয়ে অনেক চঞ্চল হয়েছে। তুমিও এই সময়ে ওকে স্বপ্নে স্ত্রীপুরুষের মিলন-মাধুর্য্য দেখাও, তা' হ'লেই কার্য্যসিদ্ধি হবে। আমি এখন যাই।

[অন্তর্দ্ধান।

নিদ্রা।—

গীত।

কোমল পরশে অলস আবেশে শিথিল অবশ হউক অঙ্গ।
ডুবে যাক্ ঘনগভীরতিমির-সাগর-মাঝারে মন-বিহঙ্গ ॥
দূরে যাক্ যত সংসার যাতনা, ভুলে যাক্, আশা বাসনা কামনা,
বিস্মৃত হ'ক্ বিষাদ ভাবনা, জাগ্রতে যত মায়া-তরঙ্গ ॥
কল্পনা সতীরে করি সহচরী, এস ধীরে ধীরে স্বপন-সুন্দরী,
রঞ্জিত ছবি অঙ্কিত করি, দেখাও বিবিধ বিনোদ রঙ্গ ॥

[অন্তর্দ্ধান।

প্রমীলা। [তন্দ্রাঘোরে] মনোরম্য উপবন শোভায় অতুল,
অগণন কত ফুল রয়েছে ফুটিয়া।
মধ্যে ঐ কুঞ্জধাম বিচিত্রতাময়
নন্দনকানন-শোভা করে পরাজয়।
তায় ব'সে কে দু'জন প্রফুল্ল আননে
মহানন্দে বাক্যালাপে কাটাইছে কাল ?
একজন নারী আর একজন নর,
এরাই না নৃত্য-গীতে মোহেছিল মন ?
কি সুন্দর রূপ, আহা ! এ জনমে আমি
হেন রূপ আর কভু হেরি নি নয়নে !
মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে হাসে, ঢ'লে পড়ে—
নাহি জানি কত সুখ লভে দুইজনে !
দেখ মিলিল উভয়ে
মুখে মুখে, বুকে বুকে—
সঙ্গে সঙ্গে রতি রঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গ,
বাহু পাশে দৃঢ় বদ্ধ প্রেম-আলিঙ্গন !
সাধ হয় ওই মত আমিও—গোপাল ! গোপাল !
কেন মিছে হেন ভাব আনিতেছি মনে ?

গোপালের প্রবেশ।

গোপাল। দিদি, দিদি, কেন ডাক্‌ছ ?
প্রমীলা। কই, তোকে ত ডাকি নি ?
গোপাল। এই যে ডাক্‌ছিলে, তবে বুঝি ভুলে গেলে ?
প্রমীলা। এত রাত হ'লো, তুই এখনও ঘুমুস্ নি ?

গোপাল। দিদি, আমার চোখে কি ঘুম আছে? সারারাতের মধ্যে আমি কি একদণ্ডও ঘুমুতে পাই?

প্রমীলা। কেন গোপাল, কিসে তোর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে?

গোপাল। জগতের চিন্তায় আমার ঘুম ধরে না।

প্রমীলা। হারে! তোর এমন কি চিন্তা?

গোপাল। সংসারের সকল ভাব্না আমাকে ভাব্তে হয়। [জনান্তিকে] ঘুমুব কি, কে কখন কোথা থেকে ডাক্‌বে, সব ফেলে আমাকে সেইখানে যেতে হবে। [প্রকাশ্যে] দিদি, তুমি হয় ত মনে কর, গোপাল কত ঘুমুচ্ছে, কিন্তু লোকের কলরবে একদিন একবারও আমি ঘুমুতে পাই না।

প্রমীলা। কেন, কেউ কি তোকে জ্বালাতন করে? তুই তার নাম কর্, আমি তাকে এখনি শাসন ক'রে দিচ্ছি।

গোপাল। সেকি এক-আধজন, তোমাকে ক'জনের নাম বল্‌ব? [স্বগত] এমন লোক জগতে অসংখ্য আছে।

প্রমীলা। তা' হ'লে তোর বড় কষ্ট হয়, বল্।

গোপাল। সে কষ্টকে আমি গ্রাহ্য করি না। আমি আমার কষ্টের চেয়ে লোকের কষ্ট দেখ্‌লে বেশি ব্যথা পাই; তাই নিজের কষ্টকে অগ্রাহ্য ক'রে পরের কষ্ট ঘুচাতে যাই।

প্রমীলা। তুই ঘুমুগে, নইলে ব্যাধি হবে।

গোপাল। [স্বগত] আমার যদি ব্যাধি হবে, তবে লোককে নির্ব্যাধি কর্‌বে কে? [প্রকাশ্যে] দিদি, আমি তবে শুই গে, তুমিও ঘুমোও—জেগো না; আমার অসুখ হবে না, তাতে বরং তোমার অসুখ হবে।

[প্রস্থান।

প্রমীলা। আমি তবে শুই। [শয়ন]

নিদ্রার পুনরাবির্ভাব।

নিদ্রা।—

গীত।

ঘুমাও—ঘুমাও—আবার ঘুমাও,
আবার মায়ায় চেতনা হারাও।
আবার মোহন কুহকে ভুলিয়া
স্বপন-জগতে চলিয়া যাও।
অন্ধকার মাঝে আলোকিত দেশ,
নেহার তথায় সুললিত বেশ,
নাগর সুন্দর তোমার প্রাণেশ,
দেখিয়া আপনা ভুলিয়া যাও।
সতৃষ্ণা নয়নে বদন চাহিছে,
কত সকাতরে প্রণয় যাচিছে,
যায় বঁধু ওই, ধায় পিছে পিছে,
চরণে জীবন সঁপিয়া দাও॥

[অন্তর্দ্ধান।

প্রমীলা। আবার সেই দৃশ্য দৃষ্ট হয়।
এখনো দুজনে আছে সেই ভাবে ব'সে,
সেই সুখে, সেই প্রেমে কাটাইছে কাল।
ওই বুঝি নর দিল নারীগলে হাত,
আবেশে নারীও দুই মৃণালবাহুতে
বেষ্টিল নাগরগলা; পরম হরষে
রমণীর বিম্বাধরে করিল চুম্বন

রসিক নাগর নর ; নারীও চুমিল
নাথের বদনখানি, কি আনন্দ আহা !
এস পার্থ ! এস পার্থ ! হৃদয়-ঈশ্বর,
দুজনে এইরূপে র'ব মনসুখে।
তোমার লাগিয়া সদা আকুলা প্রমীলা,
তোমার প্রেমের তরে উন্মাদিনী আমি,
হৃদয়ে পেতেছি প্রেম-রত্ন-সিংহাসন,
প্রেমময় হ'য়ে তুমি হও সমাসীন—
দাসী হ'য়ে প্রমীলা সেবিবে পা দু'খানি।
ছিঃ ! ছিঃ ! উন্মাদের মত বকিতেছি কিবা !
অর্জ্জুন—অর্জ্জুন সে ত অরাতি আমার,
আমা হ'তে শতগুণে অধম শক্তিতে—
সে হবে প্রমীলা-স্বামী ! ধিক্ প্রমীলারে !
কেহ ত শোনে নি মোর এ সব বচন,
তা' হ'লে কলঙ্ক বড় পেতে হবে মোরে ?

গোপালের প্রবেশ।

গোপাল। দিদি, দিদি, তুমি এখনও বক্‌ছ ?

প্রমীলা। গোপাল, তুই এখনও ঘুমুস্ নি ?

গোপাল। না, তুমি বক্‌ছ কেন ?

প্রমীলা। কই, কি বক্‌ছি, তুই কি শুন্‌তে পেয়েছিস্ ?

গোপাল। আমি সব শুন্‌তে পাই।

প্রমীলা। তুই ত নিদ্রাগত ছিলি ; দূরে—অপর ঘর থেকে কেমন ক'রে শুন্‌তে পাবি ?

গোপাল। আমি ঘুমিয়েই থাকি, আর জেগেই থাকি, এতো অতি

নিকটের ঘর—কেউ যদি শত যোজন দূরেও কথা কয়, আমি তাও বুঝ্‌তে পারি।

প্রমীলা। কই, আমি কি বল্‌ছিলাম, তুই যদি শুনে থাকিস্, বল্ দেখি। আমার ত কিছু মনে নাই।

গোপাল। [স্বগত] প্রমীলাকে সে-সব কথা বল্‌লে প্রমীলা বড় লজ্জিতা হবে, গোপন করি। [প্রকাশ্যে] না দিদি, তুমি কি ব'লে বক্‌ছিলে, তা' আমি বুঝ্‌তে পারি নি, কেবল কথার শব্দ শুন্‌তে পেয়েছি।

প্রমীলা। [স্বগত] গোপাল শুন্‌তে পায় নি—ভালই হয়েছে। [প্রকাশ্যে] গোপাল, তুই শুগে যা, আমি আর বক্‌ব না।

গোপাল। [স্বগত] আর আমার বকাবার আবশ্যকও নাই।

[প্রস্থান।

প্রমীলা। আর আমি কোনও দিকে লক্ষ্য কর্‌ব না, এবার একটু ঘুমুই গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-কক্ষ।

বীরা ও গোপালের প্রবেশ।

গোপাল। বীরা দিদি, আমি যদি সত্যসত্যই চ'লে যাই, তোমরা তা' হ'লে কাঁদ্‌বে?

বীরা। এখন তা' কি ক'রে বল্‌ব, ভাই? তোকে সর্ব্বদাই দেখ্‌তে পাচ্ছি, এখন তোর অভাবের গুরুত্ব কেমন ক'রে বুঝ্‌ব?

পিপাসা না পেলে কি জলের গুণ জানা যায়? তবে হা রে! যাকে আমরা এত ভালবাসি, তাকে হারা হ'লে কি আমাদের নয়ন হ'তে এক-বিন্দু জলও পড়্‌বে না?

গোপাল। দিদি, তুমি বিবাহ কর না কেন?

বীরা। তুই ত নিজেই বলেছিস্, ভাই বিবাহ একটা বাঁধন, তবে আমি সাধ ক'রে সে বাঁধনে পড়্‌ব কেন?

গোপাল। [স্বগত] আচ্ছা, আমি তোমার মন ঘুরাতে পারি কি না দেখি। [প্রকাশ্যে] বীরা দিদি, বিবাহ যে বাঁধন. তা' আমি স্বীকার করি। তবে জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সমুদ্রের অগাধ নীরে ডুব্‌লে তবে রত্ন পাওয়া যায়—বাসুকীর নিঃশ্বাস-জ্বালা সহ্য করেছিল ব'লেই দেবতারা সমুদ্রমন্থনে সুধা লাভ ক'রে অমর হয়েছে। সংসারী হ'লে একটু কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয় বটে, তাতে তেম্‌নি কত সুখও পাওয়া যায়। স্বামীর প্রণয়-সুখের কাছে সে কষ্ট নগণ্য। সাদা কথায় বোঝ না, দুটো-একটা কাঁটা ফোটার জ্বালা না সইলে কি গোলাপ তুল্‌তে পারা যায়?

বীরা। কেন গোপাল, আজ তোর এমন ভাবান্তর দেখ্‌ছি কেন?

গোপাল। আমার সাধ হয়, তোমরা বিবাহ ক'রে স্বামী নিয়ে আনন্দ কর, আমি দেখে সুখী হই।

বীরা। তুই যে কাল আমাদিগকে বিবাহ কর্‌তে নিষেধ করেছিস্, আজ তবে এমন কথা বল্‌ছিস্ কেন?

গোপাল। নিষেধ করেছিলুম বটে; আবার যখন দেখ্‌লাম, পঙ্ক না ঘাঁট্‌লে রত্ন পাওয়া যায় না, তখন তোমাদিগকে বারণ ক'রে অন্যায় কাজ করেছি ভেবে, নিজে নিজে বড় ব্যথা পেয়েছি। বীরা দিদি, তুমি যদি আমার কথাতেই বিবাহে অরাজী হও, তবে

আমি এখন সরল মনে বল্‌ছি, তুমি বিবাহ কর, তাতে আমার কিছুমাত্র অনিচ্ছা নাই, আমি তাতে বরং সুখী হব।

বীরা। থাক্ গোপাল, আর ও প্রসঙ্গে কাজ নাই।

গোপাল। না দিদি, আমি তোমাদের সুখের পথে বাধা দিয়ে বড় অনুতপ্ত হয়েছি। আমা হ'তে যদি তোমাদের সুখের পথ রুদ্ধ হয়, তা' হ'লে আমাকে বড় পাপের ভাগী হ'তে হবে। বীরা দিদি, তুমি বিবাহ কর্‌বে ত?

বীরা। অনূঢ়া অবস্থায় আমি কোন্ অসুখে আছি, ভাই?

গোপাল। না থাক্‌লেও লোক কি অধিক সুখের আশা করে না? এখন যে সুখে আছ, সংসারী হ'লে তার চেয়ে অধিক সুখী হবে। বীরা দিদি, আজ আমি তোমার মন বুঝ্‌ব। তুমি যদি যথার্থই আমাকে ভালবাস, তবে সত্য ক'রে বল দেখি, তোমার বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছা আছে কিনা?

বীরা। গোপাল, তুই বড় অন্যায় কর্‌ছিস্, লোককে এমন ক'রে পীড়াপীড়ি কর্‌তে আছে?

গোপাল। না দিদি, আমাকে বল্‌তে হবে, না বল্‌লে আমি বড় ব্যথা পাব।

বীরা। তোর কথায় আমি বাস্তবিকই বিবাহকে দুঃখের ভেবেছিলাম; এখন আবার তোর কথাতেই আমার ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

গোপাল। বড় সুখী হলুম—দিদি, তোমার কথা শুনে আমি বড় সুখী হলুম। তোমরা যেদিন হাসি হাসি মুখে আপন আপন স্বামীর বামে দাঁড়াবে, তা' দেখে, সেইদিন আমি আরও সুখী হব।

বীরা। না ভাই—আমাদের তেমন দিন হবে না।

গোপাল। [স্বগত] মনে মনে যাই কর, কেউ আমার ইচ্ছার হাত এড়াতে পারবে না।

প্রমীলার প্রবেশ।

প্রমীলা। গোপাল, তুই এখানে আছিস্? তোকে না দেখ্‌তে পেয়ে আমি উন্মাদিনীর মত চারিদিক্ খুঁজে বেড়াচ্ছি। জানি না, তোকে কি চোখে দেখেছি, তুই আমাকে কি মায়ায় বেঁধেছিস্ তোর ক্ষণেক অদর্শনে আমি জগৎ শূন্যময় দেখি। ঐ চাঁদ মুখে মধুর কথা শুনতে না পেলে আমার প্রাণ যেন আকুল হ'য়ে ওঠে।

গোপাল। দিদি, আমি এখানে দাঁড়িয়ে বীরাদিদির সঙ্গে কথা কইছি।

প্রমীলা। গোপাল, তুই এমন ক'রে আমাকে না ব'লে কোথাও যাস্ নে।

গোপাল। দিদি, তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস দেখ্‌ছি। আমি একদণ্ড অন্তরাল হ'তে তুমি আমার জন্যে এমন কাতর হ'য়ে পড়েছ। তোমার সঙ্গে এত আত্মীয়তা করা ভাল হয় নি।

প্রমীলা। কেন গোপাল, আজ এমন কথা বল্‌ছিস্ কেন, ভাই?

গোপাল। বিধাতার নির্ব্বন্ধ—আজ যদি আমাকে এখান থেকে চ'লে যেতে হয়, তা' হ'লে তুমি ত বড় শোক পাবে। তুমি ত মনঃকষ্ট পেলে আমাকেও বড় পরিতাপ ভোগ করতে হবে। তাই বল্‌ছি, তোমাকে এমন ক'রে মায়ায় ফেলে আমি বড় অন্যায় কাজ করেছি।

প্রমীলা। ছিঃ গোপাল, অমন কথা কি ভাব্‌তে আছে? আমি তোকে কি অভাবে রেখেছি যে, তুই আমাকে কাঁদিয়ে চ'লে যাবি? গোপাল রে! প্রমীলা তোর তিলেক বিচ্ছেদে ত্রিলোক শূন্য দেখে, তা' জেনেও তুই আমায় কোন্ প্রাণে ছেড়ে যাবি, ভাই?

গোপাল। আমি ত যাব না মনে করি, কিন্তু বিধির বিধান কে খণ্ডন কর্‌তে পারে? দিদি গো, আমি অনেকবার এমন জ্বালা পেয়েছি, তাই বল্‌ছি।

প্রমীলা। কেন গোপাল, হঠাৎ আজ তোর এমন ভাব মনে উঠ্‌ল কেন?

বীরা। প্রমীলা, ও আমাকেও ঐরূপ কথা বল্‌ছিল।

প্রমীলা। তোকে কি বল্‌ছিল, বীরা?

বীরা। বল্‌ছিল, "বীরা দিদি, আমি যদি তোমাদিগকে ছেড়ে যাই, তোমরা আমার জন্যে কাঁদ্‌বে?"

প্রমীলা। গোপাল, তোর কি কোন অভাব ঘটেছে, না কোন অসুখ হয়?

গোপাল। না দিদি, আমার কোনও অভাব ঘটে নি, কোনও অসুখ হয় নি, এখানে খুব সুখে আছি।

প্রমীলা। তবে তুই বার বার আর অমন দারুণ কথা মুখে আনিস্‌ নে।

গোপাল। আচ্ছা দিদি, আজ কৃষ্ণ তোমার কাছে মনের ভাব জান্‌তে আস্‌বে নয়? তুমি তাকে কি বল্‌বে?

প্রমীলা। তুই কি বল্‌তে বলিস্‌?

গোপাল। তোমার যা' ইচ্ছা হবে, তুমি তাই ব'লো—তাই ক'রো।

প্রমীলা। তবু তোর কি ইচ্ছা?

গোপাল। এখন আমার ইচ্ছা, তুমি বিবাহ কর।

প্রমীলা। গোপাল, তুই কি আমার মন পরীক্ষা করছিস্‌?

গোপাল। না দিদি, কৌশল করছি না; আগে মনে করেছিলাম,

বিবাহ না কর্‌লে বেশ থাক্‌বে; এখন ভাব্‌ছি, লতা বৃক্ষে জড়িতা না হ'লে ভাল দেখায় না।

প্রমীলা। প্রমীলা-লতা যার আশ্রয় গ্রহণ করবে, এমন যোগ্য পাদপ কে, ভাই?

গোপাল। তা' হ'লে কৃষ্ণকে কি বল্‌বে?

প্রমীলা। সে সময়ে যেমন বুঝ্‌ব, তেমনি কর্‌ব!

গোপাল। তুমি বিজয়ী বীর না হ'লে বিবাহ কর্‌বে না ব'লে যে প্রতিজ্ঞা করেছ, তা' যেন ভঙ্গ না হয়।

প্রমীলা। আমি আগেও বলেছি, এখন বল্‌ছি—প্রমীলার প্রতিজ্ঞা অচল—অটল, কিছুতেই ভঙ্গ হ'বার নয়।

গোপাল! তবে সময়গতিকে বাধ্য হ'য়ে তাও কর্‌তে হয়।

প্রমীলা। আমার সে বাধ্যতা ঘট্‌বার কারণ কি, ভাই?

বীরা। প্রমীলা, তবে কৃষ্ণ এলে তাকে স্পষ্ট বলা যাবে যে, অর্জ্জুন বিজিত, সুতরাং তার সঙ্গে তোমার বিবাহ হতেই পারে না।

গোপাল। তা'দের অশ্ব ছেড়ে দেবে ত?

বীরা। আমাদের নিকট ভিক্ষা চাইলে ছেড়ে দেবো।

গোপাল। তা'রা যদি তা' না ক'রে?

বীরা। অশ্বের আশা ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবে।

গোপাল। তা' হ'লে তা'দের যজ্ঞ পূর্ণ হবে কি ক'রে?

বীরা। পূর্ণ হবে না; তারা জগতে চিরকলঙ্কিত হ'য়ে থাক্‌বে।

গোপাল। কৃষ্ণ সহায় থাক্‌তেও কি তাদের এমন দশা ঘট্‌বে?

বীরা। তারা ত দুইবার পরাজিত হয়েছে, আর কি অগ্রসর হ'তে সাহস করবে?

গোপাল। শুনেছি, কৃষ্ণ বড় কৌশলী, সে অবশ্যই কোন উপায় কর্‌বে।

বীরা। উপায় আর কি কর্‌বে—প্রমীলার নিকট ইচ্ছা জান্‌তে এসে মরুভূমি দেখে নিরাশ মৃগের মত হ'য়ে ফিরে যাবে।

গোপাল। তাই ত, তাদের উপায় কি হবে?

প্রমীলা। তোর তা' ভাব্‌বার দরকার কি, গোপাল?

গোপাল। আমার স্বভাব—আমি কারও বিপদ্ দেখ্‌লে বড় ভাবিত হই। আহা! পাণ্ডবেরা অশ্বের জন্য হয় ত কত আকুল হ'য়ে পড়েছে। অশ্ব না পেলে তা'দের অত আয়োজনের যজ্ঞ সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। দিদি, তুমি অশ্ব ছেড়ে দাও, তারা ত হেরেই গেছে।

বীরা। তা' বীর-প্রথা নয়। তারা যখন বীরধর্ম্মী, তখন অশ্বের জন্য তাদের যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া উচিত। অথবা আমাদের নিকট যাচ্‌ঞা করুক, তা' হ'লে আমরা দিতে পারি।

গোপাল। দিদি, দিদি, আমার মাথা এমন ঘুর্‌ছে কেন? চোখে যেন সব অন্ধকার দেখ্‌ছি, দেহ ক্রমশঃ অবশ হ'য়ে আস্‌ছে। দিদি, তুমি আমাকে ধর।

প্রমীলা। [গোপালকে ধরিয়া] কেন গোপাল, সহসা তোর এমন হ'ল কেন, ভাই?

গোপাল। দিদি, দিদি, তুমি কই?

প্রমীলা। এই যে আমি তোকে ধ'রে আছি, গোপাল।

গোপাল। দিদি, আমার দেহ যেন কাঁপ্‌ছে।

প্রমীলা। ভয় কি ভাই, এই যে আমি তোর কাছে আছি।

গোপাল। আর আমি দাঁড়াতে পার্‌ছি না, আমাকে শোওয়াও।

প্রমীলা। [গোপালকে শোওয়াইয়া] গোপাল, গোপাল, এমন কর্‌ছিস্ কেন, ভাই? তোর কি হয়েছে?

গোপাল। চোখে সব শূন্য দেখ্‌ছি—মাথা ঘুর্‌ছে।

প্রমীলা। মাথায় কি একটু জল দেবো ?

গোপাল। না, জল দিতে হবে না, জলে এ জ্বালা যাবে না।

প্রমীলা। তবে কি কর্‌তে হবে, বল্।

গোপাল। আর কিছু করতে হবে না, এবার আমার অন্তিম সময় উপস্থিত।

প্রমীলা। একি গোপাল, এমন কঠিন কথা বল্‌ছিস্ কেন, ভাই ? ভয় কি, এখনি সব সেরে যাবে।

গোপাল। না দিদি, এ রোগ সার্‌বার নয়, এ রোগ কাল-রোগ। দিদি গো, এতদিনের পর তোমার গোপাল সকল ছেড়ে চল্‌ল। আর তোমাকে দিদি ব'লে ডাক্‌তে পাব না, এই সময়ে একবার প্রাণভ'রে ডেকে নিই। দিদি ! দিদি ! দিদি ! আমার জন্য কেঁদো না, আমার জন্য আকুল হ'য়ো না ! এ জগতে কেউ কারও নয়, এই ভেবে আমার কথা ভুলে যেয়ো, এই ভেবে মনকে প্রবোধ দিয়ো। দিদি গো, আমার যাবার সময় হয়েছে, তাই আমি চল্‌লাম ; জগতে কেউ থাক্‌বে না, সকলকেই এই রকম ক'রে যেতে হবে ; তবে দু'দিন আগে আর পাছে। দিদি, দিদি, আর আমি কথা কইতে পার্‌ছি না, জিভ্ জড়ি—য়ে—আ—স্—ছে। ব—ড়—যা—ত—না—যা—ই। [মূর্চ্ছা]

প্রমীলা। একি ! একি ! মাথা নুয়ে পড়্‌ল ; গোপাল ! গোপাল ! মুখে আর কথা নাই যে ! গোপাল রে ! আর একবার ডাক্, আর একবার অভাগিনী প্রমীলাকে দিদি ব'লে ডাক্ ! এই যে ডাক্‌ছিলি, ডাক্‌তে ডাক্‌তে এমন নীরব হ'লি কেন ! গোপাল রে ! আমি এক-দণ্ড তোর মুখের সুধামাখা কথা না শুন্‌লে কত আকুলা হই, তা' জেনেও কেমন ক'রে নির্ব্বাক্ হ'য়ে আছিস, ভাই ? ভাই রে ! তুই ভিন্ন এ জগতে হতভাগিনী প্রমীলার প্রাণে একমুহূর্ত্তের জন্য শান্তি দিতে যে

আর কেহ নাই! আমি যে তোর মুখ দেখেই বুক বেঁধে আছি। গোপাল রে! তুই যে আমায় সদাই বল্‌তিস্, "দিদি গো, আমি তোমাকে কখন ছেড়ে যাব না," এখন তবে এমন ক'রে ভূতলে প'ড়ে কেন, ভাই? আমি 'গোপাল' 'গোপাল' ব'লে কেঁদে নয়নজলে ভাস্‌ছি, তুই একবার উঠে আমাকে দিদি ব'লে ডেকে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর্। ভাই রে! তোর কি দুঃখ হ'ল, তুই কি অভিমানে নয়ন মুদে আছিস্? তুই বলেছিলি, "আমাকে অনাদর কর্‌লে আমি থাকি না।" গোপাল রে! আমি তোকে কি অযত্ন কর্‌লাম যে, তুই আমাকে নিদারুণ শোকানলে ফেলে দিয়ে চ'লে যাস্? ওঠ্ ভাই! অভিমান ত্যজে ধরা হ'তে ওঠ্; বুকের ধন আমার বুকে আয়। গোপাল রে! তুই কি দুঃখ পেলি, আমায় বল্, আমি প্রাণ দিয়ে তোর সে দুঃখ দূর করব। ভাই রে! তোর সোনার দেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! আমার কোনও কথায় যদি তুই ব্যথা পেয়ে থাকিস্, বল্, আর আমি তেমন কথা কইব না।

গীত।

কেন ভূপতিত, ধূলাতে লুণ্ঠিত,
কষিত-কাঞ্চন লাঞ্ছিত দেহ!
তুই রে প্রাণের প্রাণ, কিসের অভিমান,
অপমান তোর করিল কি কেহ।
কি কারণে গোপাল তোর এ লাঞ্ছনা,
কি ধন-অভাবে নিধন-সূচনা,
কোথায় শিখেছিলে হেন প্রবঞ্চনা,
আজ দগ্ধ কৈলি আমার শান্তি-সুখ-গৃহ।
ইন্দুসুধা-নিন্দি তোর বচনামৃতরাশি রে!

কৌমুদী-প্রভাগঞ্জিত আভা অধরে মধুর হাসি রে।
(সে হাসি কই, শারদচন্দ্র-কৌমুদী সম ;)
(কি অভাবে মলিন বদন ;)
পদ্মপলাশ আঁখি মুদ্রিত করেছ,
ক্ষুধা ভুলে কেন অকালে নিদ্রিত হয়েছ ;
(চাঁদ ওঠ রে , আমার আঁধার ভবন আলো ক'রে ;)
(রাহু-বিমুক্ত চাঁদের মত ;)
মগ্না ছিলাম তোর অগাধ স্নেহ-নীরে,
ভাসাইলি আজি নয়নের নীরে,
কাঁদালি অধীনে কেন দুঃখিনীরে
দেখি রে তো বিনে জীবনে সন্দেহ ॥

বীরা। প্রমীলা, প্রমীলা, ধৈর্য্য ধর।

প্রমীলা। বীরা, বীরা, কি হ'ল—আমার সর্ব্বনাশ হ'ল? আর কেন গোপাল কথা কইছে না? এত ডাক্‌ছি, আর কেন উত্তর দিচ্ছে না? বীরা লো! সব গেল, আমার সুখশান্তি, আশাভরসা গোপালের সঙ্গে সব গেল! কি হ'ল, বীরা আমার গোপাল কোথায় গেল? আমার সাগর সেঁচা ধন কে হ'রে নিলে? গোপাল, গোপাল রে! একবার ওঠ্, একবার উঠে 'দিদি' বল্। কই, উঠ্‌লি নে? আমার ব্যথায় ব্যথা পেলি নে? তবে কি আর আমাকে দিদি বল্‌বি না? সেই বলাই কি শেষ বলা? হা গোপাল! হা গোপাল! [পতন ও মূর্চ্ছা]

বীরা। একি! একি! প্রমীলাও যে মূর্চ্ছা গেল! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'ল! দেখি, বেঁচে আছে কি নাই। [নাসিকায় হস্ত দিয়া] এখনও শ্বাস বইছে, এখনও প্রাণের আশা আছে, এই সময়ে

বাতাস করি। গোপাল রে। কি করলি? আমাদের ফেলে কোথায় গেলি? উঠে দেখ্, তোর শোকে তোর দিদি প্রমীলা বজ্রাহত কদলীর ন্যায় ভূতলশায়িনী হয়েছে। গোপাল রে! তুই উঠে একবার তাকে 'দিদি' ব'লে ডেকে তার জীবন রক্ষা কর্। গোপাল, এই যে বল্‌ছিলি, "আমি তোমাদিগকে ছেড়ে কোথাও যাব না", এখন তবে এত ডাক্‌ছি, উত্তর দিচ্ছিস্ না কেন, ভাই? গোপাল রে, একবার উঠে দেখ্, তো বিহনে তোর দিদি প্রমীলার কি দুর্দ্দশা হয়েছে! গোপাল রে! ও যে জগতে গোপাল ভিন্ন আর কিছুই জানে না। তোকে নিয়ে ও যে সব ভুলেছিল! আর রোদন ক'রেই কি হ'বে, এখন প্রমীলার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করি। [অঞ্চল দিয়া বাতাস করন]

বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। বীরা, বীরা, তুই কার্ শুশ্রূষা কর্‌ছিস্?

বীরা। বাসন্তি, বাসন্তি, সর্ব্বনাশ হয়েছে ; এতদিনের পর আমাদের সুখের বাসা ভেঙেছে। এই দেখ, প্রমীলা বুঝি আজ আমাদিগকে জন্মের মত ছেড়ে যায়! আমাদের গৌরব-রবি বুঝি চির-অস্তমিত হয়!

বাসন্তী। কেন, প্রমীলার কি হয়েছে, বীরা?

বীরা। গোপালের শোকে মূর্চ্ছিতা হয়েছে! গোপাল আমাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে সহসা আকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। "দিদি, আমায় ধর", ব'লে ভূতলে শয়ন কর্‌লে, আর কেবল বল্‌লে, "দিদি! তোমাদের গোপাল জন্মের মত চল্‌ল।" এই ব'লেই নীরব হ'ল, আর কথা কইলে না। প্রমীলা গোপাল গোপাল ব'লে কত ডাক্‌লে, কত রোদন কর্‌লে, গোপাল যখন উঠ্‌ল না, সাড়া দিলে না, তখন বাত্যাহত কদলীর মত "গোপাল গোপাল" ব'লে ভূপতিত হ'লো। বাসন্তি লো! সব ফুরাল, আমাদের সুখের দীপ বুঝি চিরতরে নিভে গেল!

বাসন্তী। প্রাণে বেঁচে আছে কি নাই?

বীরা। এখনও শ্বাস বইছে, এখনও আশা আছে, কিন্তু সে আশা বিড়ম্বনা!

বাসন্তী। প্রমীলা, প্রমীলা, কোথায় যাও? অসময়ে আমাদিগকে ছেড়ে কোথায় যাও? এই কি তোমার যাবার সময়? আমরা যে তোমার মুখ চেয়েই বেঁচে আছি; এখন কে আর আমাদের মুখ চাইবে? প্রমীলা, এই কি তোমার সকল খেলার শেষ হ'ল? ওঠ, একবার আমাদিগকে তেমনি স্নেহমাখা স্বরে ডাক। তুমি যে মধ্যাহ্ন-গগনের রবি, এখনও তোমার জীবনে অনেক কার্য্য বাকী, তবে তুমি অপূর্ণ-জীবনে আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে কোথা যাও? মধ্যাহ্ন-কালে কি রবি অস্ত যায়? প্রমীলা! আমরা আর কার কাছে যাব? কার কাছে প্রাণের ব্যথা জানাব? এ জগতে আমাদের আমার বল্‌তে কে আছে? হা বিধাতঃ! এই কি তোমার সুবিধি? আজ কোন্ পাপে আমাদিগকে এমন ক'রে নিরাশ্রয় কর্‌তে চাও? বীরা, যদি প্রমীলাকে হারাই, তবে আমাদের আর এ পাপ-জীবনে সুখ কি? আমরাও প্রমীলার শোকে এ জীবন সাগর-জীবনে বিসর্জ্জন দেবো। যার জন্য আমাদের এত গৌরব, যার বিক্রমে আজ আমরা বীর-নারী ব'লে পরিচিতা, তাকে হারিয়ে আমরা কি সুখে ধরায় থাক্‌ব?

বীরা। বাসন্তি, রোদন সম্বরণ ক'রে শীঘ্র একটু জল আন।

[বাসন্তীর প্রস্থান।

এত বাতাস কর্‌ছি, এখনও কি চৈতন্য হয় নি? প্রমীলা! প্রমীলা! ওঠ, কেন পরের জন্য অসময়ে জীবন হারাও? প্রমীলা, আমরা কি দোষ কর্‌লাম যে, তুমি আমাদিগকে দারুণ অরাতি-সঙ্কটে ফেলে অকালে ধরাশায়িনী হ'লে? মীন যেমন বারি আশ্রয় ক'রে জীবিত থাকে,

আমরাও যে তেমনি তোমাকে আশ্রয় ক'রে সংসারে আছি। এ হত-ভাগিনীদিগকে নিরাশ্রয় ক'রে তুমি কোথায় যাও? আদর ক'রে একবার আমাকে 'বীরা' ব'লে ডাক। আমাদিগকে শত্রুর বাণে কাতর দেখ্‌লে তুমি যে কত ব্যথা পাও; এখন দেখ, তোমার শোকানলে আমরা হৃদয়ে কত যন্ত্রণা সহ্য কর্‌ছি। গোপাল রে! কি কর্‌লি—আমাদের সুখের হাটে আজ তুই কি আগুন জাল্‌লি! কেনই বা তুই 'দিদি' ব'লে আমাদের কাছে এসেছিলি, তোর জন্য বুঝি প্রমীলাকে চিরদিনের মত হারাতে হয়! তোর জন্যে বুঝি সুখের প্রমীলা-রাজ্য আজ শ্মশানে পরিণত হয়! ওরে! আর আমাদের কেউ নাই; এ জগতে আমাদের ব'লে মুখ চাইতে আর আমাদের কেউ নাই!

প্রমীলা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে উত্থিত হইয়া] কে নিলি রে! আমার অন্ধের নয়ন, ভিক্ষার ধন, কে নিলি রে! এক গোপাল ভিন্ন অভাগিনী প্রমীলার যে আর কেউ নাই। আমি তার মুখ দেখেই এ সংসারে বুক বেঁধেছিলাম; আমার বুকবাঁধা ধন কে নিলি রে?

বীরা। প্রমীলা! প্রমীলা!

প্রমীলা। বীরা, বীরা, কি হ'লো! আমার গোপাল কোথায় গেল! অবলা পেয়ে কে তাকে চুরি করে নিলে? এনে দে—আমার গোপালকে এনে দে, আমি বুকে ধ'রে প্রাণ শীতল করি। ওরে, সে যে আমার বুকজুড়ান ধন, আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় গেল? বীরা, কি কর্‌লাম, আমার গোপালকে আমি কার হাতে তুলে দিলাম? গোপাল! গোপাল রে! এখনও কি ওঠ্‌বার সময় হয় নি? অনেকক্ষণ হ'ল, কিছু খাস্‌ নে, কত ক্ষুধা পেয়েছে, তুই তেম্‌নি ক'রে 'দিদি' 'দিদি' ব'লে আমার কোলে আয়, আমি তোর মুখে ক্ষীরসর নবনী তুলে দিই। গোপাল রে! কোথায় যাস্‌, তোর দুঃখিনী প্রমীলা

দিদিকে ফেলে কোথায় যাস্? ওঠ্, এই কি তোর যাবার সময়? তোর নলিনমুখ মলিন দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

বীরা। প্রমীলা, ধৈর্য্য ধর—হৃদয় বাঁধ।

প্রমীলা। হৃদয় বাঁধ্‌ব! হৃদয় ভেঙে চূর্‌মার হ'য়ে গেছে। হৃদয়ের অস্থি স্তরে স্তরে খ'সে গেছে। বীরা, এ দগ্ধ হৃদয়ে আর কি আছে? সুখশান্তি সবই গোপালের সঙ্গে চ'লে গেছে। পিঞ্জরের পাখী উড়ে গেছে, শুধু পিঞ্জর প'ড়ে আছে। বীরা লো! আর কিসে ধৈর্য্য ধরি? প্রমীলার এ অশান্তি জীবনে আর কি জগতে শান্তিলাভ ঘট্‌বে? এক গোপাল বিহনে ত্রিভুবন শূন্য হ'য়ে গেছে, এবার আমি সকল সুখের মূল গোপালকে হারিয়েছি।

বাসন্তীর পুনঃ প্রবেশ।

বাসন্তী। এই যে চেতনা হয়েছে।

প্রমীলা। বাসন্তি, বাসন্তি লো! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! এতদিনের পর আমি আমার গোপালকে হারিয়েছি। ঐ দেখ্, আজ শরৎশশী ভূতলে গড়াগড়ি দিচ্ছে!

বাসন্তী। প্রমীলা, শান্ত হও।

প্রমীলা। এ জীবনে—এ জীবনে বাসন্তি, আর শান্ত হ'তে পার্‌ব না। আমার শান্তির দিন চিরতরে ঘুচেছে। গোপালের সঙ্গে আমি সব সুখ, সব শান্তি হারিয়েছি। গোপাল রে! উঠ্‌লি নে? কথা কইলি নে? তবে কি জন্মের মতই ধরাশয়নে শয়ন কর্‌লি? গোপাল রে! তোর অভাগিনী প্রমীলার দশা কি হবে? যদি অভিমান ক'রে থাকিস্, তবে আয় ভাই! আমার বুকে ব'সে মনের কথা প্রকাশ কর্! [গোপালকে বক্ষে ধারণ করিয়া] গোপাল! গোপাল! এই যে আমি তোকে কোলে নিয়েছি, এই যে আমি তোকে বুকে ধরেছি, তোর

কি দুঃখ হয়েছে বল্। আমি গোপালগত প্রাণ, তা' জেনেও কি আমার সঙ্গে ছলনা করতে হয়? তুই যে বলেছিলি, "দিদি, শত্রুর শরাঘাতে আমার যত না যাতনা হবে, তুমি যদি বিপাকে প'ড়ে আমাকে 'গোপাল' 'গোপাল' ব'লে কেঁদে ডাক, আমি তাতে তার চেয়ে অধিক ব্যথা পাব।" আমি এখন আকুলপ্রাণে তোকে কত ডাক্ছি, তোর প্রাণে কি কিছুমাত্র ব্যথা লাগ্ছে না? একবার কমল-আঁখি উন্মীলন ক'রে চাঁদমুখে আমাকে 'দিদি' ব'লে ডাক্। হায়! হায়! উন্মাদের মত কি বক্ছি? কাকেই বা প্রাণের দুঃখ জানাচ্ছি? আর কি গোপাল বেঁচে আছে? আমার সোহাগ-পিঞ্জর ভঙ্গ ক'রে গোপাল-পাখী যে জন্মের মত উড়ে গেছে; বীরা, বাসন্তী তোরা আমায় জন্মের মত বিদায় দে। আমি গোপালকে বক্ষে ক'রে দেশে দেশে, বনে বনে ভ্রমণ করব। আবার যদি কখন গোপালের চাঁদমুখে দিদি বুলি শুন্তে পাই, তবে আবার নারী-রাজ্যে ফিরে আস্ব, নতুবা এই শেষ দেখা; এই যাওয়াই জন্মের মত যাওয়া।

বাসন্তী। প্রমীলা, কোথায় যাবে? এ হতভাগিনীদিগকে অরাতি-সাগরে ফেলে তুমি কোথায় যাবে? তুমি ভিন্ন এ জগতে আমাদিগকে আমার ব'লে ডাক্তে আর কে আছে? আমরা যে তোমার মুখ চেয়েই এ সংসারে আছি। বৃক্ষ যেমন পর্ব্বতের অন্তরালে থেকে ঝড়ের প্রবল বেগ হ'তে আত্মরক্ষা করে, আমরাও যে তেমনি তোমার আশ্রয়ে থেকে সকল বিপদ্‌কে তুচ্ছজ্ঞান করি। হায় প্রমীলা, আমাদিগকে ছেড়ে যেতে তোমার প্রাণে কি একটুও মায়া হবে না? একটুও ব্যথা লাগ্বে না?

অদূরে কৃষ্ণ ও ভক্তদাসের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ভক্তদাস, সকলকে যেন ম্রিয়মাণা ব'লে বোধ হচ্ছে নয়?

ভক্তদাস। ম্রিয়মাণ করেছ, কাজেই ওরা ম্রিয়মাণ হয়েছে।

কৃষ্ণ। থাম, আগে ব্যাপার কি জানি। প্রমীলা, বীরা, তোমাদিগকে এমন বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন?

প্রমীলা। কৃষ্ণ, সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার গোপাল আমাকে জন্মের মত ছেড়ে গেছে।

কৃষ্ণ। প্রমীলা, সত্যসত্যই কি তোমার গোপাল প্রাণ হারিয়েছে?

প্রমীলা। ঐ দেখ, আমার গোপাল-শশী নির্ব্বাক্ হ'য়ে ভূতলে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

কৃষ্ণ। প্রমীলা, তোমার এ বিপদে আমি বড় ব্যথা পেলাম। আহা! তুমি গোপালকে বড় ভালবাস। গোপালের জন্য নিজের প্রাণ দিতেও কাতরা নও। ভক্তদাস, আমাদের সকল আশায় ছাই পড়্‌ল। দেখ, এখানেও বিষম প্রমাদ উপস্থিত।

ভক্তদাস। প্রমাদ ত আমি কিছুই দেখ্‌তে পাই না, হরি! এ সব ত তোমারই খেলা।

কৃষ্ণ। ভক্তদাস, এ দৃশ্যে কি তুমি বিষণ্ণ হও না?

ভক্তদাস। চৈতন্যময়! কি জন্য বিষণ্ণ হব? আমি ত অচৈতন্য দেখ্‌ছি না, আমি যে তোমারই মত গোপালকে সচৈতন্য দেখ্‌ছি।

কৃষ্ণ। ভক্তদাস! তুমি একটু বিমর্ষভাব ধারণ কর, না হ'লে কার্য্যোদ্ধার হবে না। [প্রমীলার প্রতি] প্রমীলা, তুমি গোপালকে কোলে নিয়ে কোথায় যাবে?

প্রমীলা। যেখানে গোপাল গেছে, যেখানে গেলে গোপালকে পাব, আমি সেইখানে যাব।

কৃষ্ণ। আমি দেখ্‌ছি, গোপালের মৃত্যু হয় নি, শুধু মূর্চ্ছা ঘটেছে, চেষ্টা করলে বোধ হয়, বাঁচ্‌তে পারে।

প্রমীলা। কৃষ্ণ, আর কি গোপাল বাঁচ্‌বে? আর কি গোপাল আমাকে চাঁদমুখে 'দিদি' ব'লে ডাক্‌বে? এ জীবনে আর কি আমার তেম্‌নি দিন হবে?

কৃষ্ণ। প্রমীলা, চেষ্টায় কি না হয়? চেষ্টা কর্‌লে ঠিক গোপালকে বাঁচান যায়।

প্রমীলা। কৃষ্ণ, আজ যদি তুমি গোপালকে কোন উপায়ে বাঁচাতে পার, তবে প্রমীলা চিরকালের জন্য তোমার চরণের দাসী হ'য়ে থাক্‌বে। তুমি যা' চাইবে, আমি তাই দেবো; যা কর্‌তে বল্‌বে, আমি তাই কর্‌ব। আমার প্রাণ চাও ত, আমি তাও দিতে প্রস্তুত আছি—গোপাল আমার প্রাণাধিক!

কৃষ্ণ। তোমরা যদি গোপালকে প্রকৃতই ভালবাস, তা' হ'লে গোপাল আবশ্যই বাঁচ্‌বে।

প্রমীলা। আমরা গোপালকে ভালবাসি কি না, তোমায় মুখে আর কি জানাব, আমাদের অন্তরের ভাব অন্তর্যামীই জানেন।

কৃষ্ণ। তবে গোপালকে কোল হ'তে নামিয়ে ঐ তুলসীবৃক্ষের তলায় রক্ষা কর।

প্রমীলা। [তথা করিয়া] বল কৃষ্ণ, আর আমায় কি কর্‌তে হবে?

কৃষ্ণ। আমিই সব কর্‌ছি।

ভক্তদাস। লীলাময়! তোমার আজ্‌কের লীলা দেখে আমার সেই বৃন্দাবনের কপটমূর্চ্ছার কথা মনে হচ্ছে, সেখানেও এই রকম রোগী-মূর্ত্তিতে মূর্চ্ছাগত ছিলে, ভিষক-মূর্ত্তিতে চিকিৎসা কর্‌তে গেছ্‌লে।

কৃষ্ণ। ভক্তদাস, এখন কি উপায় করা যায়? যদি কোনরূপে গোপালকে বাঁচাতে পারি, তা' হ'লে এখনি আমাদের কার্য্যোদ্ধার হয়।

ভক্তদাস। কার্য্যোদ্ধার কর্‌বার জন্যই ত এত খেলা খেল্‌ছ, হরি! গোপাল কে? তুমিই ত! তুমিই ত আমাদের জন্য গোপালরূপে কপটনিদ্রায় নিদ্রিত হ'য়ে আছ, তবে গোপালকে সচেতন করাটা কি তোমার অসাধ্য?

কৃষ্ণ। এখন বল, কি কর্‌লে গোপাল প্রাণ পায়?

ভক্তদাস। ধন্বন্তরীকে কে ব্যবস্থা দিতে পারে, নারায়ণ? তবে যদি নিতান্তই আমাকে যশস্বী কর্‌তে চাও ত আমি বলি, গোপালের সর্ব্বাঙ্গে রাধানাম লিখে দাও। সেই নাম-রসায়নে এখনি ওর সকল রোগ কেটে যাবে।

কৃষ্ণ। প্রমীলা, বীরা, তোমরা তবে সকলে মনে মনে রাধাকে ডাক। ভক্তদাস, আমি কি দিয়ে রাধানাম লিখ্‌ব? অন্য বস্তুতে লিখ্‌লে রাধার অমান্য হবে; আমার শিরে শিখিপাখা আছে, আমি তাই লেখনী করি। আর রাধার নাম শুনেই ভাবের আবেগে আমার নয়ন হ'তে অশ্রুবিন্দু নির্গত হচ্ছে, তাই অঞ্জনে মিলিত হ'য়ে সুন্দর মসী প্রস্তুত হয়েছে। [গোপালের অঙ্গে কৃষ্ণের রাধানাম লিখন]

গোপাল। [উত্থিত হইয়া] দিদি, দিদি, এত বেলা হয়েছে, এতক্ষণ আমাকে ডাক নি?

প্রমীলা। গোপাল, গোপাল, উঠেছিস্‌, ভাই?

গোপাল। কেন দিদি, আমার কি হয়েছিল?

প্রমীলা। গোপাল রে! তুই যে আবার আমাকে এমন ক'রে 'দিদি' ব'লে ডাক্‌বি, এতক্ষণ আমার সে আশা ছিল না। আয় ভাই! তুই আমার কোলে আয়। [গোপালকে ক্রোড়ে ধারণ]

বাসন্তী। সবই যেন অদ্ভুত রহস্য! সবই যেন অচিন্তনীয় ব্যাপার!

প্রমীলা। কৃষ্ণ, আজ তোমার কৃপায় আমি গোপালকে পেলাম।

আমার প্রাণ দিলেও এ উপকারের প্রতিদান হবে না। তুমি যদি কোন ইচ্ছা কর, আমি এখনি তা' পূর্ণ করতে প্রস্তুত আছি। বল, কৃষ্ণ, তুমি কি চাও ?

কৃষ্ণ। প্রমীলা, আমি অন্য কিছু চাহি না, তোমার ঐ শিবদত্ত রক্ষিণী অস্ত্রটী আমায় প্রদান কর।

প্রমীলা। যদুনাথ, তোমার অভিপ্রায় আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আমি যখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, তখন অবশ্যই অম্লানবদনে প্রদান করব। এই নাও, কৃষ্ণ ! অস্ত্র গ্রহণ কর। [কৃষ্ণকে অস্ত্র প্রদান]

কৃষ্ণ। তোমার বিবাহ সম্বন্ধে ?

প্রমীলা। অর্জ্জুন এখনও আমার নিকট বিজিত।

কৃষ্ণ। তোমরা তবে পুনর্ব্বার সমরাঙ্গনে অবতীর্ণা হও; এইবার তোমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

ভক্তদাস। রমণীগণ ! জয়দাতা বলেছেন, এইবার তোমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

[কৃষ্ণ ও ভক্তদাসের প্রস্থান।

প্রমীলা। চল্ বীরা, আমরা পুনর্ব্বার সমরসজ্জায় সজ্জিত হই।

গোপাল। দিদি, তুমি কিছুমাত্র ভয় ক'রো না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ।

মানবকের প্রবেশ।

মানবক। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘ উঠ্‌ল, আকাশ ছেয়ে ফেল্‌লে, বর্ষণ হ'য়ে গেল; দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার—আবার সূর্য্যোদয় হ'ল, আবার আলো দেখা দিলে, সবই সেই চক্রীর চক্র। প্রমীলার বাহুবল দেখ, ক্রমাগত দুইবার পরাজয়ে ভেবেছিলাম, পাণ্ডবের অশ্বমেধের বুঝি এইখানেই সমাপ্তি হ'ল; নারী-বিজয় আর হ'ল না; কিন্তু চক্রধারী এমন চক্র করলেন যে, প্রমীলা এবার রণে আগুয়ান হতে-না-হ'তেই পরাজয় স্বীকার করেছে। প্রমীলা একা কেন, সকল নারীই একে একে পরাজয় স্বীকার করেছে। কৃষ্ণের প্রস্তাবানুসারে এইবার প্রমীলার্জ্জুনের বিবাহের সংঘটন হ'লেই সকল গোল মিটে যায়। আর হরি যখন স্বয়ং এ কার্য্যের উদ্যোগী, তখন আর ব্যাঘাত ঘট্‌বার ভয় কি? ভক্তদাস আমার নিকট সকল রহস্য প্রকাশ করেছে। সে বলেছে এ সবই কৃষ্ণের খেলা। কৃষ্ণই ভাঙ্‌ছে—কৃষ্ণই গড়্‌ছে।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কি ঠাকুর! এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ?

মানবক। তোমার লীলাসাগরের ঢেউ গুণ্‌ছি।

কৃষ্ণ। গুণে ক'টা হ'ল?

মানবক। ক'টা ত হ'ল, এখন ক কোটা বাকী রইল তাই ভাব্‌ছি। প্রারম্ভেই যখন এত, তখন এখন ত অনেক বাকী—এটাতে

যা' কর্‌লে, সেই বাকীর জের্ মিটাতে যে আরও কত ল্যেঠাতে ফেল্‌বে, তা' কে বল্‌তে পারে ?

কৃষ্ণ। কেন, এসব ল্যেঠা কি আমিই ঘটাচ্ছি ?

মানবক। সেটা আর ব'লে ফল কি, হরি? ভীম-অর্জ্জুন সকলেই ত তোমার ইচ্ছাধীন। তুমি সূত্রধার, আমরা তোমার সূত্রে আবদ্ধ পুতুল। তুমি যেমন ভাবে চালাচ্ছ, আমরা তেম্‌নি ভাবে চল্‌ছি। যা বলাচ্ছ, তাই বল্‌ছি, যা করাচ্ছ তাই কর্‌ছি। ভক্তদাস আমায় বলেছে, এ সবই তোমার খেলা। প্রমীলার গোপাল অন্য কেউ নয়—তুমিই। আমাদের কার্য্যোদ্ধার কর্‌বার জন্য আর তোমার অপূর্ব্ব লীলা দেখাবার জন্য গোপালরূপে প্রমীলার কাছে গিয়ে তাকে পদে পদে ধাঁধায় ফেল্‌ছ। প্রমীলা ভাব্‌ছে, গোপনে বুঝি তার লাভের জন্যই তাকে সুযুক্তি দিচ্ছে; সে ঘুণাক্ষরেও বুঝ্‌তে পারছে না যে, চতুর গোপাল পাণ্ডবের যশশ্চন্দ্রকে সমধিক উজ্জ্বল কর্‌বার জন্য চাতুরী-অন্ধকার সৃজন ক'রে আজ নারীহস্তে পাণ্ডবের ক্ষণিক পরাজয় সংঘটন করেছে। নীলমণি! তোমার যদি এত লীলা শক্তিই না থাক্‌বে, তবে লোকে তোমাকে লীলাময় ব'লে ডাক্‌বে কেন ?

কৃষ্ণ। মানবক, তুমি ভুল বুঝেছ; সে গোপালের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

মানবক। থাক্ হরি! আর ছলনা করতে হবে না! যতদিন অন্ধ ছিলাম, ততদিন দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম না; ভক্তদাস আমার জ্ঞানের চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছে। এবার আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমিই এই সকল কর্ম্মের ঘটক। যদি গোপালের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধই নাই, তবে বল দেখি, মাধব, জগতে এত ঔষধ থাক্‌তে প্রেমভরে অঙ্গে রাধানাম লিখে দিতে গোপালের চৈতন্য হ'লো কেন ?

কৃষ্ণ। সেটা রাধানামের গুণ, আর ভাবুক ভক্তদাসের যুক্তি।

মানবক। মুক্তিদাতা! তাও ত তোমার ভাব-লীলার বিকার। তা' না হ'লে স্বয়ং ধন্বন্তরী যাঁর নিকট নতশির, সে কি আর নিজে কোনও ব্যবস্থা করতে পারলে না; ভক্তদাসের নিকট যুক্তি নিলে? এ কৌশলে ভক্তদাসের বাক্য রেখে তাকে ধন্য ক'রে ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় দিলে, প্রকারান্তরে রাধানামের মহিমা প্রচার করলে। এই এক প্রমীলাকে পরাজয় করতেই কত খেলা খেল্লে। পাণ্ডবকে পরাজিত ক'রে, মদন-রতিকে স্বর্গ থেকে যুদ্ধস্থলে এনে কত হাব-ভাবই দেখালে; শেষে পাণ্ডবের পরাজয়ই সাব্যস্ত ক'রে প্রমীলার সঙ্গে প্রস্তাব করতে গিয়ে ছলনা ক'রে তার শিবদত্ত অস্ত্র গ্রহণ করলে সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবের হাতে তাকে পরাজিত ক'রে দিলে। এমন খেলা খেল্লে যে, আমরা তার বিন্দুবিসর্গও জান্তে পারলাম না। শেষে ভক্তদাসের মুখে সকল শুনে আমি একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেলাম।

কৃষ্ণ। তুমি যা বুঝ্তে পেরেছ, পেরেছ, প্রমীলার্জ্জুনের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত এ কথা অপর কারেও ব'লো না।

মানবক। বল্লেই বা হবে কি? ডাল ত নুইয়েই এনেছ, কেবল হাত বাড়িয়ে পেড়ে নিলেই হয়। বিশেষতঃ ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছায় যখন এ কর্ম্ম সম্পন্ন হচ্ছে, তখন এতে প্রতিবন্ধক ঘটায়, জগতে এমন যোগ্যতা কার আছে? তবে হরি! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি ,তুমি যা' করাবে, তা' ত করাও, তবে লোককে সরল পথে না নিয়ে গিয়ে অমন বাঁকা পথে নিয়ে যাও কেন?

কৃষ্ণ। দেখ ঠাকুর! সহজলব্ধ জিনিষে লোকের বেশিদিন আস্থা থাকে না। আজ যদি পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব প্রমীলারাজ্যে আস্বামাত্রই

প্রমীলা বশ্যতা স্বীকার ক'রে অর্জ্জুনকে পতিত্বে বরণ কর্‌ত, তা' হ'লে উভয়ে উভয়ের গুণ উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌ত না। লোকেও ভাব্‌ত, প্রমীলা সামান্য অবলামাত্র, পুরুষ দেখেই মোহিত হয়, আর অর্জ্জুন ত অসংযত পুরুষ; নারী মাত্রকেই পত্নীত্বে গ্রহণ করে। এখন বিশ্ববাসী উভয়ের যুদ্ধকৌশল যেমন বিস্ময়নয়নে নিরীক্ষণ ক'রে স্তম্ভিত হয়েছিল, আজ সেই প্রতিদ্বন্দ্বী বীর নারীর শুভসম্মিলন উৎসুকনয়নে দর্শন ক'রে আনন্দে আপ্লুত হবে। বিজয়-গৌরব লাভ কর্‌বার জন্য প্রমীলার যে হস্ত অস্ত্রচালনায় সদা ব্যস্ত ও যে আঁখি রোষ-কষায়িতভাবে শত্রুর প্রতি অনিমেষ ছিল, আজ সেই হস্ত সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর গলে অতি মন্থর-ভাবে সুকোমল মালা প্রদান কর্‌বে; আর সেই ক্রোধপূর্ণ আঁখি মিত্র-ভাবে শত্রুর আঁখির প্রতি পলক ফেল্‌তে পলকে প্রেমাশ্রুপরিপূর্ণ হবে।

মানবক। আর সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতাপণে প্রাণমনকে চিরদিনের জন্য তোমার রাতুল চরণে সমর্পণ কর্‌বে। আমরা সকলে তোমার লীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে আপনাদিগকে ধন্য ব'লে জ্ঞান কর্‌ব।

কৃষ্ণ। যখন স্বীকার পাইয়েছি, তখন বিবাহ হবেই হবে।

মানবক। এখানে তবে আর কালবিলম্ব ক'রে ফল কি, কাজটা সত্বর মিটিয়ে নিলেই ত হয়? এই ত শেষ নয়, ঘোড়ার পেছনে ছুট্‌বার ভোগানীর যে এখনও অনেক বাকী।

কৃষ্ণ। ঐ বুঝি প্রমীলা বীরার সঙ্গে এখানে আস্‌ছে।

প্রমীলা ও বীরার প্রবেশ।

কৃষ্ণ। প্রমীলা, এবার ত তুমি পরাজয় স্বীকার করেছ, এখন আর বিবাহে বাধা কি?

প্রমীলা। কৃষ্ণ, এখন আমি তোমার আজ্ঞাধীন, তুমি যা' যা' আদেশ কর্‌বে, তাই হবে।

মানবক। আর শুভকর্ম্মে বিলম্ব ক'রে কাজ নাই। আমরা এক চঞ্চল তরীকে আশ্রয় করেছি, কি জানি, আবার যদি কোন ভাবান্তর ঘটে, তা' হ'লে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে, তা বল্‌তে পারি না।

প্রমীলা। কৃষ্ণ, তবে তুমি তোমার সখাকে আনয়ন কর, আমি এইখানেই তাঁকে পতিত্বে বরণ কর্‌ব।

কৃষ্ণ। মানবক ঠাকুর, তুমি সখাকে নিয়ে এস।

মানবক। তথাস্তু।

[প্রস্থান।

প্রমীলা। আন্ বীরা, বরমালা আন্ লো! এবার;
অবাধ্য নিয়তি বশে, ভাগ্যের লিখনে,
কর্ম্মের কঠোরতর কর্ত্তব্য-বিধানে,
স্বাধীন জীবন মম পরের চরণে
বিকাইয়া দাসীভাবে জনমের মত,
ভাবান্তর পরিগ্রহি বিধির বিধানে,
নূতন সংসারে আজি করিব প্রবেশ।

বীরা। ও প্রবেশ রমণীর গৌরবের কথা;
ও সংসার রমণীর চির-সুখস্থান,
ও অর্পণ ভবে চির শান্তির সঙ্গতি।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন সহ মানবকের প্রবেশ।

মানবক। এই এনেছি, অর্জ্জুন, তুমি বিবাহ ক'রে নাও; নিয়ে আমাকে একবার এই দেশের রাজা ক'রে দাও, আমার একবার রাজা হ'তে বড় সাধ হচ্ছে।

ভক্তদাসের প্রবেশ।

ভক্তদাস। তা বৈকি ঠাকুর! তুমি রাজা হ'য়ে সিংহাসনে ব'সে মজা কর, আর আমি ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি দিই, কেমন? তা' হবে না; সেজদাদা যদি দান করে, তবে ন্যায্য মত এ রাজ্য আমাকেই দিতে হবে।

কৃষ্ণ। এ রাজ্যটা নিতে তোমাদের উভয়ের এত আগ্রহ কেন?

মানবক। ব্রাহ্মণের ছেলে, চিরকালটা কষ্টে কাটিয়েছি, কিছুদিন রাজ্যসুখ উপভোগ কর্‌ব।

ভক্তদাস। আর আমি নিতে চাই এইজন্য—এ রাজ্যটার একটা গুণ আছে; এখানে রত্ন আপনি বর্ষায়। দেখ না, চিরদিন কাছে থেকেও আমরা বিন্দুমাত্র পদরেণু লাভ কর্‌তে পার্‌লাম না, এরা এখানে ব'সে বিনা সাধনায় স্পর্শ-ভাগ্য লাভ কর্‌লে। আমরা দয়াল-পাখী পুষে মলাম, সে পাখী ধরা দিলে এদের কাছে।

অর্জ্জুন। ভক্তদাস, আমরা বোধ হয়, ভক্তি-ছোলা ঠিকমত যোগাতে পারি নি।

ভক্তদাস। তা নয় সেজদাদা, এ পাখীর গতিকই এই। ত্রেতাতে রাণী কৌশল্যা, রাজা দশরথ যত্ন-দাঁড়ে ভক্তি-ছোলা দিয়েই রেখেছিল, তবুও তাদের স্নেহ-বেড়ী ভগ্ন ক'রে তা'দিকে ফাঁকি দিয়ে, পাখী চাঁড়ালের বাড়ী উড়ে গিয়ে প্রেম-শিকলে বাঁধা পড়্‌ল! তবে আমাদের একটু দোষ আছে, আমরা খাদ্য নীচে রাখ্‌তে জানি না, উপরে রাখি; তাই পাখী এত চাঞ্চল্য প্রকাশ করে। সত্যসত্যই সেজদাদা, ইদানীং আমাদের মনে একটু অহঙ্কার হয়েছে; আমরা বিনয়-শ্রদ্ধা ভুলে গেছি; তাই পাখী মাঝে মাঝে আমাদিগকে বিপাকে ফেলে তা জানিয়ে দেয়। সে যাই হ'ক্, এবার যদি পাখীকে ধ'রে ঘরে নিয়ে যেতে পারি, তবে সর্ব্বদা ওঁর কাছে প্রণত হ'য়ে থাক্‌ব।

কৃষ্ণ। ভক্তদাস, তুমি যা-ই বল, পাণ্ডবের নিকটে ভিন্ন এ জগতে আমার জুড়াবার স্থান আর নাই!

ভক্তদাস। তোমার ঐ কথা, অত অনুগ্রহই ত আমাদের অবিনয়ের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি ওরূপ ভাবে আত্মীয়তা দেখাও ব'লেই ত আমরা আপনাদিগকে মুক্ত ভেবে দিন দিন মোহযুক্ত হ'য়ে যাচ্ছি।

অর্জ্জুন। ভক্তদাস, তুমি যথার্থই বলেছ; অপরে বুঝ্‌তে পারুক্ না পারুক্, এ কথা আমার প্রাণে প্রকৃতই লেগেছে।

মানবক। ভক্তদাস, যথার্থই তুমি সাধক, আমি তোমাকে আগে সামান্য ব'লে জ্ঞান কর্‌তাম, জান্‌তাম না যে, তুমি ভস্মাচ্ছাদিত মণি।

কৃষ্ণ। ও সব কথা থাক্, এখন শুভকর্ম্ম সমাধার চেষ্টা কর।

মানবক। কই এরা মালা আন্‌তে কোথায় গেল?

মাল্যহস্তে বীরা ও বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী। [প্রমীলার প্রতি]

উদ্যানের সার সার কুসুম আহরি'
গাঁথিয়াছি এই মালা যতন সোহাগে;
সোহাগে বঁধুর গলে, মৃণাল-বাহুতে
পরাইয়া দিবে সুখে, ধর বিনোদিনি!

[প্রমীলাকে মাল্য প্রদান।

বীরা। [অর্জ্জুনের প্রতি]

চিরসখ্য-স্থাপনের নিদর্শন রূপ
এই মালা গাঁথি অতি আবেশের ভরে,
ধর পার্থ, অনুরাগে প্রেয়সীর গলে
পরাইয়া দাও, দেখে জুড়াক্ নয়ন।

[অর্জ্জুনকে মাল্য প্রদান।

ভক্তদাস। তবে আর বিলম্ব কেন?

কৃষ্ণ। মানবক ঠাকুর, মন্ত্র বলাও।

মানবক। স্বয়ং মঙ্গলময় সম্মুখে উপস্থিত থাক্‌তে আমায় আর আবশ্যক কি? আর মন্ত্র পড়িয়ে কাজ নাই, ওঁরা পরস্পর উভয়ের গলে মাল্য প্রদান করুক, আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি। [প্রমীলার প্রতি] প্রমীলা, অগ্রে তুমিই অর্জ্জুনের গলে বরমাল্য প্রদান কর।

প্রমীলা। মনঃপ্রাণ সমর্পিণু জনমের মত,
দাসীভাবে পদে স্থান, দেহ প্রাণেশ্বর!

[অর্জ্জুনের গলে বরমাল্য প্রদান]

অর্জ্জুন। সুখে দুঃখে চির সাথী জীবনে মরণে,
আজ হ'তে তুমি মম অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী।

[প্রমীলার গলে মাল্যদান]

মানবক। আশীর্ব্বাদ করি আমি যুগ্ম কর তুলি'
অবিষাদে পূর্ণসাধে থাক চির সুখে।

[প্রমীলার প্রতি] প্রমীলা এইবার অর্জ্জুনের বামে দাঁড়াও। [প্রমীলার তথা করণ] এবার সকলে উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি কর।

গোপালের প্রবেশ।

গোপাল। বড় সুখী হ'লাম, দিদি! তোমাদের এই শুভ-সম্মিলন দেখে আমি বড় সুখী হলাম। তোমাদের এই মিলন ঘটাবার জন্যই আমি তোমার কাছে এসেছিলাম; আজ আমার সে আশা সফল হয়েছে। দিদি, এবার আমায় চিন্‌তে পারিস্ কি? আমিই সেই ব্রজের গোপাল। ভক্তদাস বলেছে, "তোমাদের কাছে গোপাল, আমাদের কাছে ভূপাল," সত্যই এখন আমি গোপাল ভূপাল দুই। গোপালরূপে তোমার কাছে আছি, ভূপালরূপে পাণ্ডবের সহায়তা কর্‌ছি, জগতে

এই ত আমার কাজ। আমার কথায় যদি তোমার সন্দেহ হয়, তবে প্রত্যক্ষ কর। [কৃষ্ণের দেহে মিলিত হওন]

প্রমীলা। [সবিস্ময়ে] একি! গোপাল কৃষ্ণের অঙ্গে বিলীন হ'ল! যেন অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুৎপ্রভা নবীন মেঘে মিশে গেল! কৃষ্ণ, তোমার এ ছলনা? আমি অবলা, আমার সঙ্গে কি এমন খেলা খেল্‌তে হয়?

অর্জ্জুন। সখা! সখা! তোমার এত লীলা?

কৃষ্ণ। সখা, তোমাদের গুণগরিমা প্রচার করবার জন্যই আমার এই লীলা। প্রমীলা, তোমরা প্রকৃত নারী নও, পুরুষ, অভিশাপে রমণীত্ব প্রাপ্ত হয়েছ। এইবার অর্জ্জুনরূপী নারায়ণের মিলনে অচিরে সে শাপ হ'তে মুক্ত হবে।

ভক্তদাস। সকলেই শান্তি-নীরে নিমগ্ন, এই সময়ে আর একবার সকলে প্রেমানন্দে হরিধ্বনি কর।

গান করিতে করিতে নারীগণের প্রবেশ।

নারীগণ।—

গীত।

দেখ্‌রে নয়ন আজি মধুর ভাবের যুগল মিলন।
জলদে বিজলী যথা ভাবুক জনের মানস মোহন।
প্রমীলা ফাল্গুনীর বামে, শোভা যেন রতিকামে,
কে জানিত পরিণামে, সুখের নিশি হবে এমন;—
প্রমীলা রমণীর মণি, পার্থ পুরুষরতন।
এ আনন্দ-সুধারাশি, আমরা বড় ভালবাসি,
আনন্দময় স্বয়ং আসি, আনন্দ করেন বিতরণ;—
প্রেমানন্দে বদন ভ'রে কর হরির নামোচ্চারণ।

[যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনব নাটকাভিনয়।

ত্রিশঙ্কু বা সপ্তর্ষি-সৃজন। কবিবর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যম্বরের অপেরায় মহা-অভিনয়; এমন সুন্দর নাটকাভিনয় নাই। সেই অদৃষ্ট পুরুষাকারে দ্বন্দ্ব, সেই বীরকুমার অজিত, কুটিল অঞ্জন, বিশ্বাসঘাতক ধৃষ্টকেতু, রামরূপ, আদর্শ-বীর ধীরসিংহ, স্নেহময়ী সত্যবতী, শক্তিময়ী শক্তি, প্রেমময়ী লীলা, ঈর্ষাময়ী ছোটরাণী অনীতা, ভক্তিভরা অনিল, আনন্দ লহরী প্রভৃতি কবির কল্পনা-কাননের অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। [সচিত্র] মূল্য ১৷৹ মাত্র।

অংশুমান্ উক্ত কবিবর কেশব বাবুরই রচিত। এই অভিনয়ে সত্যম্বর অপেরায় যশঃ দিগন্তবিস্তৃত, সেই জয়ন্ত, শক্তকাম, সমরকেতন, অসমনজিৎ, অরিসিংহ, বলাদিত্য, সিদ্ধেশ্বর, রতনচাঁদ, অসমঞ্জ, সুধাকর, শোভনলাল, ষষ্ঠী, সুমতি, মলিনা, রেবতী, কমলা প্রভৃতি চরিত্র-সৃষ্টি অতি অপূর্ব্ব [সচিত্র] মূল্য ১৷৹ মাত্র।

জড় ভরত উক্ত কেশব বাবুর রচিত, শশী অধিকারীর দলে অভিনীত। সেই জিতাশ্ব, রহুগণ, বীরসিংহ, সুব্রত, সন্তপ, পরন্তপ, করুণা, কিরণময়ী, পাগলিনী সবই আছে। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। [সচিত্র] মূল্য ১।৹ মাত্র।

কুবলাশ্ব সুকবি শ্রীভোলানাথ রায় রচিত, শশী অধিকারীর শ্রেষ্ঠ অভিনয়। সেই চন্দ্রাশ্ব, কমলাশ্ব, দুর্ম্মুখ, শক্তিচাঁদ পাগল, উদ্ভাবক, বীরেন্দ্র, প্রতিভা, বাসন্তী, রক্তিমা, রঙ্গিণী, ভিখারিণী সবই আছে। [সচিত্র] মূল্য ১৷৹ মাত্র।

মান্ধাতা নবভাবের নবীন কবি শ্রীঅভয়চরণ দত্ত প্রণীত। শশিভূষণ হাজরার দলের অভিনয়ে এই নাটকের যশ পথে ঘাটে মাঠে, যেখানে সেখানে, লোকের মুখে মুখে। ময়মনসিংহ বরিশাল প্রভৃতি সকল দেশের সকল দলে অভিনয় চলিতেছে। ইহাতে সেই পিতা হ'য়ে পুত্রের হৃৎপিণ্ড উৎপাটনকারী মান্ধাতা, সেই অম্বরীষ, মুচুকুন্দ, চণ্ডবিক্রম, বিবেকানন্দ, ভক্তদাস, বিন্দুমতী, প্রভা, কুটীনসী সবই আছে। মূল্য ১।৹ মাত্র।

সুধন্বা-উদ্ধার সুকবি শ্রীশশিভূষণ দাস প্রণীত, সুধন্বাকে তপ্ততৈলে নিক্ষেপ, ভক্তে ভক্তে মহাসমর, শ্রীকৃষ্ণের উভয় সঙ্কট, সুধন্বার যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রাণরক্ষার্থে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, হংসধ্বজের মহামুক্তি [সচিত্র] মূল্য ১।৹।

সগরাভিষেক সুকবি শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ প্রণীত, ভাণ্ডারীর অপেরা-পার্টিতে অভিনীত, ইহাতে সেই বাহু রাজা, সগর, প্রতর্দ্দন, অমরসিংহ, পরমানন্দ, কুটিল, অনীতা, সুনন্দা, শোভা আছে। [সচিত্র] মূল্য ১।৹ মাত্র।

প্রমীলা উক্ত অতুল বাবুরই অতুলনীয় নাটক, ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়, সুধন্বা, সুরথ ও নারী-দেশের রাণী বীরা প্রমীলার সহ অর্জ্জুনের ভীষণ যুদ্ধ, সেই বিখ্যাত গান "দিন ফুরাল ঘরে চল" ও "অকূল ভবসাগর-বারি" প্রভৃতি আছে। মূল্য ১।৹ মাত্র।

জনপ্রিয় নাটকাবলী।

হরিশ্চন্দ্র প্রবীণ কবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ কৃত, ভাণ্ডারী অপেরা পার্টীর কীর্ত্তিস্তম্ভ, সেই বিশ্বামিত্রের ঋণ-শোধার্থ রাজার পত্নীপুত্র বিক্রয়, নিজে চণ্ডালের দাসত্ব, রোহিতাশ্বের সর্পাঘাত, সেই ভীষণ শ্মশান-দৃশ্য, শৈব্যার হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপ, সেই বীরেন্দ্রসিংহ, গোপাল, অন্নপূর্ণা সবই আছে। সচিত্র মূল্য ১॥•

অনন্ত-মাহাত্ম্য উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরার যশঃপূর্ণ অভিনয়, ইহাতে চিত্রাঙ্গদ, সুধীর, বিজয়সিংহ, সমরকেতন, চন্দ্রকেতু, নীলধ্বজ, নির্ব্বাসিতা রাণী করুণা, বনবাসিনী ব্যাধ-বালিকা দুলালী, নিরাশ-প্রেমিকা চন্দ্রাবতী, প্রতিহিংসাময়ী উপেক্ষিতা মোহিনী প্রভৃতি সকলই আছে। দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র সর্ব্ব নাট্য সম্প্রদায়ে অভিনীত। [সচিত্র] মূল্য ১॥• মাত্র।

চন্দ্রকেতু উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, শশিভূষণ হাজরার দলে যশের অভিনয়। বিক্রমকেতু, ধর্ম্মকেতু, ভবানন্দ, জয়সিংহ, দুর্জ্জয়সিংহ, রস-সাগর, মদনলাল, অলকা, যমুনা, জয়ন্তী, রঙ্গিণী সবই আছে। মূল্য ১॥• মাত্র।

সংসার-চক্র উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভূষণ দাসের যাত্রা পার্টীতে নব-যশস্কর অভিনয়, ইহাতে চন্দ্রহংস, ধৃষ্টবুদ্ধি, সরলকুমার, দুর্জ্জয়কেতন, দুলালী, ধুরন্ধর, চন্দ্রাবতী, বিষয়া, শান্তি, মনুয়া সবই পাইবেন। মূল্য ১॥• মাত্র।

সতী বা দক্ষযজ্ঞ, উক্ত অঘোর বাবুর কৃত এবং ভাণ্ডারী অপেরার ইহা অতীব যশের অভিনয়। সে দর্পান্ধ দক্ষের শিবদ্বেষ, শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান, দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব, পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণে যজ্ঞস্থলে সতীর প্রাণত্যাগ, শিবানুচরগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞভঙ্গ, সতীর মৃতদেহস্কন্ধে শিবের হৃদয়োন্মাদকারী বিলাপে নয়নে অজস্রধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে। মূল্য ১॥• মাত্র।

অদৃষ্ট উক্ত প্রবীণ কবি অঘোর বাবুর কৃত ষষ্ঠী-অপেরাপার্টীর বিজয়-বৈজয়ন্তী, ইহাতে সেই পুরঞ্জন, সুরথসিংহ, বীরসেন, ধীরসেন, ভৈরবানন্দ কাপালিক, দয়ালচাঁদ, মল্লিকা, পিঙ্গলা, কমলা, বীরাঙ্গনা সবই আছে। মূল্য ১॥• মাত্র।

সংমা বা বিজয়-বসন্ত। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারীর অপেরায় দিগ্বিজয়ী যশের অভিনয়। সেই জয়সেন, রঘুদেব, কমল, আনন্দরাম, বীরসিংহ, শ-চন্দ্র, কমলা, দুর্জ্জয়মরী, শান্তা, দুর্মতি সবই আছে। মূল্য ১॥• মাত্র।

মিবার-কুমারী উক্ত অঘোরবাবুর কৃত, ষষ্ঠী অপেরাপার্টির মহাযশের অভিনয়, ইহাতে ভীমসিংহ, সুরজিৎ, অজিৎসিংহ, মানসিংহ, জগৎসিংহ, রঙ্গলাল, মঙ্গলাল, মোহন মাধুরী, কৃষ্ণা, মঞ্জাবতী, চতুরা প্রভৃতি সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১॥• মাত্র।